শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদ্ভাগবতের আলোকে সাধকের আদর্শ জীবন
গঠনে এক অমূল্য গ্রন্থ

শ্রীমদ্ভাগবত এবং ভাগবত জীবন

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনতটনিবাসী
পণ্ডিত শ্রীশ্রী ১০৮ শ্রীঅদ্বৈত দাস বাবাজী মহারাজের
শ্রীচরণাশ্রিত

ডা. শ্রীঅমরসেন বাবাজী মহারাজ কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত

সম্পাদনায়
পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ দাস শাস্ত্রী

গৌড়ীয় প্রকাশন
শ্রীধাম বৃন্দাবন

প্রকাশকঃ-
শ্রীভাগবত নিবাস,বৃন্দাবন,মথুরা (উ.প্র) ভারত
পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ দাস শাস্ত্রী
+917078220843 , +918218476676
Website:-www.Bhagwatpremsudha.com

প্রথম সংস্করণঃ—
শ্রীবসন্ত পঞ্চমী, ১৫ মাঘ, বঙ্গাব্দঃ- ১৪২৬
শ্রীকৃষ্ণাব্দ-৫২৫৫, শ্রীগৌরাঙ্গব্দঃ- ৫৩৪
৩০ জানুয়ারি, ২০২০

সেবানুকূল্যঃ **200** RS

প্রাপ্তিস্থানঃ-
শ্রীভাগবত নিবাস,বৃন্দাবন,মথুরা (উ.প্র) ভারত
পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ দাস শাস্ত্রী
+917078220843 , +918218476676
Website:-www.Bhagwatpremsudha.com

* **হরিবোল কুটির,** পোড়াঘাট,নবদ্বীপ
শ্রীরসিকানন্দ দাসজী মহারাজ +919932860561

সমর্পণ

গহন অমানিশায়, দৃষ্টিরুদ্ধ তমিস্রায়,
দিক্‌ভ্রান্ত ভয়াকুল চিত্ত
মৃতপ্রায় পান্থপাশে, বন্ধুসম দৈব বসে,
দীপ্ত-দীপ হস্তে উপনীত ॥ ১ ॥
মধুর আশ্বাস বাণী, যেমন পথিক শুনি,
নির্ভয় আনন্দাপ্লুত হয়।
আনন্দে চলেন পথে, দৈবাগত বন্ধু সাথে
দূরে ফেলি তমিস্রার ভয় ॥ ২ ॥
তেমতি শাস্ত্রজ্ঞানহীন, আঁধিয়ারে দৃষ্টি ক্ষীণ,
শুদ্ধভক্তি পথ নির্দ্ধারিতে।
হইয়া তো অসমর্থ, ভয়াকুল মম চিত্ত,
হেরি গুরুকৃপার ইঙ্গিতে ॥ ৩ ॥
যেঁহ হেরি মম পানে, সঙ্গরূপ দীপদানে,
নিগূঢ় শুদ্ধ ভজনোপদেশে।
নাশিয়া অজ্ঞান অন্ধ, দিয়া চিত্তে পরানন্দ,
বাঁধিয়া ছিলেন স্নেহপাশে ॥ ৪ ॥
সহৃদয় বন্ধু সম, ব্যবহার নিরূপম,
প্রীতির ভাজন সম জ্ঞানে।
স্নেহধারা নিরন্তর, বরষিয়া হৃদি-পর,
সিক্ত করিয়াছেন নিজগুণে ॥ ৫ ॥
তেঁহ শ্রীমদ্ প্রেমানন্দ, দাস শুদ্ধভক্তি সদ্ম,
নিত্যলীলা সেবায় মগন।
গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত এবং ভাগবত জীবন,
(তাঁর) পদ্মহস্তে করিনু অর্পণ ॥ ৬ ॥

'অমরসেন দাস বাবাজী'

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গবিধুর্জয়তি

ভূমিকা

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধুবর্গেণ যা কল্পিতা।
শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহা-
নিত্থং গৌর-মহাপ্রভোর্মতমতস্তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

কেবলমাত্র ষড়ৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ শ্রীমন্নন্দনন্দন এবং তাঁহার ধাম বৃন্দাবনই একমাত্র আমাদিগের আরাধ্য। শ্রীমতী ব্রজবধুগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিতা তাঁহার রম্যা উপাসনাই একমাত্র উপাসনা, পুরাণশ্রেষ্ঠ,পুরাণ শিখামণি অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতই শাস্ত্র এবং প্রেমসম্পত্তিই একমাত্র মহান্ অর্থ। আরাধ্য, উপাসনা, শাস্ত্র এবং অর্থ বলিতে উপরোক্ত চতুষ্টয়কেই একমাত্র গ্রহণ করিবে, অন্যকিছু কখনও স্বীকার করিবে না। শ্রীমচ্ছচীনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ইহাই মত এবং এই মতকেই আদর করিবে। এই মতের অনুগত হইয়াই রাগমার্গীয় ভজনাদি করিবে। এই মত ভিন্ন অন্যমতকে কদাপি স্বীকার করিবে না।

ভগবৎ কৃপাই হইল মুখ্যবস্তু। কৃপাই একমাত্র ভরসা। ভগবৎ কৃপা ব্যতীত দৈন্যোৎপন্না প্রেমভক্তি কদাপি প্রাপ্ত হইবে না। সেহেতু কৃপাকে মুখ্য করিয়াই সাধন ভজন করিলেই প্রেম লাভ হইয়া থাকে। প্রেমলাভের পরবর্তীতে ভজন সাধনের ফলস্বরূপ শ্রীভগবান এবং তাঁহার পরিকরগণের দর্শন লাভ হইবে, তদনন্তর শ্রীভগবানের মাধুর্য্য অনুভব হইবে এবং পরিশেষে নিত্যলীলায় সেবা লাভ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইবে। কৃষ্ণ সেবাই আমাদের একমাত্র সাধ্য।

এই কৃষ্ণসেবা লাভ করিতে হইলে একটি বিশিষ্ট জীবন গঠন করিতে হইবে, সেই বিশিষ্ট জীবনকেই ভাগবত জীবন বলিয়া আখ্যা দেওয়া

হইয়াছে । এই ভাগবত জীবন গঠন করিতে হইলে ভাগবত ধর্ম্মের অনুশীলন করিতে হইবে । ভাগবত ধর্ম্মের অনুশীলন করিতে করিতে সাধকের ক্রমোন্নতি হইবে এবং এক পর্য্যায়ে সাধকদাস নিশ্চই কৃষ্ণসেবা লাভ করিতে সক্ষম হইবে ।

শাস্ত্র বলিতেছে যে–

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া ।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ।।
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাঽভ্যুদঞ্চতি ।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ।।

অর্থাৎ শাস্ত্রানুমোদিত বাক্যে শ্রদ্ধা , সর্বার্থসিদ্ধিপ্রদায়ক সাধুসঙ্গ, শ্রবণ-কীর্তনাদির অনুষ্ঠান তথা ভজন ক্রিয়ার দ্বারা সকল অনর্থ নিবৃত্তি হইয়া যায় । শ্রদ্ধা হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রী গুরুপদাশ্রয়, ভজনক্রিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া প্রেম লাভের পর এই প্রাকৃত পাঞ্চভৌতিক সাধক দেহের অবসান হইয়া থাকে । পাঞ্চভৌতিক দেহাবসানের পরবর্তীতে সাধকদাস সিদ্ধ চিন্ময় গোপী দেহে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়া স্নেহ মান প্রণয় প্রভৃতির পর মহাভাব কক্ষায় উঠিয়া বিশিষ্ট প্রেম সেবা লাভ করিয়া থাকে ।।

সাধনের বিরাম নাই । পরন্তু সাধন করিবার পদে পদে বিঘ্ন রহিয়াছে । যে বিঘ্নগুলির জন্যই সাধকদাস ভজন-সাধন করিয়াও অগ্রসর হইতে পারে না । প্রায়শঃ অপরাধজনিত কারণেই সাধকদাসকে বিঘ্নগুলির মুখোমুখি হইতে হয় । বিভিন্ন অপরাধ সমূহের মধ্যে সাধুগণের নিন্দাই সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট ভজনবিঘ্নকারী । এই গ্রন্থে সাধকদাসের সাধনপথের বিঘ্ন, ভজনমার্গের অনর্থনিবৃত্তি, অপরাধ ও তাঁহার নিবারণ করিবার উপায়াদি এই সকল বিষয় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে ।

যদ্যপি আমাদের জন্ম হইয়া থাকে প্রাকৃত জগতে, পরন্তু অভিসার হইয়া থাকে অপ্রাকৃত জগতে, মিলন এবং সেবা প্রাপ্তি হইয়া থাকে নিত্যলীলায়। প্রাকৃত জগতে জন্ম লইয়া, প্রাকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া প্রাকৃত চিন্তাধারায় পুষ্ট হইয়া প্রাকৃত আচরণ দ্বারা কখনই কেহ সাধ্য বস্তুকে লাভ করিতে পারে না।

কেবলমাত্র অপ্রাকৃত শিক্ষা, অপ্রাকৃত চিন্তা ও অপ্রাকৃত আচরণ দ্বারাই অপ্রাকৃত সাধ্য বস্তু লাভ করিতে পারা যায়। সেই জন্যই আমাদিগকে অপ্রাকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে হইবে। অপ্রাকৃত শিক্ষা লাভ করিবার জন্য সদ্‌গুরু আশ্রয় করিয়া তাঁহার নিকট হইতেই সেই শিক্ষাকে অর্জন করিতে হয়। সদ্‌গুরু কে ? এই সম্বন্ধে গুরুতত্ত্ব প্রকাশিকাদি গ্রন্থাদিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। আমাদের সাধনের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য হইতেছে অপ্রাকৃতে জগতে প্রবেশ করা ও চিন্ময়ত্ব প্রাপ্তি।

প্রশ্ন হইতেছে, কে আমাদের শিক্ষা প্রদান করিবে ? কে আমাদের স্বাভাবিক চিন্তা ও আচরণের ধারা হইতে মুক্ত করিয়া চিন্ময় জগতের শিক্ষা, চিন্তা এবং আচরণের দিকে চক্ষু উন্মিলিত করিয়া দিবে—যাহাতে বিঘ্ন রহিত হইয়া আমরা আমাদের সাধ্য বস্তুকে লাভ করিতে পারি।

ইহার উত্তর হইতেছে যে, শ্রীমদ্ভাগবতই আমাদেরকে এই শিক্ষা তথা সঠিক মার্গ দেখাইবে। শ্রীমদ্ভাগবতই আমাদের শিক্ষাগুরু, পথপ্রদর্শক, উপদেষ্টা এবং নিরুপাধিক হিতকারী। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতকেই নিজ জীবনে বরণ করিয়া লইতে হইবে। শ্রীভগবান ও ভক্তের চরিত কথা তাঁহাদের শিক্ষা ও উপদেশ ইহাই আমাদের সাধনমার্গের পাথেয়।

ভাগবতোচিত আচরণই হইতেছে মুখ্য বস্তু। সাধ্যবস্তুকে লাভ করিতে হইলে ভাগবতোচিত আচরণ করিতে হইবে। আমাদের আচরণ যদি ভাগবতোচিত না হইয়া থাকে তাহা হইলে নিশ্চই ভজনমার্গে বিঘ্ন

আসিয়া উপস্থিত হইবে। সাধকদাস যদি ইহ জগতে ভাগবতোচিত আচরণ করিয়া নিজেকে তদ্রুপে গঠন করিয়া থাকে তাহা হইলে নিশ্চই তাঁহার ভজনমার্গে বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইবে না। ভাগবতোচিত আচরণের দ্বারা সাধকদাস তৃণাদপি সুনিচেন তরোরিব সহিষ্ণুনাবৎ হইতে পারে এবং সহজেই অনর্থগুলিকে দূরীভূত করিতে পারে। এই আচরণের দ্বারা সাধু-মহাত্মা, বৈষ্ণবজনাদিকে সন্তুষ্ট করিয়া সহজেই তাঁহাদিগের কৃপা লাভ করা যায়। বৈষ্ণবকৃপা ভগবৎ প্রাপ্তি করাইতে অবশ্যই সক্ষম। সকল ভূতের মধ্যে ঈশ্বর বিরাজমান্ শাস্ত্র বলিতেছে যে, 'ঈশ্বর সর্বভূতানাম্'। শাস্ত্র আরও বলিতেছে যে আত্মবৎ সর্ব ভূতেষু অর্থাৎ আত্মবৎ সকল ভূতের প্রতি ব্যবহার করিতে হইবে। সকলভূতে ঈশ্বর রহিয়াছেন এই ভাবিয়া কদাপি তাহাকে অবহেলা তথা কষ্ট প্রদান করিবে না। কারণ ভূতমাত্রে অবহেলন ভজন নষ্ট করিয়া থাকে অর্থাৎ অপরাধের জন্ম দিয়া থাকে, যাঁহার ফলে ভজন মার্গে নানা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সাধকদাসকে অশান্ত করিয়া থাকে তথা পীড়া প্রদান করিয়া থাকে।

একদিকে যেমন অপরাধ বর্জ্জনের সাধন, অন্যদিকে তেমনি আছে সেবার আকাঙ্ক্ষা এবং সেবারূপ পরিপাটির সাধন। অপ্রাকৃত জগতে শ্রীভগবান এবং তাঁহার পরিকরগণ হইতে আরম্ভ করিয়া জীব জগতে ক্ষুদ্র হইতে মহান সকলের প্রতিই যথোচিত সেবা করাই হইতেছে সেবা বিধানের সাধন। সকল জীবের ভিতরেই শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান এবং একই পরমাত্মা কতৃক সকল জীব নিয়ন্তৃত, সেই জন্য একই প্রীতি সূত্রে সকলেই গ্রথিত। যেখানে প্রীতি সেখানেই সেবা নির্দ্ধারিত।

ভাগবতজীবন গঠনে মূল ভিত্তি হইতেছে শুদ্ধাভক্তির সাধন এবং সকল প্রকার অপরাধ বর্জ্জন। ভাগবত জীবন কিভাবে গঠন করিতে হইবে তাহা সুচারুরূপে এই গ্রন্থে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই গ্রন্থে বর্ণিত

প্রণালী অনুসারে যদি সাধকদাস নিজেকে গঠন করিয়া থাকে তাহা হইলে নিশ্চই সাধকদাস ভাগবতোচিত আচরণ করিতে সক্ষম হইয়া নিত্যলীলায় সেবা প্রাপ্তি করিতে পারিবেন। ভাগবত জীবন গঠন করিতে এই গ্রন্থখানির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আশা করিতেছি যে, সাধকদাস গ্রন্থখানি আস্বাদন করিয়া নিজেকে গ্রন্থানুসারে গঠন করিয়া ভগবৎ ভজনে তৎপর হইবেন।

এই গ্রন্থখানি তৎকালিন সময়ে ভজননিষ্ঠ বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃত অতীব সমাদৃত হইয়াছিল । পরন্তু পরবর্তীতে বৈষ্ণবসমাজে গ্রন্থখানির অভাববোধ হওয়ায় পুনরায় তাঁহার প্রকাশন করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। শ্রীশ্যামসুন্দর দাসজীর অনুপ্রেরণায় তথা নির্দেশে আমি পুনরায় শ্রীঅমরসেন দাস বাবাজী মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এই গ্রন্থের সম্পাদনা করিয়াছি। **গৌড়ীয় প্রকাশন** কর্ত্তৃক এই গ্রন্থখানির পুনরায় প্রকাশন করা হইল। এই গ্রন্থখানির " প্রুফ " দেখিতে **শ্রীসনাতন দাস শাস্ত্রীজী মহারাজ** সহায়তা করিয়াছেন সেহেতু তাঁহাকে আমি আন্তরিকভাবে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

নিবেদক
রঘুনাথ দাস

সূচিপত্র

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গবিধুর্জয়তি
শ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীমদ্ভাগবত এবং ভাগবত জীবন

।। প্রথম অধ্যায় ।।

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ ।।

শ্রীমদ্ভাগবত-১২।১৩।১৫

শ্রীমদ্ভাগবতকে সর্ব্ববেদান্ত-সারভূতরূপে কথিত হইয়াছে। যিনি তদীয় রসামৃতাস্বাদনে পরিতৃপ্ত, তাঁহার অন্যত্রকুত্রাপি আসক্তি জন্মে না।

বেদান্তসার বলিতে কি বুঝা যায় ?

বেদান্ত বলিতে বেদের অন্তিম ভাগকেই বোঝায়। মন্ত্র স্বরূপ ,ব্রহ্ম স্বরূপ যাহা তাহাই বেদ । মন্ত্র ব্রাহ্মণাত্মকো বেদঃ । বেদস্য অন্তিমঃ ভাগঃ বেদান্ত অথবা বেদানাং অন্তঃ বেদান্ত। বেদের অন্তই বেদান্ত । বেদের পরম জ্ঞানসঙ্কলন, আরণ্যকের পরিশিষ্ট বেদের মস্তকস্বরূপ শীর্ষদেশ, উপনিষদই বেদান্ত । অপরপক্ষে বিদ-জ্ঞানে ধাতু হইতে বেদ শব্দের বুৎপত্তি হইয়াছে। বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান। জ্ঞানং ব্রহ্ম স্বরূপম্ অর্থাৎ জ্ঞান ব্রহ্ম স্বরূপ। সত্যং জ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম ইত্যাদি বলিয়া জ্ঞানকেই ব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে। বেদং ব্রহ্ম স্বরূপং তস্য নিশ্চয়ঃ অস্তি যস্মিন্ ইতি বেদান্তঃ। বেদ পরমব্রহ্ম স্বরূপ, এই পরম ব্রহ্মের নিশ্চয় যেখানে করা হয়েছে তাহাই বেদান্ত। বেদের শেষাংশে যে পরমব্রহ্মের ও আত্মার একত্ববোধক উক্তি সমূহ আছে, তাহাই উপনিষদ, তাহাই বেদান্ত।

"সেয়ং ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষৎ শব্দ বাচ্য তৎপরাণাং সহেতোঃ সংসারস্য অত্যন্তাবসাদ লাভ।"

উপ-নি-পূর্ব্বস্য সদ্ ধাতো তদর্থাত্বাৎ।

সেই ব্রহ্মবিদ্যাই উপনিষদ। যাঁহারা এই ব্রহ্মবিদ্যা অনুশীলনে তৎপর, এই জন্মজরা মরণশীল সংসারে তাহাদের অবিদ্যা প্রভাবের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সংসাধিত করে বলিয়াই এই ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষদ নামে অভিহিত।

শ্রীমদ্ভাগবত মাহাত্ম্য বিষয়ে এইরূপ বর্ণিত আছেঃ-

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রানাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রী ভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ ॥
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ।
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদ-সংযুতঃ ॥
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ

তমাদিদেবং করুণানিধানং, তমালবর্ণং সুহিতাবতারম্।
অপার-সংসার-সমুদ্রসেতুং ভজামহে ভাগবত-স্বরূপম্।
(প্রাচীনকৃত-শ্লোকঃ)

শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণনের উদ্দেশ্য

(বসুমতী সাহিত্য মন্দির হইতে প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবত হইতে সংগৃহীত)

বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপর যুগের শেষ হইবার পর কলির প্রারম্ভে, মানবের শক্তি যুগধর্ম্ম বশতঃ হ্রাস হইতেছে দেখিয়া

শ্রীভগবান স্বীয় অংশে শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদরাশিকে চার ভাগে বিভক্ত করিলেন। বেদের জ্ঞানকাণ্ডরূপ উপাসনাত্মক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধি উত্তর ভাগের সার সংগ্রহ করিয়া তিনি ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত সূত্র রচনা করেন। অজ্ঞানী জীবের জন্য তিনি বেদের ভাষ্যরূপ শ্রীমহাভারত নামক ইতিহাস ও সাঁতাশ (২৭) মহাপুরাণ রচনা করেন। কিন্তু এই সকল করিয়াও তিনি অশান্তিতে দিন কাটাইতেছিলেন। এই সময় ভক্তচূড়ামণি শ্রীনারদ আসিয়া তাঁহাকে ভগবৎলীলা প্রধান শ্রীভাগবত রচনার উপদেশ দেন।

শ্রীনারদের বাক্য

ভবতানুদিতপ্রায়ং যশো ভগবতোঽমলম্।
যেনৈবাসৌ ন তুষ্যেত মন্যে তদ্দর্শনং খিলম্॥

(শ্রীমদ্ভাঃ-১। ৫। ৮শ্লোক)

হে মহর্ষে ! আপনি শ্রীহরির পূতলীলা মহিমা স্পষ্টভাবে কীর্ত্তন করেন নাই। সেই ভাগবত কথা কীর্ত্তন ব্যতীত, যে ধর্ম্মাদি জ্ঞানের অনুশীলনে ভগবান শ্রীহরির সন্তোষ হয় না সেই জ্ঞানকে, সেই শাস্ত্রকে অপূর্ণ-হেয় বা অভাবযুক্ত মনে করি।

যথ ধর্ম্মাদয়শ্চার্থা মুনিবর্য্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
ন তথা বাসুদেবস্য মহিমা হ্যনুবর্ণিতঃ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ-১।৫। ৯ শ্লোক)

হে মুনিবর ! আপনি সেই সকল গ্রন্থাদিতে ধর্ম্ম অর্থ,কাম-মোক্ষ এই চতুর্বর্গ প্রধান পুরুষার্থ যেরূপে বর্ণন করিয়াছেন। ভগবান বাসুদেবের যশঃ কথা সেইরূপ মুখ্য ভাবে নিশ্চয়ই কীর্ত্তন করেন নাই।

শ্রীনারদ আরও বলিলেন-

অথো মহাভাগ ভবানমোঘদৃক্
শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধৃতব্রতঃ ।
উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়ে
সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্ ॥

(শ্রীমদ ভাঃ ১। ৫ । ১৩)

হে মহাত্মন্ বেদব্যাস ! যেহেতু আপনি যথার্থ ধীসম্পন্ন পবিত্র হরিকথা শ্রবণরত সত্যনিষ্ঠ ও নিয়ম পরায়ণ অতএব সকল লোকের মায়া বন্ধন বিমোচনের জন্য আপনি ভগবান উরুক্রমের বিবিধ লীলা, সমাধি অবলম্বন পূর্বক ধ্যান করিয়া বর্ণন করুন ।

শ্রীনারদের উপদেশে তিনি নিজ আশ্রমে স্থিত হইয়া সমাধিস্থ হইলেন ।

তস্মিন্ স্ব আশ্রমে ব্যসো বদরীষণ্ডমণ্ডিতে ।
আসীনোঽপ উপস্পৃশ্য প্রণিদধ্যৌ মনঃ স্বয়ম্ ॥ ১॥
ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে ।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্বং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্ ॥ ২ ॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্ ।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে ॥ ৩॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে ।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্ ॥ ৪ ॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে ।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা ॥ ৫ ॥
স সংহিতাং ভাগবতীং কৃত্বানুক্রম্য চাত্মজম্ ।
শুকমধ্যাপয়ামাস নিবৃত্তিনিরতং মুনিম্ ॥ ৬ ॥

(শ্রীমদ্ ভা ১।৭।৩-৮)

স তু সং শ্রাবয়ামাস মহারাজং পরীক্ষিতম্ ।
প্রায়োপবিষ্টং গঙ্গায়াং পরীতং পরমর্ষিভিঃ ॥ ৭ ॥

(ভাঃ- ১।৩।৪২ শ্লোক)

শ্রীবেদব্যাস নিজের সেই আশ্রমে উপবেশন করিয়া আচমনান্তে শ্রীনারদের উপদেশ স্মরণপূর্ব্বক সমাধিস্থ হইলেন ॥ ১ ॥

তাঁহার হৃদয়টি ছিল নির্ম্মল, ভক্তিযোগ বলে সেই হৃদয় ধ্যানে নিশ্চল হইল। তখন প্রথমেই তিনি পরম পুরুষকে প্রত্যক্ষ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে (তাঁহার অধীন) মায়াকেও দেখিতে পাইলেন ॥ ২ ॥

ঐ মায়ার দ্বারা মোহিত হইয়াই জীব স্বয়ং ত্রিগুণাতীত হইলেও নিজেকে ত্রিগুণাত্মক বলিয়া মনে করে এবং ত্রিগুণের যাহা কর্ম্ম সেই কর্তৃত্বাদি অভিমান পোষণ করে তাহাও দেখিতে পাইলেন ॥ ৩ ॥

তিনি দেখিলেন ভগবানের প্রতি ভক্তিযোগ সমস্ত অনিষ্ট দূর করে। ইহা উপলব্ধি করিয়া তিনি অজ্ঞানাচ্ছন্ন জন সাধারণের জন্য এই ভাগবত সংহিতা প্রণয়ন করেন ॥ ৪ ॥

এই ভাগবতসংহিতা শ্রবণ করিলে মানবের, পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে, ভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং সেই ভক্তিই মানবের শোক-মোহ-ভয় বিনাশ করে ॥ ৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস প্রথমে শ্রীভাগবতসংহিতা রচনা করিয়া বিষয় তৃষ্ণা রহিত স্বপুত্র শ্রীশুকদেবকে অধ্যয়ন করাইলেন ॥ ৬ ॥

এই শুকদেব পুনরায় মহর্ষিগণকর্তৃক পরিবৃত গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনে রত মহারাজ পরীক্ষিৎকে শ্রীভাগবত শ্রবণ করান ॥ ৭ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের বস্তু নির্দ্দেশ

শ্রীব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে এই বিষয়ে বর্ণন করিয়াছেন-

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্রপরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবাপরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্রকৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥

(শ্রীমদ্ ভাঃ- ১।১।২ শ্লোক)

অধুনা শ্রোতৃবর্গকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণে প্রবর্ত্তিত করাইবার জন্য কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিমূলক সকল শাস্ত্র অপেক্ষা শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করাইতেছেন।

মহামুনি শ্রীনারায়ণ কর্তৃক প্রথমতঃ ও সংক্ষেপে চতুঃ-শ্লোকী ভাগবত প্রকাশিত হন। এই শ্রীভাগবতে পরের উৎকর্ষ সহনক্ষম মাৎসর্য্যের্ষা বিহীন সাধুগণের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম যাহা ধর্ম্ম, অর্থ' কাম, মোক্ষ বাঞ্ছা রহিত, সেই শুদ্ধ ভক্তিই নিরূপিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ অনুশীলনে আধ্যাত্মিক, অধিভৌতিক, আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ মায়িক তাপ বিদূরিত হয় এবং পরমানন্দানুভবকারক পরমার্থ বস্তু তত্ত্বের অনুভব হয়।

নির্ম্মৎসর সুকৃতিসম্পন্ন শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে ভগবান স্বীয় লীলাকথা শ্রবণারম্ভ কালেই অবরুদ্ধ হন। অতএব এইস্থানে অন্যশাস্ত্র-কর্ম্ম-জ্ঞানাদি প্রতিপাদক শাস্ত্র সকল কি বা মাহাত্ম্য প্রতিপাদিত করিতে পারে, অর্থাৎ অন্যান্য শাস্ত্রাদি অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা নাই।

মূলে কৃতিভিরিতি-

স্বামীপাদ বলেন যে পূর্ব্বজন্মকৃত পুণ্য বিনা এই শ্রবণেচ্ছা উৎপন্ন হয় না।
শ্রীল চক্রবর্ত্তীপাদ— কৃতিভিঃ নির্ম্মৎসরৈরেব-

শ্রীচক্রবর্ত্তীপাদের টীকার কয়েকটি বিশেষ উক্তি-

১। এই ভাগবত অনুশীলনের ফলে আশ্রয়তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে নির্ম্মৎসর জনগণ শ্রবণাদি ভক্তি দ্বারা সদ্য সদ্য হৃদয়ে প্রেমবশীভূত করেন। শ্রবণেচ্ছুগণের শ্রদ্ধা হইলে তো কথাই নাই। শ্রদ্ধার পূর্ব্ব হইতে শ্রবণ করিতে থাকিলে প্রেম উৎপন্ন হয়।

২। কৃতি ও সদ্য এই দুইটি পদে দুষ্কৃতিগণ বহু বিলম্বে ভগবানকে লাভ করেন, জানা যায়।

৩। বাস্তব বস্তু শব্দে ভগবানের স্বরূপ নাম-রূপ গুণাদি বৈকুণ্ঠধামসমূহ, ভক্তগণ এবং ভক্তি।

৪। 'অত্র" এই পদের তিনবার উক্তির তাৎপর্য্য-

প্রথম অত্র-এই পদে ভাগবতের অনুশীলনেই ঈশ্বর অবরুদ্ধ হন, অন্য শাস্ত্রানুশীলনে হন না। **দ্বিতীয় অত্র পদে-**বাস্তব বস্তু এই ভাগবতের আলোচনা মননাদি দ্বারাই জানা যায়, অন্য শাস্ত্র দ্বারা জানা যায় না। **তৃতীয় অত্র পদে-** এই ভাগবতেই অকৈতব কপটতা শূন্য ধর্ম নিরূপিত হইয়াছে, অন্য শাস্ত্রে তাহা হয় নাই, এতদ্বারা অন্যান্য যোগেরও নিষেধ করা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত বিষয় সমূহ

দ্বিতীয় স্কন্ধের দশম অধ্যায়ের প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিলেন-

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ॥
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা॥

শ্রীমদ্ভাঃ-২।১০।১-২ শ্লোক)

ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেব বলিলেন, এই ভাগবত শাস্ত্রে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, ঊতি, মন্বন্তর, ঈশকথা, নিরোধ মুক্তি ও আশ্রয় এই দশটি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।
তাঁহার মধ্যে দশম তত্ত্বের (আশ্রয়ের) বিশুদ্ধ আলোচনার জন্যই পূর্ব্ব নয়টি লক্ষণের স্বরূপ মহাত্মাগণ শ্রুত অর্থাৎ স্তুত্যাদিস্থানে কণ্ঠোক্তি দ্বারা সাক্ষাদ্ভাবে এবং অর্থ অর্থাৎ বিবিধ আখ্যানের তাৎপর্য্য বৃত্তিদ্বারা বর্ণন করিয়াছেন।

তৃতীয় শ্লোক হইতে সপ্তম শ্লোকের অনুবাদঃ-

(৩) গুণত্রয়ের পরিণামবশতঃ পরমেশ্বর হইতে (আকাশাদি) পঞ্চভূত, (শব্দ স্পর্শাদি) পঞ্চতন্মাত্র (চক্ষু কর্ণাদি) একাদশ ইন্দ্রিয় এবং মহত্তত্ব ও অহঙ্কারতত্ত্বের বিরাটরূপে ও স্বরূপতঃ যে জন্ম, তাঁহার নামই সর্গ,বিরাটপুরুষ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক যে চরাচর সৃষ্টি তাঁহার নামই বিসর্গ।

(৪)ভগবানের সৃষ্টবস্তু সমূহের পালন দ্বারা যে উৎকর্ষ তাঁহার নাম 'স্থান' বা 'স্থিতি'। নিজ ভক্তের প্রতি তাঁহার যে অনুগ্রহ তাহার নাম 'পোষণ'। তাঁহার অনুগৃহীত মন্বন্তরাধিপতি সাধুগণের ভগবদুপাসনাখ্য ধর্ম্মই সদ্ধর্ম, উক্তরূপ স্থিতিতে যে বহুবিধকর্ম্ম বাসনা তাহার নাম 'ঊতি'।

(৫) শ্রীহরির অবতারসমূহের অনুচরিত এবং তাঁহার অনুবর্ত্তি ভক্তগণের নানাবিধ উপাখ্যান পরিপূর্ণ সৎকথাই 'ঈশকথা' বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

(৬) শ্রীহরির যোগনিদ্রার পর জীবের উপাধির সহিত যে শয়ন অর্থাৎ (মহাপ্রলয়ে পরমেশ্বরে লয়) তাঁহার নাম 'নিরোধ'। মায়িক স্থূল ও সূক্ষ্মদ্বয় শরীর পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ কেবল জৈব স্বরূপে (কাহারও কাহারও ভগবৎ পার্ষদরূপে) অবস্থানের নাম 'মুক্তি'।

(৭) যাঁহা হইতে সৃষ্টি ও লয় হয় এবং যাঁহা হইতে এই বিশ্ব প্রকাশিত হয় তিনিই 'আশ্রয়' পরব্রহ্ম এবং পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত হন।

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত

শ্রীশ্রীভগবল্লীলাবতারের কর্ম্ম, প্রয়োজন ও বিভূতি বর্ণন।

অবতার	কার্য্য
১। বরাহ	পৃথিবী উদ্ধার এবং হিরণ্যাক্ষ বধ।
২। যজ্ঞ	ত্রিলোকের দুঃখ হরণ।
৩। কপিল	মাতাকে আত্মতত্ত্ব কথন এবং সাঙ্খ্য প্রবর্ত্তক।
৪। দত্তাত্রেয়	ভুক্তিমুক্তিরূপা গতি দান।
৫। সনকাদি কুমার	পূর্ব্বকল্পের প্রলয়ে বিশিষ্ট আত্মতত্ত্ব সম্যক্, ভাবে উপদেশ।
৬। নরনারায়ণ	তীব্র তপস্যা ও অপ্সরাগণের তপস্যা ভঙ্গের চেষ্টা বিফল করেন।
৭। পৃশ্নিগর্ভ	ধ্রুবের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ধ্রুবপদ প্রদান।
৮। পৃথু	দ্বিজ শাপ-ভ্রষ্ট বেণ রাজাকে কৃপা করিবার জন্য তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার এবং পৃথিবীর ধনাদি দোহন।
৯। ঋষভ	পারমহংস্যপদের অনুসন্ধান।
১৩। হয়গ্রীব	তাঁহার নাসাপূট হইতে বেদবাণী উৎপন্ন।
১১। মৎস্য	ব্রহ্মার মুখবিগলিত বেদসমূহ গ্রহণ করিয়া প্রলয়-পয়োধিজলে বিহার।
১২। কূর্ম্ম	দেব দানবগণের অমৃতমন্থন দণ্ডস্বরূপ মন্দার পর্বত পৃষ্ঠে ধারণ।
১৩। নৃসিংহ	হিরণ্যকশিপুর বক্ষস্থল বিদীর্ণ।
১৪। হরিসংজ্ঞক	কুম্ভীরের বদন হইতে গজেন্দ্রকে উদ্ধার।
১৫। বামন	ভগবদ্ভক্তগণের ইন্দ্রাধিপত্য কখনই উচিত নহে, এই জন্য ত্রিপদ ভূমি গ্রহণচ্ছলে বলির রাজ্য হরণ।

অবতার	কার্য্য
১৬। হংস	শ্রীনারদের নিকটে ভক্তিযাগে বর্ণন।
১৭। মন্বন্তর	দুষ্টরাজগণের প্রতি দণ্ড বিধান।
১৮। ধন্বন্তরি	পৃথিবীতে আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশ।
১৯। পরশুরাম	পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করণ।
২০। রাম	রাবণ বধ।
২১। কৃষ্ণ	বলরামের সহিত অবতীর্ণ হইয়া পুতনা বধ, কালীয় দমন, গোবর্দ্ধন-ধারণাদি অনেক অলৌকিক লীলা।
২২। ব্যাস	বেদ বিভাগ।
২৩। বুদ্ধ	অসুরকুলের বুদ্ধিমোহনার্থ পাষণ্ডবেশে উপধর্ম্ম উপদেশ।
২৪। কল্কি	শ্রীহরি কীর্ত্তন ত্যাগকারী পাষণ্ড, শূদ্র ও ম্লেচ্ছ রাজন্য বর্গকে শাস্তি প্রদান।

শ্রীমদ্ভাগবত এবং ভগবৎ লীলাকথা

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভেই যখন শ্রীনারদ শ্রীবেদব্যাসকে শ্রীভাগবত রচনায় প্রবৃত্ত করিতেছেন, তখন এই শ্লোকই নারদ বলেন-

অথো মহাভাগ ভবানমোঘদৃক্
শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধৃতব্রতঃ।
উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়ে
সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্ ।।

(শ্রীমদ্ভাঃ-১।৫।১৩ শ্লোক)

হে মহাত্মন্ বেদব্যাস যেহেতু আপনি যথার্থ ধীসম্পন্ন, পবিত্র হরিকথা শ্রবণরত, সত্যনিষ্ঠ এবং নিয়মপরায়ণ অতএব সকল লোকের মায়াবন্ধন

বিমোচনের জন্য আপনি ভগবান উরুক্রমের বিবিধ লীলা, সমাধি অবলম্বনপূর্বক (অর্থাৎ একাগ্র- চিত্তে) ধ্যান করিয়া বর্ণন করুন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তীপাদের টীকার একাংশে লিখিত হইয়াছে-

"লীলাহি ভক্তিমতিশুদ্ধচিত্তে স্বয়মেব স্ফুরতি তস্যাঃ স্বপ্রকাশত্বা-দনন্তাদতিরহস্যত্বাদন্যথা কেনাপি বক্তুং গৃহীতুং চাশক্যত্বাদিতি ভাবঃ" ॥

শ্রীভগবৎ লীলা ভক্তিমতি শুদ্ধচিত্তে আপনা হইতেই স্ফুরিত হয়, কারণ, লীলা স্বপ্রকাশ, অনন্ত এবং অতি রহস্য হেতু অন্য কোন প্রকারে এই লীলা বর্ণন করা বা ধারণ করা সম্ভব নয়।

তাৎপর্য্যার্থ- ভগবৎ লীলা সকল শ্রীবেদব্যাসের মত অব্যর্থ জ্ঞানসম্পন্ন, শুদ্ধচিত্ত, সত্যনিষ্ঠ এবং নিয়ম পরায়ণ শুদ্ধচিত্তেই স্ফুরিত হইবে।

উপসংহারেও যখন শ্রীশুকদেব শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণন শেষ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছেন তখন নিম্নলিখিত এই শ্লোকটি বর্ণনা করেন -

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমূর্ত্তিতীর্ষো-
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য।

(শ্রীমদ্ভাঃ-১২।৪।৪০)

আধ্যাত্মিকাদি বিবিধ দুঃখদাবানলসন্তপ্ত এবং অতিদুস্তর সংসার সমুদ্রোত্তরণ অভিলাষী পুরুষের পক্ষে পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা কথা রস সেবন ব্যতীত অন্য কোন উত্তরণ সাধন নৌকা নাই।

এইরূপে শ্রীমদ্ভাগবতে উপক্রম এবং উপসংহারে ভগবানের লীলা কথার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছেন । মধ্যেও শ্রীরাসলীলা যাঁহা লীলামুকুটমণি বলিয়া আখ্যায়িত হইয়াছেন, তাহাতেও শ্রীশুকদেব ভগবানের লীলা কথা শ্রবণের মাহাত্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন-

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ- ১০।৩৩।৩৬ শ্লোক)

(স্বামীপাদের টীকানুসারে) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া যে লীলা করেন তাহা শ্রবণ করিয়া ভক্তগণের কথা দূরে থাকুক এমন কি শৃঙ্গার রসাকৃষ্ট বহির্ম্মুখ জনকেও ভগবৎপর অর্থাৎ ভগবৎ বিষয়ে শ্রদ্ধাবান করায় ।

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত ভগবানের সাধারণ লীলাকথা শ্রবণাদির মাহাত্ম্য

এই সম্বন্ধে পরীক্ষিৎ মহারাজের উক্তি-

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্ ।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ-২।৮।৪ শ্লোক)

যে ব্যক্তি ভগবানের চরিত (লীলাদি কথা) শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য শ্রবণ করেন ও কীর্ত্তন করেন শ্রীভগবান্ অনতি দীর্ঘকালে তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করেন।

প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্ ।
ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ-২।৮।৫ শ্লোক)

যেমন শরৎ ঋতুর আগমনে যাবতীয় নদী ও তড়াগ প্রভৃতির জলের মলিনতা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হইয়া থাকে তেমনি শ্রীহরি স্বীয় ভক্তগণের দাস্য সখ্যাদি ভাবরূপ হৃদয়কমলে কথারূপে প্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্ব বিষয়মল (অর্থাৎ কাম ক্রোধাদি) বিদূরিত করিয়া থাকেন।

রাসলীলা প্রসঙ্গে শ্রীভাগবতে "অনুগ্রহায় ভক্তানাম্" ১০। ৩৩। ৩৬ এই শ্লোকে রাসলীলা ব্যতীত অন্যান্য সাধারণ লীলা সম্বন্ধে শ্রীজীব গোস্বামীপাদ তাঁহার টীকায় লিখিয়াছেন।
ভক্ত প্রসঙ্গে ভগবান সেইরূপ সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী লীলা করেন। সেই সকল সাধারণ লীলা অর্থাৎ রাসলীলা ব্যতীত অন্যান্য লীলা শ্রবণ করিয়া ভক্ত ব্যতীত অন্যান্য জনও ভগবৎপর হইয়া থাকে, রাসলীলা শ্রবণে যে তৎপর হইবে ইহা বলাই বাহুল্য।

রাসলীলা শ্রবণের বিশেষ মাহাত্ম্য

রাসলীলা শ্রবণের বিশেষ মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন-

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ—১০।৩৩।৩৬)

স্বামীজীর টীকা পূর্বে দেওয়া হইয়াছে-
শ্রীল চক্রবর্ত্তীপাদের টীকার মর্ম্মার্থ-

শ্রীভগবানের অন্যান্য লীলা হইতে বৈলক্ষণ্য হেতু মধুর রসময়ী এই রাসলীলার তাদৃশী মণি-মন্ত্র মহৌষধির ন্যায় এমন এক অতর্ক্য শক্তি আছে যাহাতে মনুষ্য দেহধারী সকলকেই ভগবৎ পরায়ণ করিয়া থাকে। তাহাতে সর্ববিধ ভক্তগণ যে পরমানন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

বৈষ্ণব তোষণী হইতে শ্রীপাদ জীব গোস্বামির টীকার আংশিক অনুবাদ নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে-

কোনস্থলে অনুগ্রহায় ভক্তানাম্' এই পাঠের পরিবর্তে অনুগ্রহায় ভূতানাম্ এই পাঠ আছে । এস্থলে ভূতগণের বলিতে সকল জীবগণের প্রতি বুঝিতে হইবে। এখানে ভগবানের সাক্ষাৎ ভক্ত এবং সেই ভক্ত সম্বন্ধেই সকলকে অনুগৃহীত করিবার জন্য শ্রীভগবান স্বয়ং মানুষ্য দেহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়া তাদৃশী ক্রীড়া করিয়া থাকেন । যাহা শ্রবণ করিয়া অন্যের কথা কি ভগবান স্বয়ংই তৎপর হইয়া থাকেন—অর্থাৎ যখন এই লীলা ভক্তজনের মুখে শ্রবণ করেন, তখন তিনিও সেই লীলাতে আসক্ত হইয়া যান। এখানে ভক্ত শব্দের দ্বারা ব্রজদেবী, ব্রজজন এবং কালত্রয়, সম্বন্ধ যুক্ত অন্যান্য বৈষ্ণবগণও গৃহীত হইয়াছেন।

ভক্তগণ কিভাবে অনুগৃহীত হন তাহা বলিতেছেন-
ব্রজদেবীগণ পূর্ব্বরাগাদি লীলা দ্বারা ; ব্রজজন—জন্মাদিলীলা দ্বারা এবং অন্যান্য ভক্তজন সেইসকল দর্শন এবং শ্রবণাদির দ্বারা অনুগৃহীত হন।

রাসলীলার শ্রবণ এবং কীর্ত্তন সম্বন্ধে শ্রীশুকদেব একটি বিশেষ শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছেন।

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ।।

(শ্রীমদ্ভাঃ-১০।৩৩।৩৯ শ্লোক)

ব্রজবধূদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা যে ধীর ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণ করেন এবং অনুক্ষণ কীর্ত্তন করেন, তিনি অচিরেই ভগবানের পরাভক্তি লাভ করিয়া হৃদরোগ কাম অনতি বিলম্বে দূর করিতে সমর্থ হন।

স্বামীপাদের টীকা-

"ভগবতঃ কামবিজয়রূপরাসক্রীড়াশ্রবণাদেঃ কামবিজয়মেব ফলমাহ বিক্রীড়িতমিতি। অচিরেণ ধীরঃ সন্ হৃদ্রোগং কামমাশু অপহিনোতি পরিত্যজতীতি"।

ভগবানের কাম-বিজয়রূপ রাসলীলা শ্রবণাদির ফল কাম বিজয়ই। অচিরেই জিতেন্দ্রিয় হইয়া হৃদ্রোগ কাম পরিত্যক্ত হয়।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকার আংশিক সারার্থ--

সর্বলীলার চূড়ামণি রাসলীলার শ্রবণ-কীর্ত্তনের ফলও সর্ব্বফলচূড়ামণি হইয়া থাকে। এখানে 'চ' কারের অর্থ এইরূপ অন্যান্য কবিগণ বর্ণিত গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ ক্রীড়া বুঝাইতেছে। পরাম্— ইহার অর্থ—প্রেমলক্ষণা ভক্তি। প্রথমেই প্রেম অন্তরে প্রবেশ করে, তাঁহার প্রভাবে অচিরেই হৃদ্‌রাগে নাশ হয়। এইরূপে এই প্রেমভক্তি, জ্ঞানযোগের ন্যায় দুর্বল নয়। এখানে হৃদরাগে বলিতে যে কাম তাহা ভগবৎ বিষয়ক কাম হইতে ভিন্ন। ইহা প্রেমামৃতের ন্যায় প্রাকৃত কাম হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে ধীর' শব্দে পণ্ডিত। নাস্তিক-মূর্খদিগের এইরূপ ফল হয় না। শ্রদ্ধান্বিত' বলিতে শাস্ত্র অবিশ্বাসিগণ নামাপরাধি বলিয়া প্রেমও তাহাদের অঙ্গীকার করে না।

শ্রীজীব গোস্বামিপাদ এই শ্লোকের টীকায় কয়েকটি বিশেষত্ব উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হল।

১। ভক্তিম্-প্রেম লক্ষণা, পরাম্-গোপিকাগণের প্রেমানুসারে সর্বোত্তম জাতীয়, প্রতিক্ষণেই নূতন হইতে নূতন রূপে অনুভূত।

২। **কামমিত্যুপলক্ষণমন্যেষামপি-** এখানে কাম শব্দটি উপলক্ষণে ব্যবহৃত হইয়াছে, অন্যান্য হৃদ্‌রোগ ক্রোধ-লোভাদিও।

৩। অত্র তু হৃদ্রোগাপহানাৎ পূর্বমেব পরমভক্তি প্রাপ্তিঃ তস্মাৎ পরমবলবদেবেদং সাধনমিতি।

" এখানে হৃদ্‌রোগ বিনাশ হইবার পূর্বেই পরম ভক্তি প্রাপ্তি হয় সেই জন্য ইহা পরম বলবান সাধন বলিয়া জানিতে হইবে।

৪। ভিন্ন অর্থ-**কামং**-অচিরেই যথেষ্ট ভক্তি লাভ করিয়া হৃদ্‌রোগরূপ আধি শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাপ্তিজনিত যে আধি (হৃদ্‌রোগ) তাহা অচিরেই দূরীভূত হয় অর্থাৎ ভগবৎ প্রাপ্তি ঘটে—ইহাই ভাবার্থ।

ভগবৎ কথা শ্রবণের মাহাত্ম্য

ভগবৎ বিষয়ে সকল কথাই, তাঁহার যশো গান, তাঁহার রূপ-গুণ-লীলাদি শ্রবণ ও কীর্ত্তনের মহিমা শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তে শ্রীসুতমুনি শৌনকাদি ঋষিবৃন্দকে বলিতেছেন-

সঙ্কীর্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ
শ্রুত্বানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাম্।
প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং
যথা তমোঽর্কোঽভ্রমিবাতিবাতঃ ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ-১২।১২।৪৮)

ভগবান্ শ্রীহরির মহিমা শ্রবণ করিলে এবং ভগবানের নাম ও তাঁহার অদ্ভুত কর্ম্মাদি সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করিলে ভগবান সেই শ্রবণ কীর্ত্তনকারী ব্যক্তিগণের চিত্তে প্রবেশ করিয়া সূর্যের অন্ধকার দূর করার ন্যায় এবং প্রবল বায়ুর দ্বারা মেঘ বিদূরিত করার ন্যায়, তাহাদের সমস্ত দুঃখ দূর করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনই শ্রীমদ্ভাগবতের মুখ্য তাৎপর্য বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের

মাহাত্ম্য প্রতিপাদন করিতে গিয়া শ্রীসুতমুনি বলিয়াছেন-

মৃষাগিরস্তা হ্যসতীরসৎকথা
ন কথ্যতে যদ্ভগবানধোক্ষজঃ ।
তদেব সত্যং তদুহৈব মঙ্গলং
তদেব পুণ্যং ভগবদ্‌গুণোদয় ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ-১২।১২।৪৯)

যে সকল কথা প্রয়োগে ভগবান অধোক্ষজ কীর্ত্তিত হন না, সেই সকল অসদ্বিষয়ক কথা মিথ্যা বাক্য ও অসৎ । যে সকল বাক্যে ভগবানের গুণকথা উদিত হয় (কীর্ত্তিত হয়) সেই সকল বাক্যই মঙ্গলময়, সেই বাক্যই পবিত্র ।

তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্মনসা মহোৎসবম্ ।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং
যদুত্তমঃশ্লোকযশোঽনুগীয়তে ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ-১২ । ১২। ৫০)

যে বাক্যে উত্তম কীর্ত্তি শ্রীভগবানের যশঃ পুনঃপুনঃ গীত হয়, সেই বাক্যই রমণীয় । সেই বাক্যই নূতন নূতন হইয়া মনোহর । সেই বাক্যই মনের নিত্য মহাৎেসব এবং সেই বাক্যই মনুষ্যগণের শোক সমুদ্রের শোষক ।

শ্রীসুতমুনি নৌমিষারণ্যে শ্রীশৌনকাদি ঋষিবৃন্দের নিকট শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন এবং তাঁহার প্রণামের মহিমা বর্ণন করিয়া সর্বশেষে শ্রীভগবানকে তাঁহার প্রণাম নিবেদন করিয়া নৌমিষারণ্যে শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণন সমাপ্ত করিতেছেন ।

নাম সঙ্কীর্তনং যস্য সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্ ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ-১২।১৩।২৩)

যাঁহার নামকীর্ত্তন সমস্ত পাপ রাশির বিনাশক এবং যাঁহার প্রণাম সমস্ত দুঃখের নাশক সেই পরমাত্মা শ্রীহরিকে প্রণাম করি।

শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশামৃত

সমস্ত শ্রীমদ্ভাগবত অনুশীলন করিলে দেখা যায় যে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এবং তাঁহার বিভিন্ন অবতারগণের লীলাকথা বর্ণনই এই মহাপুরাণের মুখ্য উদ্দেশ্য।

কিন্তু এই সকল লীলা কথা বর্ণনের মাধ্যমে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব গোস্বামিচরণ বিভিন্ন স্থানে শ্রীভগবান্ এবং ভক্তগণের দ্বারা কতকগুলি সিদ্ধান্ত এবং উপদেশাবলী বর্ণন করিয়াছেন, যাহার যথার্থ জ্ঞান এবং আচরণ সাধকের ভাগবত জীবন গঠনে অপরিহার্য্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে।

এই গ্রন্থ সঙ্কলের উদ্দেশ্য শ্রীমদ্ভাগবত ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করা নয়, কিন্তু এই সিদ্ধান্তও উপদেশাবলী সাধকের পক্ষে ভাগবত জীবন গঠনে কতখানি সাহায্য করে তাহারই বিস্তৃত ভাবে আলোচনা।

---*---

।। দ্বিতীয় অধ্যায় ।।

ভাগবত জীবন

ভগবানকে যে জীবন একমাত্র আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিয়াছে,যে জীবনের সর্বস্ব শ্রীভগবানেই সমর্পিত হইয়াছে এবং যে জীবনের সকল চিন্তা ও সকল কর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য, সেবার দ্বারা ভগবানের প্রীতি সম্পাদন, সেই জীবনকেই ভাগবত জীবন বলা যাইতে পারে।

এই ভাগবত জীবন গঠন করিতে হইলে ভাগবত ধর্মের অনুশীলন করিতে হইবে।

ভাগবত ধর্ম্ম কাহাকে বলে ?

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে নিমি যোগীন্দ্র সংবাদে কবি যোগীন্দ্র বলিতেছেন—

যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে।
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্ ।।

(শ্রীমদ্ভাঃ–১১।২।৩৪)

মূল ও টীকার অনুবাদঃ- ভগবান্ অজ্ঞ জনগণেরও অনায়াসে আত্মলাভের জন্য অর্থাৎ ভগবানকে প্রাপ্ত হইবার জন্য যে সকল উপায় নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাই ভাগবত ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকার অনুবাদ

মনু প্রভৃতি ঋষিগণের দ্বারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মবিধান নিরুপণ করাইয়া ভাগবত ধর্ম্মের অতি রহস্যতা হেতু নিজমুখে সেই ধর্ম্ম অর্থাৎ নিজেকে অনায়াসে প্রাপ্ত হইবার উপায় যাহা বলিয়াছেন, তাই ভাগবতধর্ম্ম বলিয়া জানিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য-

ভাগবত ধর্ম্ম বলিতে ভক্তিকেই লক্ষ্য করা হইতেছে, জ্ঞানকে নয়। ইহাই শ্রীল চক্রবর্ত্তীপাদ স্পষ্ট করিয়া শ্রীমদ্ভাঃ ১।৪।৩১ **"কিম্বা ভাগবতা ধর্ম্মা•••••হ্যচ্যুতপ্রিয়াঃ ॥** শ্লোকের টীকায় ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা—

"অত্র ভাগবতধর্ম্মপদেন জ্ঞানং ব্যাখ্যাতুং ন শক্যতে কিন্তু ভক্তিরেব•••••"

* শ্রীজীবপাদ ক্রমসন্দর্ভে এইরূপ বলিয়াছেন—

 # পূজ্যপাদ শ্রীল প্রিয়াচরণ দাস বাবাজী মহারাজ কৃপা করিয়া শ্রীঅমরসেন বাবাকে এই টীকাটি বিস্তৃত ভাবে লিখিয়া পাঠান।

অজ্ঞজনেরও অর্থাৎ ভগবন্মাহাত্ম্য জ্ঞানরহিত জনগণ কর্ত্তৃক ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান এই ত্রিবিধ আবির্ভাব ভেদ রূপী ভগবান্ অনায়াসে নিজেকে লাভ করিবার জন্য নিজের ধর্ম্মভূত যে উপায় অর্থাৎ সাধন সকল, যাহা ভগবান নিজমুখে বলিয়াছেন, তাহাই ভাগবতধর্ম্ম। শ্রীমদ্ভাঃ-১১।১৪।৩ "কালেন নষ্টা প্রলয়ে......" ইত্যাদিতে যে বেদবাক্যে মদীয় স্বরূপভূত ধর্ম্ম বর্ণিত রহিয়াছে, তাহা কাল প্রভাবে প্রলয়ে অদৃশ্য হইলেও সৃষ্টির প্রারম্ভে আমিই ব্রহ্মাকে ইহার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম। এই উক্তি অনুসারে যাহা বলিয়াছিলেন, সেই সকল উপায় অর্থাৎ সাধনকেই ভাগবত ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। এখানে মদাত্মকঃ অর্থাৎ মৎ স্বরূপভূতঃ হ্লাদিনীর সারভূত বলিতে শুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মের কথাই বোদ্ধব্য, জ্ঞানাদি মিশ্র ধর্ম্ম নয়।

দীপিকা দীপন টীকাকারের উক্তি-শ্রীমদ্ভাঃ--১১।১৯।২০ **"শ্রদ্ধামৃত কথায়াং মে......"** "অর্থাৎ মদীয় মধুর চরিত শ্রবণে এবং তৎকীর্ত্তনে"– "যৎ করোষি যদশ্নাসি" ইত্যাদি শ্রীগীতা।

ভাগবত ধর্ম্ম নিরুপণ

যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ-১১।২।৩৫)

হে রাজন ! ঐ সমস্ত ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে মানব কখনও বিঘ্ন-কর্তৃক বাধিত কিংবা নেত্রনিমীলন পূর্বক ধাবিত হইলেও অর্থাৎ অজ্ঞাতসারে কোন নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলেও স্খলিত অর্থাৎ প্রত্যবায়গ্রস্ত বা পতিত হন না।

শ্লোকে শ্রীল চক্রবর্ত্তী টীকার তাৎপর্য-

ভাগবত ধর্ম্মের প্রভাব সম্বন্ধে বলিতেছেন—আস্থায়-আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, অথবা আস্থা অর্থে বিশ্বাস। যে ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন সেই ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, তাহা আচরণের তো কথাই নাই। প্রমাদ্যেতে অর্থ-মদো বিশেষভাবে গর্ব হয় না অথবা ‘প্রমাদেঽনবধানত’ (অসাবধান হন না) সেইজন্য বিঘ্নাদি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, আমার উপদিষ্ট এই মার্গে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সুখে দৌড়াইতে পারেন।

অন্যান্য ধর্ম্মে যেমন ঠিকভাবে পদানুসরণ না করিলে স্খলন বা পতন হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই ভক্তি মার্গে ভজনাঙ্গের অঙ্গীকে ঠিক রাখিয়া অঙ্গগুলির কিছু ব্যতিক্রমে দোষ হয় না। কিন্তু অঙ্গীর ব্যতিক্রমে দোষ হইয়া থাকে। এই ভাগবত ধর্ম্মে আশ্রিতজনের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে অধিকার নাই।

ভাগবত ধর্ম্মের অঙ্গসমূহ

ভাগবতধর্ম্ম অনুষ্ঠানের অঙ্গগুলি সম্বন্ধে নবযোগীন্দ্রের অন্যতম শ্রীপ্রবুদ্ধ বলিতেছেন—
ভজন ক্রিয়ার প্রথমেই—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্ ।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ-১১।৩।২১)

যিনি উত্তম শ্রেয়ঃ জানিতে ইচ্ছুক, তিনি বেদার্থ তত্ত্বজ্ঞ এবং ব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভব তত্ত্বজ্ঞ, উপশম প্রাপ্ত গুরুর শরণাপন্ন হইবেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকার অর্থ

এখানে শাব্দে এবং ব্রহ্মণি কথার তাৎপর্য্য। শাব্দে অর্থাৎ বেদে, বেদের তাৎপর্য্য জ্ঞাপক অন্য শাস্ত্রে। নিষ্ণাত–নিপুণ তাহা না হইলে শিষ্যের সংশয় ছেদন করিতে পারিবেন না। সুতরাং শিষ্যের অশ্রদ্ধা এবং ভজনে শৈথিল্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ব্রহ্মণি—পরব্রহ্মে অপরোক্ষানুভব অর্থাৎ সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া যিনি তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াছেন। ইহা না হইলে সেই গুরু কৃপা সম্যক্‌রূপে ফলবতী হইবে না। পরব্রহ্মে নিষ্ণাতত্ত্ব প্রকাশ পায়,উপশমাশ্রয়-অর্থাৎ ক্রোধ বা লোভের অবশীভূত হন।

তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ-১১।৩।২২)

উপরোক্ত প্রকার গুরুর নিকট ভাগবত ধর্ম্ম শিক্ষা করিবেন। গুরুকেই

ভগবানের স্বরূপ এবং নিজের প্রিয়তম অর্থাৎ পরম হিতকারী এইরূপ জানিয়া নিষ্কপটে তাঁহার সেবা করিবেন। ইহাতে ভগবান, যিনি নিজেকে ভক্তের নিকট দান করেন তিনি সন্তোষ লাভ করেন।

স্বামিপাদ— শ্রীগুরুই আত্মা এবং ভগবান্, ইহাই বিশ্বাস করিবে।

শ্রীচক্রবর্ত্তী— ভগবান্ শ্রীহরির প্রকাশতার লক্ষণ আত্মাত্মদ অর্থাৎ আত্মনঃ (নিজের) আত্মানং (বিগ্রহ) দান করেন, দর্শন স্পর্শন এবং সাক্ষাৎ সেবা করিবার জন্য।

ভাগবত ধর্ম্মের অঙ্গ গুলির নির্দ্ধারণ

সর্ব্বতো মনসোঽসঙ্গমাদৌ সঙ্গঞ্চ সাধুষু।
দয়াং মৈত্রীং প্রশ্রয়ঞ্চ ভূতেষ্বদ্ধা যথোচিতম্॥

(শ্রীমদ্ভাঃ-১১।৩।২৩)

প্রথমেই সকল প্রাকৃত বিষয়ে মনন আসক্তি ত্যাগ করিবে। সাধুর প্রতি আসক্তি এবং তাঁহার সঙ্গ করিবে। সর্ব্ব ভূতের প্রতি যথোচিত দয়া, মৈত্রী এবং বিনয় ব্যবহার শিক্ষা করিবে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকা-
যথোচিত বলিতে হীন জনে দয়া, সমজনে মৈত্রী এবং উত্তমজনে বিনয়কে বোঝায়।

শৌচং তপস্তিতিক্ষাঞ্চ মৌনং স্বাধ্যায়মার্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাঞ্চ সমত্বং দ্বন্দ্বসংজ্ঞয়োঃ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ-১১।৩।২৪)

অনন্তর শৌচ, তপঃ ক্ষমা, মৌন, স্বাধ্যায় সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা এবং শীতোষ্ণ,সুখ দুঃখাদি বিষয়ে হর্ষ বিষাদশূন্যতা শিক্ষা করিবে।

স্বামিপাদ এবং শ্রীল চক্রবর্ত্তীপাদ টীকার কয়েকটি বিশেষ অর্থ—

১। শৌচং ঃ— বাহ্য শৌচ মাটি জলাদি দ্বারা , আভ্যন্তরীন শৌচ অদম্ভ এবং অমানী দ্বারা ।

২। তপঃ— কাম ক্রোধাদি বেগকে সংযত করা ।

৩। মৌনং ঃ— বৃথা বাক্য প্রয়োগ না করা । ৪।

৪। দ্বন্দ্বসংজ্ঞয়োঃ— মান অপমানাদি বিষয়ে সমত্ব হর্ষ বা বিষাদ শূন্য ।

সর্ব্বত্রাত্মেশ্বরান্বীক্ষাং কৈবল্যমনিকেততাম্ ।
বিবিক্তচীরবসনং সন্তোষং যেন কেনচিৎ ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ—১১।৩।২৫)

সর্বত্র সচ্চিৎ স্বরূপে আত্মতত্ত্ব এবং নিয়ন্তৃরূপে ঈশ্বর তত্ত্ব অনুসন্ধান, একান্ত স্বভাব, গৃহাদি বিষয়ে অভিমান শূন্যতা, নির্জনস্থলে পতিত বস্ত্রখণ্ড বা বিশুদ্ধ বল্কল পরিধান এবং অনায়াসলব্ধ বস্তুমাত্রেই সন্তোষ শিক্ষ করিবে ।

শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেঽনিন্দামন্যত্র চাপি হি ।
মনোবাক্কর্ম্মদণ্ডঞ্চ সত্যং শমদমাবপি ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ—১১।৩।২৬)

ভগবৎ বিষয়ক শাস্ত্রে শ্রদ্ধা, অন্যান্য শাস্ত্রাদিতে অনিন্দা, মন-বাক্যের ও কর্ম্মের সংযম এবং সত্য, শম ও দম শিক্ষা করিবে ।

শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ ।
জন্মকর্ম্ম গুণানাঞ্চ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতম্ ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ-১১।৩।২৭)

আশ্চর্য্যচরিতশালী শ্রীহরির অবতার, লীলা ও গুণসমূহের শ্রবণ, কীর্ত্তন,

ধ্যান এবং ভগবৎ প্রীতির উদ্দেশ্যেই যাবতীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে।

চক্রবর্ত্তীপাদ—

তদর্থে— ভগবানের পরিচর্য্যার নিমিত্ত।

অখিলচেষ্টিতম্— দন্তধাবনাদি, আহ্নিক প্রভৃতি সকল ব্যাপার।

ইষ্টং দত্তং তপোজপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্।
দারান্ সুতান্ গৃহান্ প্রাণান্, যৎপরস্মৈনিবেদনম্॥

(শ্রীমদ্ভাঃ-১১।৩।২৮)

যজ্ঞাদি ইষ্ট কর্ম্ম, দান, তপঃ, সদাচার এবং নিজ প্রীতিজনক গন্ধপুষ্প প্রভৃতি দ্রব্য ও স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, প্রাণ, প্রভৃতি সমস্তই ভগবদুদ্দেশ্যে সমর্পণ শিক্ষা করিবে।

স্বামিপাদের টীকা—

বৃত্তং— সদাচার।

দারাদীন্, পরস্মৈ— পরমেশ্বরকে।

নিবেদনম্— তাঁহার সেবকরূপে সমর্পণ।

এবং কৃষ্ণাত্মনাথেষু মনুষ্যেষু চ সৌহৃদম।
পরিচর্য্যাঞ্চোভয়ত্র মহৎ সু নৃষু সাধূষু॥

(শ্রীমদ্ভাঃ-১১।৩।২৯)

এইরূপ কৃষ্ণাশ্রিত (কৃষ্ণই যাহাদের নাথ) সেইরূপ মানবগণের প্রতি সৌহার্দ্দ (স্নেহবিশেষ) তাঁহার মধ্যে বিশেষ ভাবে সাধু এবং মহৎগণের পরিচর্য্যা বিধান শিক্ষা করিবে।

স্বামিপাদের টীকার অনুবাদ—

শ্রীকৃষ্ণই যাহাদের আত্মা এবং নাথ অথবা কৃষ্ণ যে জীবগণের নাথ

তাহাদের প্রতি সৌহার্দ্দ, উভয় শব্দে স্থাবর-জঙ্গম উভয়বিধ জীবগণের পরিচর্য্যা। বিশেষতঃ মনুষ্যগণের মধ্যে সাধুষু অর্থাৎ ধর্ম্মপরায়ণগণের প্রতি, তাঁহার মধ্যেও আবার মহৎদিগকে অর্থাৎ ভাগবতগণের পরিচর্য্যা শিক্ষা করিবে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকার অনুবাদ—

শ্রীকৃষ্ণই যাহাদের আত্মনাথ অর্থাৎ প্রাণনাথ সেই সকল মনুষ্যগণের প্রতি সৌহৃদ্য অর্থাৎ স্নেহ-বিশেষ এবং উভয় অর্থাৎ ভগবান্ এবং ভক্তগণের পরিচর্য্যা। ভক্তগণের মধ্যে বিশেষতঃ মহাত্মাগণের, যাহারা বিশেষভাবে আদরণীয় তাহাদের সেবা। মনুষ্যগণের মধ্যে সাধুগণের (নিজতুল্যজনের) প্রতি যথোচিত পরিচর্য্যা বিধান শিক্ষা করিবে।

পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্ যশঃ।
মিথো রতির্মিথস্তুষ্টির্নির্বৃত্তির্মিথ আত্মনঃ ।।

(শ্রীমদ্ভাঃ-১১।৩।৩০)

উক্ত ভগবদ্ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া ভগবানের পুণ্যজনক যশঃ বিষয়ে পরস্পর অনুক্ষণ কীর্ত্তন, পরস্পর আত্মার অনুরাগ, তুষ্টি এবং যাবতীয় দুঃখনিবৃত্তি শিক্ষা করিবে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তীপাদের টীকার অর্থ—

ভগবানের যশো কথা যাহা অন্তরকে পবিত্র করে, তাহাকে বিষয় করিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রীতি অথবা স্পর্দ্ধাদি পরিত্যাগ করিয়া সেই ভগবৎ বিষয়েই কথা দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে আনন্দ দান, পরস্পর সঙ্গোত্থ সুখ এবং ভক্তির প্রতি কুল বিষয় ভোগ হইতে নিবৃত্তি এই সকল শিক্ষা করিবে।

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্ ।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্ ॥
(শ্রীমদ্ভাঃ-১১।৩।৩১)

এইরূপে তাঁহারা সাধনভক্তিসঞ্জাত প্রেমভক্তি লাভ করিয়া সর্ব্ব পাপবিনাশন শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া এবং একে অপরের চিত্তে তদীয় স্মৃতি উৎপাদিত করিয়া পুলকিত তনু ধারণ করেন।

স্বামিপাদ এবং চক্রবর্ত্তীপাদের টীকা –

সাধনভক্তির দ্বারা সাধ্যভক্তি প্রাপ্তিকথা বলিতেছেন—
"স্মরন্তঃ" ইত্যাদিতে। এখানে ভক্ত্যা অর্থাৎ সাধনভক্তি দ্বারা ভক্তি অর্থাৎ প্রেমভক্তি।

কচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিৎ
হসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয় লন্ত্যজং
ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ ॥
(শ্রীমদ্ভাঃ-১১।৩।৩২)

তাহাদের বাহ্যিক বৃত্তি লোপ হওয়ায় তাঁহারা জাগতিক লোক অপেক্ষা ভিন্ন চেষ্টাশীল অবস্থায়, নিরন্তর ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকায় কখনও রোদন, কখনও হাস্য, আনন্দ,বাক্যালাপ, নৃত্য, গীত কখনও বা শ্রীহরির লীলাসমূহের অভিনয় করিতে থাকেন। অতঃপর তাঁহারা শ্রীহরির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া শান্ত ও মৌনভাব অবলম্বন করেন।

শ্রীল চক্রবর্তিপাদের টীকার অর্থ—

রোদন করিতেছেন কেন ? আজও পর্যন্ত কৃষ্ণকে পাইলাম না আমি কি করিব ? কোথায় যাইব ? কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করিব ? আমার প্রাণনাথ

কোথায় ? এই সকল চিন্তা করিয়া রোদন করিতেছেন । কখনও কখনও তিনি হাসিতেছেন । হাসিতেছেন কেন ? অন্ধকার রাত্রিতে গোপবধূকে পাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কোন গৃহ প্রাঙ্গণের তরুতলে চুপ করিয়া লুকাইয়া রহিয়াছেন, এমন সময় কোন গুরুজনের কে-রে ওখানে ? এই বাক্য শুনিয়া পলায়ন করিতেছেন, এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ স্ফুর্তি হওয়াতে হাসিতেছেন। 'নন্দতি' আনন্দ করিতেছেন কেন? সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া আনন্দ পাইতেছেন । তখন যেন বলিতেছেন—হা প্রভু এতদিন পরে আপনাকে পাইলাম—এই রূপ বলিতেছেন । অলৌকিক-লোকাতীত । অজম্—শ্রীকৃষ্ণকে । অনুশীলয়ন্তি—নিজ চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বিষয় করিতেছেন অর্থাৎ তাঁহার রূপ, গুণাদি আস্বাদন করিতেছেন । এইরূপে পরমেশ্বরকে পাইয়া আনন্দে মৌনভাব অবলম্বন করিতেছেন ।

ইতি ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষন্ ভক্ত্যা তদুত্থয়া ।
নারায়ণপরো মায়ামঞ্জস্তরতি দুস্তরাম্ ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ-১১।৩।৩৩)

এতাদৃশ ভাগবদ্ধর্ম্ম সমূহের শিক্ষা লাভ করিয়া নারায়ণপর পুরুষ উক্ত ধর্ম্ম সঞ্জাত ভক্তিবলে দুস্তরা মায়া হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হন ।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকা—

শ্রীমদ্ভাঃ—১১।৩।২২ "তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্" এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয় ১১।৩|৩১ "স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ" শ্লোক পর্যন্ত যে সকল ভজনাঙ্গগুলি বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে ভজনীয় অঙ্গগুলির অনুষ্ঠান শিক্ষা করিতে হইবে । তৎপর তাহাদের অনুভব পুলকিত তনুত্ব, রোদনাদি বিষয়ে ইহাদের অভিলাষের শিক্ষা করিতে হইবে ।

যেমন কবে আমি পুলকিত তনু হইতে পারিব—এই প্রকার ।

এইরূপে শিক্ষিত ভক্তি হইতে জাত ভক্তি অর্থাৎ প্রেম-লক্ষণভক্তি দ্বারা মায়া উত্তরণ হইবে, ইহাতে আনুষঙ্গিক ফল মাত্র উক্ত হইয়াছে, মুখ্যফল প্রেমভক্তি লাভ।

শ্রীপ্রবুদ্ধ কথিত এই ভাগবত ধর্ম্মের বিভিন্ন অঙ্গ সকল স্মরণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি অঙ্গেরই প্রকার ভেদ।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ১১।১১।৩৪-৪৩ শ্লোকে শ্রীমদ্ উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে ভক্তিযোগের অঙ্গগুলি শ্রীভগবান নিজমুখে বর্ণন করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল —

"ভক্তিস্ত্বয্যুপযুজ্যেত কীদৃশী সদ্ভিরাদৃতা"(১১।১১।২৬)

"আপনার প্রতি কি প্রকার ভক্তি সাধুগণ কর্ত্তৃক আদৃত হয়।" শ্রীউদ্ধবের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

মল্লিঙ্গমদ্ভক্তজন-দর্শনস্পর্শনার্চ্চনম্।
পরিচর্য্যা স্তুতিঃ প্রহ্বগুণকর্ম্মানুকীর্ত্তনম্॥ ৩৪॥
মৎকথা শ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যানমুদ্ধব।
সর্ব্বলাভোপহরণং দাস্যেনাত্মনিবেদনম্॥ ৩৫॥
মজ্জন্ম-কর্ম্ম-কথনং মম পর্বানুমোদনম্।
গীত-তাণ্ডব-বাদিত্র-গোষ্ঠীভির্মদ্গৃহোৎসবঃ॥ ৩৬॥
যাত্রা বলিবিধানঞ্চ সর্ব্ব বার্ষিক পর্ব্বসু।
বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয় ব্রত ধারণম্॥ ৩৭॥

(শ্রীমদ্ভাঃ-১১।১১।৩৪-৩৭)

আমার প্রতিমা ও আমার ভক্তজনের দর্শন, স্পর্শন, পূজা, পরিচর্য্যা, স্তুতি, নমস্কার ও গুণ কীর্ত্তন ॥ ৩৪ ॥ আমার কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা, আমার অনুষ্ঠানলব্ধ বস্তু সকল আমাতে সমর্পণ, দাস্য ভাবে আমাতে আত্মনিবেদন। ["সর্ব্বলাভোপহরণং" (চক্রবর্ত্তীপাদ) ভগবানই নিজ

সেবার জন্য দ্রব্যাদি অনিয়াছেন এই জন্য মমতাস্পদ তাঁহাকে সমর্পণ।]॥ ৩৫ ॥ আমার জন্ম-কর্ম্ম কথন, আমার পর্ব্বদিনের (জন্মাষ্টমী প্রভৃতির) অনুমোদন, গীত, নৃত্য, বাদিত্র ও সপরিবারে আমার গৃহে উৎসব, আমার সমুদয় বার্ষিক পর্ব্বদিনে উৎসব, উপহার সমর্পণ এবং আমার বৈদিকী বা তান্ত্রিকী দীক্ষা, আমার ব্রত ধারণ ॥ ৩৬-৩৭ ॥

মমার্চ্চাস্থাপনে শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহৃত্য চোদ্যমঃ ।
উদ্যানোপবনাক্রীড়-পুরমন্দিরকর্ম্মণি ॥ ৩৮ ॥
সম্মার্জ্জনোপলেপাভ্যাং সেকমণ্ডলবর্ত্তনৈঃ ।
গৃহশুশ্রূষণং মহ্যং দাসবদ্ যদমায়য়া ॥ ৩৯ ॥
অমানিত্বমদম্ভিত্বং কৃতস্যাপরিকীর্ত্তনম্ ।
অপি দীপাবলোকং মে নোপযুঞ্জ্যান্নিবেদিতম্ ॥ ৪০ ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ-১১।১১।৩৮-৪০)

আমার প্রতিমা স্থাপনে শ্রদ্ধা, উদ্যান, ক্রীড়াস্থান, পুরঃ, মন্দির প্রভৃতি মদীয় তুষ্টিজনক কার্য্য স্বয়ং বা অনেকে মিলিয়া উদ্যোগ করিবে ॥ ৩৮॥ সম্মার্জ্জন, গোময়োপলেপন, জলসেক, মণ্ডল রচনা দ্বারা আমার গৃহ সজ্জিত ইত্যাদি কার্য্য দ্বারা ভৃত্যের ন্যায় অকপটে আমার গৃহ শুশ্রূষা করিবে ॥ ৩৯ ॥ অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব, কৃতকার্য্যের অপরিকীর্ত্তন বা অন্যকে (অন্যদেবতার উদ্দেশ্যে) নিবেদিত বস্তু আমাকে নিবেদন করিবে না। এমন কি আমার উদ্দেশ্যে নিবেদিত দীপের আলোকে নিজের অন্য কোন কার্য্য করিবে না ॥ ৪০ ॥

যদ্‌যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ-১১।১১।৪১ শ্লোক)

লোকের যে যে বস্তু ইহ লোকে ইষ্টতম এবং যাহা নিজের অত্যন্ত

প্রিয় সেই দ্রব্য আমাকে নিবেদন করিবে, ইহাতে অনন্ত ফল লাভ হইবে ॥ ৪১ ॥

শ্রীভগবান এইরূপে ভক্তিযোগ বর্ণন করিয়াও পুনরায় উদ্ধবকে ভক্তির প্রধান সাধনাঙ্গগুলি কিছু বৈশিষ্ট্যের সহিত নির্দেশ করিতেছেন। শ্রীভাঃ- ১১।১৯।২০-২৪ শ্লোক।

শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনম্।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম ॥ ২০ ॥
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥ ২১ ॥
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণম্।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনম্ ॥ ২২ ॥
মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্ব্রতং তপঃ ॥ ১৩ ॥
এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্ম-নিবেদিনাম্।
ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে ॥ ১৪ ॥

মদীয় মধুর-চরিত শ্রবণে শ্রদ্ধা, সর্বদা মৎ কীর্ত্তন, মদীয় পূজা বিষয়ে আসক্তি, সুললিত স্তোত্রে আমার স্তব, মৎসেবা বিষয়ে আদর, সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাত, মদীয় ভক্ত পূজাতিশয্য (ভক্তগণের পূজা আমার সন্তোষজনক জানিয়া আমার পূজা হইতেও তাহাদের পূজায় আতিশয্য—চক্রবর্তিপাদ) সর্বভূতে মদ্ভাব জ্ঞান, মদীয় সেবাকার্য্যে অঙ্গচেষ্টা (দন্তধাবনাদি দৈহিকী কার্য্যগুলিও, আমারই সেবার জন্য অনুষ্ঠিত—চক্রবর্তি পাদ), বাক্য দ্বারা মদ্ গুণগান, আমার প্রতি চিত্ত সমর্পণ, সর্ব্বকর্ম পরিত্যাগ, ভোগ-সুখ পরিত্যাগ, যাগাদি ইষ্টকর্ম্ম, দান, হোম,জপ, ব্রত এবং তপস্যা এই সমস্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা মনুষ্যগণের মধ্যে,যাহারা আমাতে আত্মনিবেদন করিয়াছেন তাহাদের আমার প্রতি ভক্তি জন্মিয়া থাকে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকার সারাংশ—

দত্তং—দান, **হুতং**—ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবমুখে ঘৃত পক্কান্ন দান। **জপ্তং** ভগবৎ নাম জপ। এই তিনটি দান হুত এবং জপ ইহাই ভক্তগণের যাগ। আমার জন্য যে একাদশী, কার্ত্তিক ব্রতদিই ভক্তের তপস্যা। আমাকে প্রাপ্ত হইলে নিষ্কাম ভক্তের আর কি প্রাপ্তি অবশিষ্ট রহিল (অর্থাৎ কিছুই নহে)। জ্ঞানীদিগের এবং ভক্তগণের সাধন বিষয়ে প্রভেদ বলিতেছেন— জ্ঞানীগণ সাধ্য বস্তু প্রাপ্তি হইলে সাধন ত্যাগ করিয়া থাকেন, কিন্তু ভক্তের সাধ্য ভক্তি প্রাপ্তি হইলে সাধন ভক্তি শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ত্যাগ করেন না, বরঞ্চ প্রেমরসরূপ সাধ্যভক্তির অনুভাব রূপ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক হইয়া থাকে।

পূর্বে শ্রীভগবান উদ্ধবকে ভক্তির অঙ্গ গুলি ১১।১১।৩৪-৪৩ শ্লোকে ব্যক্ত করিয়া তৎপরে তিনি আবার ভক্ত্যঙ্গগুলির আর ও বিস্তৃত বর্ণনা উদ্ধবের নিকট করিলেন। শ্রীমদ্ভাঃ—১১। ৯।২০-২৪ শ্লোক গুলিতে।
ভগবান যেন এইরূপ ভাবে বলিয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, তাই তিনি উদ্ধবকে আরও কিছু বলিতে চাহিতেছেন ১১।২৯।৯-১১ শ্লোকে। এই শ্লোকগুলিকে শ্রীল চক্রবর্তীপাদ **"ভক্তিসার"** বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন।

কুর্য্যাৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মদর্থং শনকৈঃ স্মরন্।
ময়্যর্পিতমনশ্চিনত্তো মদ্ধর্ম্মাত্ম মনোরতিঃ ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ-১১।২৯।৯ শ্লোক)

আমার প্রতি মন ও চিত্ত সমর্পণ করিয়া মদীয় ধর্ম্ম সমূহে, ভক্তিতে যাহার মন রতিযুক্ত, এইরূপ জন পর প্রীত্যর্থে সকল আমার প্রতি মন ও চিত্ত সমর্পণ করিয়া (মনের কার্য্য সংকল্প বিকল্প, চিত্তের কার্য্য অনুসন্ধান) আমাকে স্মরণ করিয়া, রম্ভতঃ অর্থাৎ নিরুদ্বেগ চিত্ত হইয়া আমার প্রীত্যর্থে সকল নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকার অনুবাদ—

প্রথম পক্ষে- সর্ব্বাণি—সকল কর্ম্ম অর্থাৎ ব্যবহারিক কর্ম্ম যেমন দন্ত-ধাবনাদি এবং পারমাথিক কর্ম্ম-সমূহ যেমন শ্রবণ কীর্ত্তনাদি।

দ্বিতীয় পক্ষে- কর্ম্মাণি—বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিহিত মর্য্যর্পিত মনোচিত্ত, যাঁহারা আমাতে মন এবং চিত্ত অর্পণ করিয়াছেন— সেই সকল ভক্তে আসক্তি। মদ্ধর্ম্মে—মদ্ভক্তিতে।

দেশান্ পুণ্যানাশ্রয়েত মদ্ভক্তৈঃ সাধুভিঃ শ্রিতান্।
দেবাসুর-মনুষ্যেষু মদ্ভক্তাচরিতানি চ ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ—১১।২৯।১০ শ্লোক)

আমার ভক্ত সাধুপুরুষগণ কর্তৃক আশ্রিত দেশসমূহে অবস্থান এবং দেবতা, অসুর এবং মানুষের মধ্যে যাহারা আমার ভক্ত তাহাদের আচরণ অনুসরণ করিবেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকার মর্ম্মার্থ—

এই শ্লোকে বৈধী এবং রাগানুগা উভয়বিধ ভক্তি সম্বন্ধে বলিতেছেন। দেবাদির মধ্যে —নারদ, প্রহ্লাদ, অম্বরীষাদি তাহাদের আচরণ অনুসরণ বৈধীভক্তি। রাগানুগ দেখাইতেছেন- "দেশান্" গোকুল, বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধনাদি এবং ভক্ত-চন্দ্রকান্তি, বৃন্দা-গোপিকাদির আচরণ অনুসরণ।

পৃথক্ সত্রেণ বা মহ্যং পর্ব্বযাত্রামহোৎসবান্।
কারয়েদ্ গীতনৃত্যাদ্যৈর্মহারাজ বিভূতিভিঃ ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ-১১।২৯।১১ শ্লোক)

বৈধী এবং রাগানুগা উভয়ের সাধারণ ধর্ম্ম বলিতেছেন—একাকী অথবা

বহুলোক একত্র হইয়া নৃত্যগীত প্রভৃতি মহারাজ বৈভব-সমূহ দ্বারা আমার পর্ব (একাদশী প্রভৃতি) যাত্রা (বিশিষ্ট জনসমাগম) মহোৎসব (হোলি, ঝুলন) প্রভৃতি সম্পাদন করিবে।

এইরূপে ভক্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশ করিয়াও যেন ভগবানের সবকিছু বলা হয় নাই—এই মনে করিয়া তিনি পুনরায় এই অধ্যায়ের শেষে এ সম্বন্ধে আরও তিনটি শ্লোকে বলিয়াছেন, শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদ যাহাকে তাঁহার টীকাতে **"ভক্তি সারোত্তম"** বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন।

নহ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্ম্মস্যোদ্ধবাণ্বপি।
ময়া ব্যবসিতঃ সম্যঙ্ নির্গুণত্বাদনাশিষঃ ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ-১১।২৯।২০ শ্লোক)

হে উদ্ধব ! যেহেতু আমা কর্ত্তৃক এই ধর্ম্মই (ভক্তি লক্ষণা ধর্ম্মই) যথার্থ নির্গুণত্বরূপে নিরুপিত হইয়াছে, সেইজন্য আমার এই নিষ্কাম ধর্মের অনুষ্ঠানে বৈগুণ্যাদির দ্বারা বিন্দুমাত্র বিনাশের সম্ভাবনা নাই।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকার সারার্থ—

কর্ম্ম বা জ্ঞানমার্গে যেরূপ আরম্ভ হইতে পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত নির্বিঘ্নে সকল ভজনাঙ্গগুলি অনুষ্ঠিত না হইলে তাহা ব্যর্থ হয়। আমার ভক্তিলক্ষণ ধর্ম্মে সেইরূপ ব্যর্থতার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে আরম্ভ মাত্রেই পরিসমাপ্তি অভাবেও এমনকি কোন ভজনাঙ্গ ছিন্ন হইলেও কিছু মাত্র ব্যর্থ হয় না। গুণাতীত বস্তুর ধ্বংস হয় না। এই ধর্ম্ম নিষ্কাম ভক্তগণের ধর্ম্ম বলিয়া আমি নিরুপিত করিয়াছি। সেইজন্য অনুমাত্রই অনুষ্ঠিত হইলেও ইহা সম্যক্‌রূপে পূর্ণ বলিয়া নিশ্চিত। ইহাতে কারণ অন্বেষণের প্রয়োজন নাই। ইহা পরমেশ্বর আমা কর্ত্তৃক নিশ্চিত হইয়াছে—এইভাব।

যো যো ময়ি পরে ধর্ম্মঃ কল্প্যতে নিষ্ফলায় চেৎ।
তদায়াসো নিরর্থঃ স্যাদ্ভয়াদেরিব সত্তম ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ—১১।২৯।২১ শ্লোক)

স্বামিপাদের টীকানুসারে–

হে সজ্জনবর উদ্ধব ! ভয় শোকাদি জনিত পলায়ন-ক্রন্দন প্রভৃতি যে সমস্ত বৃথা চেষ্টা, তাহা লৌকিক চেষ্টা, তাহাও যদি পরমাত্মারূপী আমার উদ্দেশ্যে নিষ্কামভাবে অনুষ্টিত হয়—তাহা হইলে উহা মদ্ধর্ম্ম স্বরূপ হইয়া থাকে।

শ্রীল চক্রবর্তিপাদের টীকার মর্ম্মার্থ—

ভক্তি যদি সম্পূর্ণভাবে নিষ্কপট হয় তাহা হইলে সাধকের প্রযত্ন ব্যতীতও প্রতিক্ষণেই ভক্তি অঙ্গ সাধিত হইয়া থাকে— ইহা ভক্তির স্বতঃসিদ্ধ নিজ শক্তি বলেই সম্ভব হইয়া থাকে।

নিষ্ফলায় কথাটির তাৎপর্য্য এই যে, যদি ঐহিক প্রতিষ্ঠাদি, পারত্রিক স্বর্গ মোক্ষাদি সুখ-কামনাশূন্য হয়, তাহা হইলে ভক্তি সিদ্ধির জন্য চেষ্টা ব্যর্থ। যাহা অনায়াসে স্বয়ং লভ্য,তাঁহার জন্য প্রযত্নের প্রয়োজন কি ? বৈষ্ণবগণের ভোজন-আচ্ছাদনের চিন্তা নিরর্থক । যিনি বিশ্বম্ভর, জগৎ পালক তিনি ভক্তকে উপেক্ষা করিবেন কেন ?

যেমন শোকাদির জন্য আয়াসের প্রয়োজন হয় না, তাঁহার বিষয় পাইলেই আপনা আপনিই শোক আসিয়া পড়ে, সেইরূপ বিষয় যে আমি আমাতে চিত্ত অর্পণ করিলেই আপনা হইতেই ভজন চলিতে থাকে। তথাপি যে নিষ্কপট ভক্ত, ভক্তির জন্য সর্ব্বদা প্রযত্ন করেন, ভক্তি তাঁহার বিষয়ে প্রীতির আতিশয্য প্রকাশ করে।

এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিণাম্।
যৎসত্যমনৃতেনেহ মর্ত্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম্ ॥
(শ্রীমদ্ভাঃ-১১।২৯।২২ শ্লোক)

এই অসত্য মর্ত্ত-দেহদ্বারা ইহজন্মেই যদি সত্য এবং অমৃতস্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাহা হইলে তাহাই বুদ্ধিমানদিগের যথার্থ বুদ্ধি এবং মনীষিগণের যথার্থ মনীষা , বলিয়া গণ্য হইবে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকার আংশিক অনুবাদ—

এই শ্লোকে এই ভাব নিহিত আছে যে, এই লোকে এক কপর্দক দিয়া সহস্র কপর্দক তুল্য বস্তু যে লাভ করিতে পারে তাহাকেই পরম বুদ্ধিমান অতি চতুর বলা যায়। যিনি আবার তাহার দ্বারা স্বর্ণমুদ্রা উপার্জন করেন, আবার যিনি তদপেক্ষাও মূল্যবান হীরকাদি রত্ন উপার্জন করেন, আবার কেহ ততোধিক মূল্যবান যে চিন্তামণি, কামধেনু প্রভৃতি লাভ করেন ইহারা উত্তর উত্তর অধিক চতুর, কিন্তু শেষোক্ত জনের চাতুর্য্য সর্বাপেক্ষা অধিক।

প্রাকৃত লোকে জীব কুরূপ, জরা-রোগাদি গ্রস্ত স্বশরীর আমাকে সমর্পণ করিয়া অপ্রাকৃত মাধুর্য্য সিন্ধু আমাকে লাভ করিতে পারে। চতুর শিরোমণি আমি তাঁহার প্রদত্ত নশ্বর বস্তু পাইয়া কৌস্তুভ কিরীটাদিযুক্ত মহামূল্য অলঙ্কার ভূষিত আমি আপনাকে অতি আগ্রহের সহিত তাঁহার নিকট অর্পণ করি। এইরূপ অতি সামান্য কিছু আমাকে দিয়া বহুমূল্য আমাকে লাভ করাই বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধি এবং মণীষিগণের মণীষা।

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণরূপ পরিচর্য্যাদির নিমিত্ত শ্রোত্রাদির বিনিয়োগই শরীর দান বলিয়া বুঝিতে হইবে। সকল ইন্দিয়াদির কথা দূরে থাকুক, কেবল

মাত্র একটি ইন্দ্রিয় দান দ্বারাও তাহাকে লাভ করিতে পারা যায়। ইহা অপেক্ষা অধিক বুদ্ধি চাতুর্য্য বা মণীষা আর কি হইতে পারে?

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদ তাঁহার টীকার শেষে বলিয়াছেন, এই শ্লোক শ্রীভগবানের সর্ব উপদেশ সার, শ্লোক-চিন্তামণি সার। ইহা যাহার হৃদয়ে বিরাজ করিবে, তিনি ভক্ত সমাজে বিরাজ করিবেন।

---*---

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

ভক্তি অঙ্গের যাজন

ক্রম বা স্তর

পূর্ব অধ্যায়ে ভক্তির বিভিন্ন অঙ্গ সমূহ নির্দ্দেশিত হইয়াছে। এখন কিভাবে এই অঙ্গগুলির যাজন করিতে হইবে সেই বিষয়ে আলোচিত হইতেছে।

সাধকদেহে ভক্তির প্রারম্ভ হইতে সিদ্ধস্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত কতকগুলি ক্রমোন্নতিরূপে সোপান নির্দ্দেশিত হইয়াছে। শ্রীমদ্রূপগোস্বামিপাদের ভঃ রঃ সিঃ গ্রন্থে প্রেমভক্তিলহরী' ১।৪ ১৫-১৬ শ্লোকে—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনির্বৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥ ১৫ ॥

অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥ ১৬ ॥

ইহার অর্থ সুস্পষ্ট।
শ্রীল চক্রবর্তী পাদ ভাঃ- ১।২। ২১ শ্লোকে (ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থি...... ইত্যাদির টীকায় একটি ক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

সতাং কৃপা মহৎসেবা শ্রদ্ধা গুরু পদাশ্রয়ঃ......

ভজনে স্পৃহা, ভক্তির অনর্থ নাশ,তারপর নিষ্ঠা,আসক্তিঃ রতি প্রেম। তারপর দর্শন, তারপর হরির মাধুর্য্য অনুভব এইরূপে চতুর্দ্দশ স্তর। শ্রীনারদের পূর্ব পূর্ব জন্ম ও তদ্ভজন বৃত্তান্তে এই প্রত্যেকটি ক্রম বা স্তরই বেশ স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। (শ্রীমদ্ভা—১/৬ অধ্যায়ে)।
শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উক্ত ক্রমের (১।৪।১৫-১৬)

শ্রীল চক্রবর্তিপাদকৃত টীকার অর্থ—

প্রথমে সাধুসঙ্গ— সাধুসঙ্গে শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারা শ্রদ্ধা অর্থাৎ শাস্ত্রার্থে সুদৃঢ় বিশ্বাস। তৎপর শ্রদ্ধা হইলে **দ্বিতীয় সাধুসঙ্গ—** ভজনরীতি শিক্ষার নিমিত্ত। নিষ্ঠা বলিতে সতত অবিক্ষেপ চিত্তে ভজন। রুচি অর্থে অভিলাষ। কিন্তু এখানে বুদ্ধি পূর্বকই হইয়া থাকে, স্বাভাবিক ভাবে নয়। আসক্তি স্তরে ভজন স্বাভাবিক ভাবেই হইয়া থাকে। রতি ও প্রেম পরে বিস্তারিত ভাবে আলাচিত হইবে।

শ্রীলচক্রবর্ত্তী পাদ মাধুর্য্যকাদম্বিনী গ্রন্থে দ্বিতীয় বৃষ্টিতে যাহা লিখিয়াছেন তাঁহার অনুবাদ—

ভক্তিতে যিনি অধিকারী তাঁহার প্রথম শ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকে। ভক্তিশাস্ত্রে দৃঢ় প্রত্যয়ই এই শ্রদ্ধা, শাস্ত্র বিশ্বাসের পর শাস্ত্রোক্ত বিষয়ের

অনুষ্ঠানে যে সাদর স্পৃহা দেখা যায় তাহাকে শ্রদ্ধা বলা হইয়া থাকে।

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ ভক্তিসন্দর্ভে শ্রদ্ধাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন— **লৌকিক ও শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা।**

এই সকল স্তরের মধ্যে রতি (ভাব) এবং প্রেম ইহাদের লক্ষণ গুলির সহিত আমাদের পরিচিত হইতে হইবে। কারণ এই দুইটি স্তরের মাধ্যমেই সাধকগণকে সাধন পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

নিষ্ঠিতা ভক্তির স্তর সমূহের ভেদ ও লক্ষণ

(শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের মাধুর্য্যকাদম্বিনী গ্রন্থ অবলম্বনে)

রুচি—নিষ্ঠার সহিত সাধন অনুষ্ঠানের ফলে শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে যে রোচকত্ব, তাঁহার নামই "রুচি"। এই রুচি উৎপন্ন হইলে পূর্ব্বদশার ন্যায় শ্রবণ কীর্ত্তনাদি মুহুর্মুহু অনুশীলন করিলেও কোনরূপ শ্রমের উপলব্ধি হয় না। ঐ রুচি অচিরেই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে ব্যসন (বিশেষ আসক্তি) উৎপাদন করিয়া থাকে।

আসক্তি— ভজন বিষয় রুচি পরমপ্রৌঢ়তমা হইয়া যখন ভজনীয় শ্রীভগবানকে বিষয় করে, তখন তাহাকে "আসক্তি" বলা হয়। সংক্ষেপে বলিতে হইলে ইহাই বলিতে হইবে যে, রুচি ভজনবিষয়া এবং আসক্তি ভজনীয় বিষয়া। এইরূপ হইলেও উভয়েই উভয়কে বিষয় করিয়া থাকে। কারণ, রুচি ও আসক্তি স্তরে ধ্যানাদির অপ্রৌঢ়ত্ব এবং প্রৌঢ়ত্ব অংশেই দুই এর ভেদ জানিতে হইবে।

রতি বা ভাব— আসক্তিই পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া "রতি বা ভাব" নামে অভিহিত হয়।

প্রেম— এই " রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম কয়"* * **প্রেম**— যে রতি চিত্তের অতিশয় আর্দ্রতা (স্নিগ্ধতা) সম্পাদন করে এবং পরমানন্দের উৎকর্ষ প্রাপ্তি করায়— তাহাই প্রেম।

এই রতি ও প্রেমের লক্ষণগুলি সাধকগণকে ভালভাবেই জানিতে হইবে। কারণ এই স্তরের সাধকের সঙ্গ এবং তাঁহাদের আচরণ শিক্ষা এবং তদনুসারে আচরণ, তাঁহাদের উপদেশাবলী শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ,ভাগবত জীবন গঠনে একান্ত প্রয়োজন।

রতির লক্ষণ সমূহ

শ্রীমদ্রূপগোস্বামীপাদ তাঁহার ভঃ রঃ সিঃ গ্রন্থে ভাব ভক্তি লহরীতে ১।৩।২৫-২৬ শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন।

১। **ক্ষান্তি**— ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও যে অক্ষুব্ধতা তাহাকে ক্ষান্তি।

২। **অব্যর্থকালত্ব**— নিরন্তর বাক্যে,স্তব মনে স্মরণ,দেহে প্রণাম করিয়াও ভক্তগণ তৃপ্তিলাভ করেন না। তাঁহারা অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে সমগ্র আয়ুঃই শ্রীহরির চরণে সমর্পণ করেন।

৩। **বিরক্তি**— চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সমূহের প্রাকৃত রূপ শব্দাদি বিষয়ে যে স্বাভাবিক অরোচকতা, তাহাই বিরক্তি।

৪। **মান শূন্যতা**— নিজের উৎকর্ষ থাকিতেও অভিমান হীনতা, তাহাকেই মান শূন্যতা বলে।

৫। **আশাবদ্ধ**— শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির দৃঢ় সম্ভাবনাকেই আশা করিয়া যে জীবন অতিবাহিত হয়।

৬। **সমুৎকণ্ঠা**— স্বাভীষ্ট প্রাপ্তি বিষয়ে যে গুরুতর লোভ সেই লোভ জনিত নিরন্তর প্রাপ্তির যে আশা তাহাই সমুৎকণ্ঠা।

৭। **নাম গানে সদা রুচি।**
৮। **ভগবদ্গুণ কথনে আসক্তি।**
৯। **ভগবদ্ধামে প্রীতি।**

প্রেম-ভঃ রঃ সিঃ ১।৪।১ শ্লোকে—যে ভাব ভক্তি প্রথম দশা হইতেই চিত্তের অতিশয় আর্দ্রতা (স্নিগ্ধতা) সম্পাদন করে পরমানন্দের উৎকর্ষ প্রাপ্ত করায়, শ্রীকৃষ্ণে অতিশয় (প্রগাঢ়) মমতা প্রদান করে, সেই ভাবকে পণ্ডিতগণ প্রেম বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

প্রাপ্ত প্রেম সাধকের লক্ষণ

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে।

"ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিৎ......নির্বৃতাঃ ।।" এই শ্লোকে শ্রীপ্রবুদ্ধ ইহার লক্ষণ গুলি যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল।

প্রাপ্ত প্রেম সাধক নিরন্তর ভগবচ্চিন্তায় মগ্ন হইয়া কখনও রোদন করেন, কখনও বা হাস্য করেন, কখনও বা আনন্দে আত্মহারা হন, কখনও অলৌকিক বাক্যালাপ করেন, কখনও বা আনন্দে নৃত্য করেন কখনও বা গান করেন, কখনও বা ভগবানের লীলা সমূহের অভিনয় করেন, কখনও শ্রীহরির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া শান্তভাবে মৌনভাবালম্বী হইয়া থাকেন।

ঠিক এইরূপ লক্ষণ শ্রীপ্রহ্লাদের চরিতকথা প্রসঙ্গে শ্রীনারদ বর্ণনা করিয়াছেন—শ্রীমদ্ভাঃ-৭।৪।৩৯-৪১ শ্লোকে।

"কচিদ্রুদতি"......ইত্যাদি।

---*---

।। চতুর্থ অধ্যায় ।।

ভাগবত জীবন গঠনে অনর্থ

ভাগবত জীবন গঠনে ভাগবত ধর্ম্মের অঙ্গগুলির ঠিক ঠিক ভাবে আচরণ একান্ত প্রয়োজন।

পূর্ব অধ্যায়ে ভজন ক্রিয়ার স্তর গুলি ব্যক্ত হইয়াছে। এইগুলি পর্য্যালোচনা করিলে ভক্তির দুইটি বিভাগ করা যায়—
এস্থানে ভক্তি বলিতে ভক্তির সাধন বুঝিতে হইবে। (১) **অনিষ্ঠিতাভক্তি** এবং (২) **নিষ্ঠিতাভক্তি**—এইসম্বন্ধে ভাগবতে উল্লিখিত (১।২।১৮) "নষ্ট প্রায়েষু" শ্লোকের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি পরে উল্লেখ করা হইবে। ভজনে নিষ্ঠাস্তরে আসাই সর্বাপেক্ষা শ্রম বহুল অনুষ্ঠান, কারণ কতগুলি অনর্থ অনিষ্টিতা স্তরে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং এই অনর্থ গুলিই ভক্তি যাজনে বিশেষ বিঘ্ন ঘটায়, সুতরাং এই অনর্থ গুলির সহিত আমাদের পরিচয় হওয়া একান্ত প্রয়োজন এবং এই অনর্থ গুলির নিরসন অবশ্যই কর্তব্য।

অনর্থ চারি প্রকার—

(মাধুর্য্য কাদম্বিনী গ্রন্থ অবলম্বনে)

(১) সুকৃতোত্থ,
(২) দুস্কৃতোত্থ,
(৩) ভক্ত্যুত্থ এবং
(৪) অপরাধোত্থ

সুকৃতোত্থ অনর্থ— বিবিধ প্রকার ভোগের অভিনিবেশ।
দুস্কৃতোত্থ অনর্থ— দুরভিনিবেশ, দ্বেষ, রাগ প্রভৃতি ক্লেশ সমূহ।
ভক্ত্যুত্থ অনর্থ— প্রায়শঃই লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাশা হইতে উত্থিত হয়।

অপরাধোত্থ অনর্থ

অপরাধোত্থ অনর্থ বলিতে সেবাপরাধ এবং নাম অপরাধ, তাহার মধ্যে নাম অপরাধকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

সেবা অপরাধোত্থ অনর্থ

যদিও দ্বাত্রিংশ রূপ সেবাপরাধ বর্ণিত হইয়াছে, বিবেকীগণের নিরন্তর নামগ্রহণ এবং ভগবৎসেবার দ্বারা এবং সেবা অপরাধ নিবর্ত্তক স্তোত্রাদি পাঠের দ্বারা সেবাপরাধ উপশম হয়, এই জন্য উহার অঙ্কুরিভাব দৃষ্ট হয় না। কিন্তু যদি নাম গ্রহণের দ্বারাই সেবাপরাধ নিবৃত্তি হয় বলিয়া সেবাপরাধ বিষয়ে শৈথিল্য দেখা যায়—তাহা হইলে এই সকল সেবাপরাধই নামাপরাধে পরিণত হয়। সাধারণতঃ অপরাধোত্থ অনর্থ বলিতে নামাপরাধকেই গণ্য করা হয়।

নাম অপরাধ দশ প্রকার

১। সাধুগণের নিন্দা।
২। বিষ্ণু হইতে শিব নামাদির স্বতন্ত্র চিন্তন।
৩। শ্রীগুরুর প্রতি অবজ্ঞা।
৪। শ্রুতি এবং তদনুগত শাস্ত্র নিন্দা।
৫। শ্রীহরিনাম মাহাত্ম্যে অর্থবাদ চিন্তা।
৬। শ্রীহরিনাম মাহাত্মে অন্য প্রকার অর্থ কল্পনা।
৭। নামবলে পাপে প্রবৃত্তি।
৮। শ্রীনামের সহিত অন্য শুভ ক্রিয়া সমূহের সমজ্ঞান।
৯। শ্রদ্ধাহীন, শ্রীনাম শ্রবণ কীর্ত্তনে বিমুখ ব্যক্তির নিকট নামোপদেশ।
১০। শ্রীনাম মাহাত্ম্য শুনিয়া ও শ্রীনামের প্রতি অপ্রীতি।

সতাং নিন্দা, সাধুগণের নিন্দা

ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অপরাধ, তাঁহার কারণ প্রধানতঃ দুইটি—

১। সাধুগণ হইতে শ্রীনাম নিজের খ্যাতি প্রাপ্ত হন অতএব সেই সাধুগণের নিন্দা তিনি কি করিয়া সহ্য করিবেন।
(বিতনুতে যতঃ খ্যাতিং যাতং কথং উসহতে তদ্বিগর্হ্যাম্)।
২। সাধুগণই ভগবানের হৃদয়, সাধুগণ যে ভগবানের কত অন্তরঙ্গ তাহা তিনি নিজমুখে অম্বরীষ উপখানে ব্যক্ত করিয়াছেন।

সাধুগণের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ–

সাধুদের প্রতি অপরাধ কেন এত গুরুতর এবং সাধুগণের সহিত ভগবানের কি সম্বন্ধ তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে অম্বরীষ উপাখ্যানে দুর্বাসার প্রতি ভগবৎ বাক্যে নির্ণীত হইয়াছে—

শ্রীভগবানুবাচ—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজন প্রিয়ঃ ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ—৯।৪।৬৩ শ্লোক)

হে দ্বিজ আমি ভক্তের অধীন সুতরাং অস্বতন্ত্রের ন্যায়, ভক্তগণ আমার হৃদয়কে গ্রাস করিয়াছে-ভক্তের কথা কি ভক্তের জনগণও আমার প্রিয়।

নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ৯।৪।৬৪ শ্লোক)

হে ব্রহ্মণ ! যাহাদের আমিই একমাত্র আশ্রয় সেই সাধুগণ ব্যতীত আমি আমার নিত্য স্বরূপভূতানন্দ এবং ষড়ৈশ্বর্য আনন্দও স্পৃহা করিনা।

যে দারাগারপুত্রাপ্তান্-প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্ ।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ ৯।৪।৬৫ শ্লোক)

যে সকল সাধু গৃহ, দারা, পুত্র, আত্মীয়জন,ধন, প্রাণ, ইহলাকে পরলোক পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করিয়াছে, আমি তাহাদের কিরূপে পরিত্যাগ করিব ?

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্ ।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ৯।৪।৬৮ শ্লোক)

সাধুগণই আমার হৃদয় এবং আমিও তাহাদের হৃদয় । তাঁহারা আমা ব্যতীত অন্য কাহাকেও জানেন না আমিও তাহাদের ব্যতীত অন্য কিছুই জানি না ।

পদ্মপুরাণ—

হস্তি নিন্দন্তি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি ।
ক্রুধ্যতে যাতি নোহর্ষ দর্শনে পতনানি ষট্ ॥

সতাং নিন্দা

সাধুগণের নিন্দা—ইহা উপলক্ষণ, ইহার সহিত দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতিও আসিয়া যায়, নিন্দা কথাটি বাহিরে অন্যের নিকট বাক্য রূপে ক্রিয়া কিন্তু তাঁহার পূর্বে আসে অপরাধীর অন্তরে সেই বৈষ্ণবের প্রতি একটি বিতৃষ্ণা অর্থাৎ তাঁহার কথা মনে পড়লে মনে অসন্তোষ ভাব জন্মে, পরে ইহা একটি অবজ্ঞায় পরিণত হয়, এই অবজ্ঞা যদি অন্তরে আসে তাহা হইলেই সেই সাধুর প্রতি যে প্রীতি থাকা একান্ত প্রয়োজন, সেই প্রীতির অভাব অথচ এই ভক্তি মার্গের অনুশীলনে যেমন ভগবানের প্রতি প্রীতি, ভক্তি অঙ্গগুলি যাজনের প্রতি প্রীতি, ঠিক তেমনই সাধু বৈষ্ণবের প্রতি প্রীতিও

একান্ত প্রয়োজন,—এই প্রীতির অভাবেই বাহিরে নিন্দা,দ্বেষ এবং হিংসা ক্রমানুসারে প্রকাশ পায়। বাহিরে অর্থাৎ সাধকের আচরণে প্রীতির অভাব বা অবজ্ঞা বুঝা যায়, এই প্রীতির অভাবের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া প্রথমেই আমরা দেখিব অপরাধীর মনে অন্যের স্বভাব এবং কর্ম্মের দোষ দৃষ্টি। ইহার সহিত আসে কতগুলি অজ্ঞান জনিত আচরণ, যাহা এই নিন্দাভাবকে পোষণ এবং বর্দ্ধিত করে, এই দুইটির কারণ অজ্ঞান এবং শাস্ত্র নির্দেশ উল্লঙ্ঘন। অজ্ঞান প্রধানতঃ কিভাবে কার্য্যকরি হয়, তাহা আমরা পরে আলোচনা করিব? পদ্মপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে—

হন্তি নিন্দন্তি.......পতনানি ষট্।

সাধুগণের প্রতি নিন্দাজনিত অপরাধের নিষ্কৃতি।

ইহা দুই ভাবে সম্পাদিত হয়—

প্রথম—অপরাধ সংকোচ বা বর্জ্জন (ইহা সর্ববিধ অপরাধের প্রতিই প্রয়োজ্য)।

দ্বিতীয়— অপরাধ হইলে তাহার ক্ষালন।

অপরাধ সঙ্কোচের উপায় সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের— ৩।২৯।২১ শ্লোকের— অহং সর্বেষু ভূতেষু.......ইত্যাদি টীকায় শ্রীলচক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন— "ভক্তি সঙ্কোচক অপরাধ প্রায়শঃ মহৎ অবজ্ঞা জনিতই হইয়া থাকে। এই সকল মহাত্মা সাধারণ ভাবে দর্শনের বিষয় না হইলেও অনেকেই আছেন ইহা সত্য। এইজন্য তাহাদের প্রতি অপরাধ নিবৃত্তির জন্য সকল জীবকেই নিজ ইষ্টদেবের অধিষ্ঠান এই বুদ্ধিতে সম্মান করা কর্তব্য।

অতঃপর সাধুনিন্দা জনিত অপরাধের ক্ষালন সম্বন্ধে লিখিত হইতেছে—

প্রথমতঃ অপরাধী ব্যক্তি বিশেষভাবে অনুতপ্ত হৃদয়ে সেই সাধুর প্রণতি, স্তুতি ও সম্মানাদির দ্বারা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কৃত অপরাধ ক্ষয়

করিবেন। কিন্তু অপরাধ যদি বিশেষ গুরুতর হয় এবং উপরোক্ত উপায়েও নিবৃত্তি না হয়, ভবে নির্বেদের সহিত অবিচ্ছেদে নাম সঙ্কীর্ত্তনকেই আশ্রয় করিবেন, ইহাতে অপরাধ হইতে মুক্ত হইবেন।

এখানে কয়েকটি বিশেষ বিচার আছে—

১। যদি অপরাধী ব্যক্তি মনে করে যে আমি অবিচ্ছেদে নামকীর্ত্তন করিয়া যাইব,তবে সাধুর চরণে প্রণতি প্রভৃতির প্রয়াজেন কি ? কারণ নাম সঙ্কীর্ত্তনই মহাশক্তিধর, ইহাতে নয় বলে পাপ বুদ্ধি হইবে এবং আর এক নূতন অপরাধের সৃষ্টি হইবে।

২। যদি তর্কের জন্য কোন সাধুর সাধুত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করা হয়, যেমন কৃপালু, অকৃত-দ্রোহ, তিতিক্ষা প্রভৃতি গুণ ইহাতে নাই, সেই জন্য ইনি সাধু পর্য্যায় গণ্য নয়, এইজন্য অপরাধের সম্ভাবনা নাই, এই স্থলে এই বিচার যথার্থ বিচার নয়, কারণ শ্রীমদ্ভাগবতগীতায়—৯।৩০ শ্লোকে—

অপি চেৎ সুদুরাচারঃ••••••হি সঃ ॥

অর্থাৎ এই শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন, যিনি অনন্য ভজন পরায়ন হইয়া আমাকে ভজনা করেন, তিনি যদি নিরতিশয় দুরাচার বিশিষ্টও হন তথাপি তাহাকে সাধু বলিয়াই জানিবে। যেহেতু তিনি মদ্ভক্তিতে সম্যক্ প্রকারে নিশ্চয় বুদ্ধি বিশিষ্ট।

৩। শ্রীজীবগোস্বামীপাদ তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভ (১৫২ অনুচ্ছেদে) অপরাধ ক্ষালনের নিমিত্ত নামগ্রহণের নিয়ম সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার অনুবাদ।

১। সিদ্ধগণের পুনঃ পুনঃ নামগ্রহণ প্রতিক্ষণ সেই পরমা নন্দ উদয়ের নিমিত্ত হয়।

১। অসিদ্ধগণের পক্ষে পুনঃ পুনঃ ভগবন্নাম গ্রহণাদি রূপ নিয়ম ফল প্রাপ্তি

পর্য্যন্ত দরকার, সেই নিয়মের বিঘ্নরূপে কোন অপরাধ থাকার সম্ভাবনা চিন্তা করিতে হইবে। অন্য বস্তুতে অভিনিবেশ, ভক্তিতে শিথিলতা এবং নিজের ভক্তিকৃত অভিমানাদি দোষ সকল যদি মহৎ সঙ্গাদি দ্বারাও নিবৃত্তি করা দুষ্কর হয়—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে অপরাধের কার্য্য এবং পূর্ব্বতন অপরাধেরই সূচক।

শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবের ভেদ জ্ঞান জনিত অপরাধ—

(মাধুর্য্যকাদম্বিনী অবলম্বনে)

শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে "হরি র্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ, পুরুষঃ,প্রকৃতেঃ পর" "শিব শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃত"।

শ্রীবিষ্ণুই সংহার কার্য্যের জন্য তমোগুণকে অঙ্গীকার করিয়া শিবাখ্য অভিহিত হন। এখানে শিবকে বিষ্ণু হইতে ভেদজ্ঞান করা যায় না।

শ্রীভাগবতের ১।২।২৩ শ্লোকে আছে—

"স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চি হরেতি সংজ্ঞাঃ"।

অর্থাৎ—একমাত্র পরম পুরুষ হরি সত্ব রজ তম এই গুণত্রয়ে সংবৃত হইয়া সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার কার্য্য ভেদে শ্রীহরি বিরিঞ্চি ও শ্রীশিব এই সংজ্ঞা ধারণ করেন, এই স্থলে শ্রীশিবকে শ্রীহরি হইতে ভেদ জ্ঞান করা যায় না। তবে বিশেষ বিচার করিলে চৈতন্য অংশে এবং গুণাংশে কিছু ভেদ দৃষ্ট হয়। শিব এবং বিষ্ণুর চৈতন্যের একরূপত্ব (স্বতন্ত্র এবং বিভূ চৈতন্য) হেতু উভয়ের অভেদই প্রতিপাদিত হয়—এইরূপ হইলেও নিষ্কাম পুরুষ কর্ত্তৃক। নির্গুণ এবং সগুণত্ব হেতু তাহাদের উপাস্যত্ব এবং অনুপাস্যত্ব ভেদ করা হয়। নিষ্কাম সাধকের উপাস্য নির্গুণ এবং সকাম সাধকের উপাস্য সগুণ।

ঈশ্বর চৈতন্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়—

(১) মায়াস্পর্শ রহিত (নারায়ণাদি নামে অভিহিত) নির্গুণ এবং
(২) মায়স্পর্শ স্বীকার করিয়াছেন (শিবাখ্য) সগুণ, এই অংশে নির্গুণ এবং সগুণত্ব হেতু ভেদ আছে।

অপরাধ কোথায় হয় ?

একজন বলেন বিষ্ণুই ঈশ্বর, শিব ঈশ্বর নহেন, আবার অন্যেরা বলেন শিবই ঈশ্বর বিষ্ণু ঈশ্বর নহেন। আমরা বিষ্ণুর অনন্য ভক্ত শিবকে দেখিব না, অথবা আমরা শিবের অনন্য ভক্ত বিষ্ণুকে দেখিব না। ফলতঃ এইরূপ বিবাদগ্রস্ত মতি সম্পন্ন হইলেই অপরাধ আসিয়া পরে।

এই অপরাধ ক্ষালনের উপায়—

এইরূপ অপরাধগ্রস্ত সাধক তত্ত্বালোচনাপর সাধুর আশ্রয় লইলে, শিব যে ভগবানের স্বরূপ হইতে অভিন্ন, স্বতন্ত্র ঈশ্বর নন,ইহা বুঝিতে পারেন, তখন অনুতাপ করিতে করিতে শ্রীনাম কীর্ত্তন করিলে অপরাধ ক্ষালন হয়।

শ্রুতি শাস্ত্রের নিন্দাজনিত অপরাধ—

যদি কেহ মনে করেন এই সকল শ্রুতি ভগবদ্ভক্তি ইঙ্গিত করিতেছে না, জ্ঞান বা কর্ম্মেরই প্রশংসা করিতেছে সুতরাং ইহার কথা বহির্ম্মুখ জনেরই অনুসরনীয়। সেই সকল পুরুষ শ্রুতি তত্ত্বজ্ঞ সাধু কর্ত্তৃক তাহাদের বিচার ধারা সংশোধিত করিলে বুঝিতে পারেন যে ঐ সকল শ্রুতি পরম করুণা করিয়া ভক্তিমার্গের অনধিকারী স্বেচ্ছাচার সম্পন্ন এবং বিষয়ে অত্যন্ত আসক্তি যুক্ত ব্যক্তিগণকে ক্রমশঃ শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পথে আরোহন করাইবার জন্য এইরূপে উপদেশ দিয়াছেন। এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া সেই

শ্রুতির অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিবর্গের প্রশংসা পূর্বক নিষ্ঠার সহিত নাম কীর্ত্তন করেন তাহা হইলে এই শ্রুতি নিন্দারূপ অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়।

শ্রীগুরুর প্রতি অবজ্ঞা—

এইটি ভক্তিপথে অগ্রসর হওয়ার সর্ব্ব তীক্ষ কন্টক। কিন্তু যদি শ্রীগুরুদেবের ধ্যানোক্ত নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ গুণ প্রত্যহ স্মরণ করা যায় এবং শ্রীগুরুদেবকে সাক্ষাৎ ভগবৎ স্বরূপ জ্ঞানে অমায়িক ভাবে সেবা করা যায়—তাহা হইলে এই অপরাধ হইবার সম্ভাবনা নাই।

১। সচ্চিদানন্দ-সান্দ্রাঙ্গং করুণামৃত বর্ষিণং।
২। শিষ্যানুগ্রহ সন্ধানং।
৩। শ্রীকৃষ্ণ প্রেম সেবাদি দাতারং।
৪। দীন পালকং।
৫। সমস্ত মঙ্গলাধারং সর্ব্বানন্দময়ং বিভূম।

॥ পঞ্চম অধ্যায় ॥

অনিষ্ঠিতা ও নিষ্ঠাভক্তি

ভক্তি অঙ্গ যাজনে যতক্ষণ অনর্থগুলি বিদ্যমান থাকে তত ক্ষণ নিষ্ঠা স্তরে উঠিতে পারা যায় না।

এই অনর্থসমূহ অনিষ্ঠিতা ভক্তি দশায় কিভাবে চিত্তে প্রকাশ পায়।

অনিষ্ঠিত ভক্তি দশায় অন্তরের দুর্ব্বারত্ব হেতু অনর্থ যেভাবে প্রকাশ পায় তাহাই শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার মাধুর্য্য কাদম্বিনী গ্রন্থের ৪র্থ বৃষ্টিতে আলোচনা করিয়াছেন।

১। **লয়**— কীর্ত্তন, শ্রবণ ও স্মরণাদি সময়ে কীর্ত্তন অপেক্ষা শ্রবণে এবং শ্রবণ অপেক্ষা স্মরণে উত্তরোত্তর অধিকতর নিদ্রার উদ্গমকে লয় বলে।
২। **বিক্ষেপ**— কীর্ত্তন ও শ্রবণাদির সময়ে ব্যবহারিক বিষয়ের আলোচনা বা তাহার স্মৃতিই বিক্ষেপ বলিয়া কথিত হয়।
৩। **অপ্রতিপত্তি**— লয় বা বিক্ষেপ না থাকিলেও শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে কখনও কখনও সামর্থ্য শূন্য বলিয়া মনে হয়, তাহাকেই অপ্রতিপত্তি বলে। প্রতিপত্তি অর্থ এখানে প্রবৃত্তি, অপ্রতিপত্তি অর্থ অপ্রবৃত্তি।
৪। **কষায়**— শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি ও স্মরণাদি সময়ে ক্রোধ,লোভ, গর্ব্ব প্রভৃতির যে সংস্কার, তাহা মনে ঐ সময়ে যে আবির্ভাব হয়, তাহাকে কষায় বলে।
৫। **রসাস্বাদ**— শ্রবণ, কীর্ত্তনাদির সময়ে প্রাকৃত বিষয় সুখাদির যে স্মরণ অথবা তাহাতে অভিনিবেশকে রসাস্বাদ বলা হয়।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্তের এই সকল বিঘ্ন বর্তমান থাকে,ততক্ষণ পর্য্যন্ত অনিষ্ঠিত ভক্তি, এই লক্ষণগুলি অপসারিত হইলে বুঝিতে হইবে চিত্ত শুদ্ধি হইয়াছে এবং সাধন নিষ্ঠিতা স্তরে উঠিয়াছে।

নিষ্ঠিতা ভক্তি—

নিষ্ঠিতা ভক্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে শ্রীমদ্ভাগবতে ১।২।১৭-১৮ শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে—

শৃণ্বতাং স্বকথাং কৃষ্ণঃ পুণ্য শ্রবণ কীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্ ॥

সাধুগণের হিতকারী পুণ্য শ্রবণ কীর্ত্তন, শ্রীকৃষ্ণ আপনার কথা শ্রবণকারী পুরুষের অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার হৃদগত সমস্ত অশুভ (কামাদি) বাসনা বিনষ্ট করেন।

টীকা—স্বামিজী—অভদ্রাণি—কামাদি বাসনা।

নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ—১।২।১৮ শ্লোক)

বিনষ্টপ্রায় অশুভ সকল নিত্য ভগবদ্ভক্ত এবং শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র, ইহাদের সেবার দ্বারা নিরসন হইলে ভক্তি নৈষ্ঠিকী হয়।

শ্রীচক্রবর্ত্তীপাদেরটীকা— নষ্টপ্রায়েষু বলিতে নাম অপরাধজনিত অভদ্রগুলির কতগুলি প্রবল অংশ ক্ষীণ হইয়া রতিস্তর পর্যন্ত অবস্থান করে। **নৈষ্ঠিকী**— নিষ্ঠা অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা প্রাপ্ত হয়।

অনর্থ নিবৃত্তির পর চিত্তশুদ্ধি—

এই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত ১।২।১৯ শ্লোকে আলোচিত হইয়াছে—

তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি ॥

নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয়ে রজস্তমোগুণজাত যে সকল ভাব এবং কামাদি ছয়রিপু পূর্বে বর্তমান ছিল, মন সেই সকল বিক্ষেপ লয়াদি ভজন বিঘ্ন সমূহে অভিভূত না হইয়া শুদ্ধ সত্ত্ব মূর্তি ভগবানেই আসক্ত হইয়া প্রসন্নতা লাভ করে।

শ্রীচক্রবর্ত্তী পাদের উক্তি—

(মাধুর্য্য কাদম্বিনী)— এই শ্লোকে যে “চকার” আছে, সেই ‘চকারের সমুচ্চয়ার্থ ধরিয়া তখনও রজস্তমভাবাদির অস্তিত্ব বুঝা যায় কিন্তু আর “ইহাদের দ্বারা চিত্ত অভিভূত হয় না” এই কথার দ্বারা ঐ গুলি ভাবাবস্থা (রতি) লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত থাকে ভক্তির বাধক হইয়া অবাধিত রূপেই অবস্থান করিতে দেখা যায়।

এই (মাধুর্য্য কাদম্বিনী) চতুর্থ বৃষ্টির শেষে শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদ বলিতেছেন— ফলতঃ শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে যত্নের শৈথিল্য ত্যাগ করিয়া প্রাবল্য হইতেই অনিষ্ঠিত হইতে নিষ্ঠা ভক্তিতে পর্য্যাবসান হইয়াছে ইহা বুঝা যায়।

চিত্তশুদ্ধিই অপরাধ ক্ষালনের লক্ষণ—

চিত্তশুদ্ধির লক্ষণ নির্দেশ প্রসঙ্গে শ্রীশঙ্কর, শ্রীবিষ্ণুর স্তব করিতে গিয়া বলিয়াছেন, (শ্রীমদ্ভাঃ ৪।২৪।৫৯ শ্লোকে)—

ন যস্য চিত্তং বহিরর্থবিভ্রমং
তমোগুহায়াঞ্চ বিশুদ্ধমাবিশৎ।
যদভক্তিযোগানুগৃহীতমঞ্জসা
মুনির্বিচষ্টে ননু তত্র তে গতিম্ ॥

যে সাধু ব্যক্তির চিত্ত ভক্তিযোগ দ্বারা অনুগৃহীত ও বিশুদ্ধ হয়, বাহ্য বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হয় না, তমোরূপ গুহাতে লয় প্রাপ্ত হয় না, সেই পুরুষই তোমার তত্ত্ব দেখিতে পান।

এই শ্লোকে চক্রবর্ত্তী পাদের টীকার অনুবাদ—

হে ভগবন্! আপনার প্রণতঃ সাধু সঙ্গেই চিত্ত শুদ্ধি হয়। বিশুদ্ধ চিত্তেই আপনার রূপ, লীলা লাবণ্য অনুভব হয়।

বিশুদ্ধ চিত্তের লক্ষণ বর্ণনা করিতেছেন—বিশুদ্ধ চিত্ত,বিষয়াদির দ্বারা বিভ্রম হয় না অর্থাৎ আপনার সম্বন্ধী যে স্মরণ,শ্রবণাদি সময়ে বাহিরে বিষয়াদিতে ক্ষান্ত হয় না এবং তমোগুহায় প্রবেশ করে না। তাঁহার হেতু এই যে চিত্ত ভক্তিযোগ দ্বারা অনুগৃহীত বলিয়াই শুদ্ধ।

শ্রীচক্রবর্ত্তী পাদ টীকার শেষে যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহার সার মর্ম্ম এই যে—

দশবিধা নামাপরাধ, লয় বিক্ষেপকারী। ভক্তি অপরাধ দূরীভূত হইলেই ভক্তিদেবী প্রসন্ন হন এবং তিনি প্রসন্না হইলেই তাঁহার অনুগ্রহ হয়, তাহাই ভক্তিযাজন কালে লয় বিক্ষেপ শূন্য চিত্তে স্ফুরিত হয় এবং এইরূপ শুদ্ধচিত্তে মুনি মননশীল হইয়া তোমার গতি অর্থাৎ লীলাদি, লাবণ্যাদি দর্শন ও অনুভব করেন।

॥ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥

শাস্ত্র চক্ষু

সাধারণ ভাবে অনর্থগুলি বিবৃত হইল, ইহা ব্যতীতও চিত্তের লয় বিক্ষেপকারী অনর্থ আসে, যাহা সাধকের চিত্তকে ঠিক পথ হইতে বিচলিত করে। এইগুলি বেশী ভাগই শাস্ত্র সিদ্ধান্তের প্রতি উদাসীনতার জন্য অজ্ঞানজনিত বলিয়াই নির্ধারিত করা হয়।

এখানে অজ্ঞান বলিতে অবিদ্যা নয়, অজ্ঞান বলিতে শাস্ত্র শিক্ষার অভাব, বিশেষ ভাবে শাস্ত্র শিক্ষানুসারে আচরণের অভাব, ইহার কারণগুলি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়।

১। ভক্তি যোগে "আদৌ শ্রদ্ধা" বলা হইয়াছে। শ্রদ্ধা বলিতে শাস্ত্রে সুদৃঢ় বিশ্বাস। শাস্ত্র আমাদের ঠিক পথে চালিত করিবে। ইহা না মানিয়া চলিলে ভক্তি অঙ্গ যাজনের বিঘ্ন ঘটিবে, বিঘ্ন বা অনর্থ আসিলে ভক্তিতে নিষ্ঠা হইবে না, এই জন্য দীক্ষা গুরু অথবা শিক্ষা গুরুর নিকট শাস্ত্র অনুশীলন করা একান্ত প্রয়োজন।

২। শাস্ত্রে শ্রদ্ধা থাকিলেও শাস্ত্র বিহিত আচরণের প্রতি উদাসীন। এই আচরণ বলিতে কেবল যে ভক্তি অঙ্গগুলির যাজন বিষয়ে তাহা নহে, জীব জগতে অন্য সকলের প্রতি বিশেষতঃ অন্য ভক্তের প্রতি যথোচিত আচরণের অভাব।

৩। শাস্ত্রের অর্থ সম্যক্‌রূপে উপলব্ধির অভাব, এখানে অর্থ বলিতে কেবল আক্ষরিক অর্থ নয়, ইহার ভিতর যে অন্তর্নিহিত ভাব আছে তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধির অভাব।

শাস্ত্রে বহুবিধ আচরণের উল্লেখ থাকিলেও মহাত্মাগণের আচরণের আনুগত্যেই অনুশীলন করিতে হইবে।

আমাদের সাধনের প্রধান উদ্দেশ্যই হইতেছে, আমাদের সত্ত্বার প্রাকৃতত্ব ধবংস এবং অপ্রাকৃতত্ব (চিন্ময়) প্রাপ্তি। কারণ অপ্রাকৃত জগতে থাকিয়া ইষ্টদেবের সেবা বিধানই আমাদের কাম্য। নিশান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া নক্তে শয়ন পর্যন্ত আমাদের সকল চিন্তা সকল কর্ম্ম এই অপ্রাকৃত জগৎকে লইয়া। ইহা সুস্পষ্ট যে প্রাকৃত জগতের চিন্তাধারা এবং সেই অনুযায়ী আচরণের দ্বারা অপ্রাকৃত বস্তু লাভ হয় না। ইহার জন্য অপ্রাকৃত চিন্তাধারা অর্থাৎ অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। কাহার নিকট হইতে আমরা এই জ্ঞান লাভ করিব ? শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রই তাঁহার আলোকে আমাদের এই অপ্রাকৃত চক্ষু অর্থাৎ জ্ঞানালোক দান করিবেন, তাঁহার সিদ্ধান্ত এবং উপদেশামৃত দ্বারা। এই অধ্যায়ে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত কয়েকটি সিদ্ধান্ত আলোচিত হইতেছে যাহাকে শাস্ত্র চক্ষু বলা যাইতে পারে।

শাস্ত্রচক্ষু— প্রথম

সিদ্ধান্ত—জীব যাহা কিছু সুখ বা দুঃখ পায়, তাহা নিজ কর্ম্মফল জনিতই হইয়া থাকে তাঁহার সুখ বা দুঃখের অন্য কেহ প্রদাতা নহেন। (ভক্তের কিন্তু ভক্তি অঙ্গ যাজনের ফলে প্রারব্ধ নাশ হয়—সেখানে সুখ বা দুঃখ ভগবৎ ইচ্ছা জনিতই হইয়া থাকে) ভাঃ ১০।৮৮।৮ "যস্যহমনুগৃহ্নামি"

জীবিতং মরণং জন্তোর্গতিঃ স্বেনৈব কর্ম্মণা।
রাজং স্ততোঽন্যো নান্যস্য প্রদাতা সুদুঃখয়োঃ ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ—১২/৬/২৫ শ্লোক)

হে রাজন ! স্বোপার্জিত কর্ম্মনিবন্ধনই জীবের জীবন, মরণ এবং লোকান্তর প্রাপ্তি ঘটিয়ে থাকে । স্বীয় কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কেহ জীবের সুখ দুঃখ প্রদাতা নহে ।

এই প্রসঙ্গে আর একটি শ্লোক বর্ণিত হইয়াছে শ্রীমদ্ভাগবত ১০ । ৫৪ । ৩৮ শ্লোকে—

মৈবাস্মান্ সাধ্বস্যূয়েথা ভ্রাতুর্বৈরূপ্য চিন্তয়া।
সুখদুঃখদো ন চান্যোঽস্তি যতঃ স্বকৃতভূক্ পুমান্ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রুক্মীর বৈরূপ্য বিধানে রুকিনীর বিহ্বলতা দর্শনে শ্রীবলদেব তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য বলিয়াছিলেন—"হে সাধ্বি ! তুমি ভ্রাতার এই রূপ বিরূপ ভাব চিন্তা করিয়া আমাদের প্রতি দোষারাপে করিও না। যেহেত পুরুষ ইহলোকে নিজেরই কর্ম্মফল ভোগ করে, আর কেহ তাঁহার সুখ দুঃখ প্রদাতা নহে ।

বিষয়টি স্পষ্ট করিবার জন্য এখানে একটি আখ্যায়িকার অবতারণা করা হইতেছে।

বেলা ১০টায় বৃন্দাবনে লুই বাজারে একজন যুবক তাঁহার কার্য্যালয়

(অফিসে) অভিমুখে তাড়াতাড়ি যাইতেছিল ! পিছন হইতে হঠাৎ একটা প্রাইভেট মোটর গাড়ী তাহাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেয় । আঘাত বেশ গুরুতর হইয়াছিল । যুবকটির কয়েক স্থানে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল এবং একটি পাও ভাঙ্গিয়া যায় । পথিকদের ভিতর সহৃদয় কয়েকজন তাহাকে হাসপাতালে লইয়া গিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিল । অন্যান্য কয়েকজন পথিক গাড়ীর চালককে গাড়ী হইতে নামাইয়া বেশ উত্তম-মধ্যম প্রহার করিল । গাড়ীর মালিককেও বেশ দুই চার কথা শুনাইয়া দিল, গাড়ীর নম্বরও নেওয়া হইল এবং হাসপাতালের চিকিৎসার যাবতীয় খরচ আপনাকে দিতে হইবে । পা যদি ঠিক মত না জোড়ে তবে তাঁহার জন্য ক্ষতিপূরণও তাহাকে দিতে হইবে, না হইলে আদালতে তাঁহার বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা দায়ের করা হইবে । মালিক অতি ভদ্রভাবে স্বত্ব স্বীকার করিয়া তখনই হাসপাতালে গিয়া রোগীর তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন ।

সেই পথিকগণের মধ্যে একজন অল্প বয়স্ক বৈষ্ণব সাধু ছিলেন । তিনি আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনাটি তাঁহার গুরুদেব একজন প্রাচীন শাস্ত্রজ্ঞ মহাত্মা, তাঁহার নিকট বর্ণনা করিলেন । শ্রীগুরুদেব তাঁহার শিষ্যকে শ্রীমদ্ভাগবত আনিবার জন্য বলিলেন । শ্রীমদ্ভাগবত আনা হইলে সেই মহাত্মা শ্রীমদ্ভাগবতের ১২।৬।২৫ শ্লোকটি অর্থের সহিত পাঠ করিয়া শুনাইলেন এবং তাহার সহিত ১০।৫৪।৩৮ শ্লোকটিও শুনাইলেন এবং অর্থ সম্যক্‌রূপে বুঝাইলেন । তারপর তিনি বলিলেন, এই আহত যুবকটি, যখন কোন সাধুসঙ্গ লাভ করিবে তখন চালক বা মালিক সম্পূর্ণ নির্দোষী, ঘটনাটি তাঁহারই নিজ কর্মফল ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবে । পথিক জনগণও একদিন তাহাদের ভুলও বুঝিতে পারিবে ।

এখানে বিচার্য্য এই যে প্রাকৃত জগতের বিচার ধারায় তৎ অনুযায়ী যে সকল আচরণ উল্লিখিত ঘটনাতে বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহার সহিত অপ্রাকৃত জগতে শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের বিচারধারা অনুযায়ী আচরণের কত

পার্থক্য। এইরূপ শাস্ত্রজ্ঞানের অভাবের জন্য সাধারণ লোক কোন দুঃখ পাইলেই তাঁহার প্রথমেই অন্য ব্যক্তি কর্তৃক এই দুঃখ প্রদানের কথা মনে জাগিয়া উঠে এবং তার প্রতি দ্বেষ, দ্রোহ, হিংসা প্রভৃতি মনে আসে, কিন্তু শাস্ত্রচক্ষু দিয়া দেখিলে দেখা যাইবে নিজের দুঃখ নিজেরই কর্ম্মফল জনিত, অন্য কাহারও প্রদত্ত নহে।

শাস্ত্রচক্ষু—দ্বিতীয়

মানবের তথা সকল জীবের পরস্পরের ভেদবুদ্ধি বাস্তব নয় মায়া কল্পিত।

প্রাকৃত জগতে প্রাকৃত দৃষ্টিতে প্রায় সকল মানবই ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট এবং অনেক সময় প্রকৃতিতেও ভিন্ন। কিন্তু অপ্রাকৃত দৃষ্টি অর্থাৎ ভাগবতরূপ জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা দেখা যায় যে প্রতিটি মানবই একই পরমাত্মার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত চিদাত্মক বলিয়া পরস্পর পরস্পরে এক আত্মীয়তা সূত্রে গ্রথিত। এখানে স্বরূপতঃ একটি মানবকে অন্য মানব হইতে ভিন্ন দেখিবার অবকাশ কোথায়?

সাধারণ মানবের কথা বাদ দিয়া যখন শ্রীভাগবত দৃষ্টিতে দুইজন ভক্তের জীবন পর্য্যবেক্ষণ করি, তখন দেখি এখানে আরও বেশী প্রীতির দ্বারা তাঁহারা আবদ্ধ। একজন ভক্ত যে ভগবানের কাছে নিজের সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া নিজেকে তাঁহার দাস্যে নিযুক্ত করিয়াছে, অন্যজনও ঠিক সেই ভগবানকেই তাঁহার পরম ইষ্টদেবরূপে বরণ করিয়া তাঁহার দাস্যে নিযুক্ত হইয়াছে। এখানে বাহিরের দৃষ্টিতে আকৃতি-প্রকৃতিতে ভিন্ন হইলেও অপ্রাকৃত আলোকে শ্রীমদ্ভাগবত দৃষ্টিতে দুইটি পৃথক্ মানব বলিয়া চিন্তা করিবার যুক্তি কোথায়? তবুও এই ভিন্ন বুদ্ধিই আমাদের মধ্যে আসিয়া যায়। ইহার কারণ কি?

মহাভাগবত শ্রীপ্রহ্লাদ মায়াকেই ইহার কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাহা শ্রীমদ্ভাঃ- ৭।৫।১১ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে।

পরঃ স্বশ্চেত্যসদ্গ্রাহঃ পুংসাং যন্মায়য়া কৃতঃ।
বিমোহিতধিয়াং দৃষ্টস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥

বিমোহিতবুদ্ধি পুরুষগণের পর ও আপন এই অসৎ আগ্রহ যাঁহার মায়া দ্বারা কৃত সেই ভগবানকেই আমি প্রণাম করি।

মায়ার কার্য্য সম্বন্ধে যদি আমরা বিচার করি তাহা হইলে দেখা যায় যে, তাঁহার শক্তির প্রধান কার্য্য দুইটি। (১) আবরণাত্মিকা ও (২) বিক্ষেপাত্মিকা। সাধারণতঃ জীব মায়ার আবরণাত্মিক শক্তিতে আবদ্ধ। জীব যে, স্বরূপতঃ জড় নয়—সে যে চিৎ-ভগবানের অংশ, মায়া তাহাকে সেই কথা বিস্মৃত করাইয়া দেয়।

অন্যদিকে, বিক্ষেপাত্মিকা শক্তি দ্বারা যে জীব স্বরূপতঃ দেহ নয়—স্বরূপতঃ আত্মা কিন্তু তাঁহার আত্মাতে উপাধিরূপে দেহের অধ্যাস এমন ভাবে তাদাত্ম্য করায় যে,মানবের দেহাভিমানই স্বাভাবিক হইয়া যায়।

এই স্ব পর ভেদেও মায়া এইরূপেই তাঁহার কার্য্য করে। ইহার ফলস্বরূপ জীবের মধ্যে পরস্পর পরস্পরে হিংসা-দ্বেষ আসিয়া যায় এবং কোন কোন স্থলে নামাপরাধে পরিণত হয়।

মায়ার এই কার্য্য সম্বন্ধে একটি ঈর্ষ্যা প্রবৃত্তি দেখা যায়। তাহা শ্রীজীব গোস্বামিপাদ ৭।৫।১১ এই শ্লোকে তাঁহার টাকায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

“ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ” ইত্যাদিরীত্যানাদিত এব ভগবদ্ বিমুখানাং জীবানামতএব নূনং সের্ষ্যয়তি। যস্য ভগবতো মায়য়া মোহিতধিয়াং স্বরূপ বিস্মরণপূর্ব্বক-দেহাত্মবুদ্ধ্যা

বিশেষেণ মোহিত বুদ্ধিনামসতাং যন্মায়য়ৈব পরঃ পরকীয়াঽর্থঃ, স্বঃ স্বীয়োঽয়মিত্যসদাগ্রহঃ কৃতস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ । তেষাং তদাগ্রহ শান্তয়ে তমেব নমস্করোমীত্যর্থঃ।"

ভয়ং দ্বিতীয় অভিনিবেশ বশতঃ" (ভাঃ-১১।২।৩৭) অনাদি ভগবৎ-বিমুখ জীবগণের প্রতি মায়া ঈর্ষা প্রকাশ করে। ভগবৎ মায়ার দ্বারা জীবের বুদ্ধি মোহ প্রাপ্ত হয়। এইরূপ মোহিত জীবের স্বরূপ বিস্মরণ-পূর্ব্বক দেহে আত্মবুদ্ধি দ্বারা বিশেষভাবে মোহিত বুদ্ধি বহির্মুখ জীবগণের পর অর্থাৎ পরসম্বন্ধী। স্বঃ—অর্থাৎ নিজ সম্বন্ধে এই অসদ্‌বুদ্ধি বা আগ্রহ যাঁহার মায়ার দ্বারা অনুসৃত হয়, সেই ভগবানকে আমি নমস্কার করি।

এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড নিবাসী পণ্ডিত প্রবর শ্রীঅনন্ত দাসজী মহারাজ বিশেষ কৃপা করিয়া যে বিবৃতি পাঠাইয়াছেন তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণ বহির্মুখ জীবকে মায়া ঈর্ষার সহিত আলিঙ্গন করিয়াছে।" মায়ার প্রতি কোন অপরাধ জীবের নাই, সুতরাং মায়ার জীবের প্রতি ঈর্য্যার কারণ কি ? স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন জাগে এর উত্তর এই যে, কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ জীবের ভোগাকাঙ্ক্ষা দেখিয়া মায়া বলিল,—

"হে জীব আনন্দের মূর্ত্তি শ্রীগোবিন্দের সেবক তুমি, তাঁহার সেবাতেই তোমার প্রকৃত আনন্দ, তাহা ছাড়িয়া এই নিরানন্দময় বিশ্বে আনন্দ চাহিতেছ ? আচ্ছা, এই আনন্দের মজা বুঝিয়া দেখ একবার।" এই ঈর্ষ্যায় এবং ইহার জন্যই ঐ আবরণাত্মিকা' ও বিক্ষেপাত্মিকা' বৃত্তিদ্বয় জীবের উপর প্রয়োগ করিয়াছে মায়া। সুতরাং শ্রীভগবৎ পাদপদ্মে দৃঢ় শরণাগতি ব্যতীত এই যে 'অসদাগ্রহ'– অনিত্য বস্তুতে আমি আমার বুদ্ধি, এই অধ্যাসের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার অন্য উপায় কিছুই নাই। কৃষ্ণ সূর্য্য সম মায়া ঘোর অন্ধকার। যতক্ষণ কায়া আছে ততক্ষণ ছায়াও

আছে। তবে থাকার ভেদ আছে। যেমন সূর্য্য যখন পিছনে, ছায়া তখন সামনে, সূর্য যখন সামনে, ছায়া তখন পিছনে এবং সূর্য্য যখন মাথার উপর ছায়া তখন পায়ের তলায়। তেমনি কৃষ্ণ পিছনে মায়া সামনে, কৃষ্ণ সাম্মুখ্যে মায়া পিছনে, আর কৃষ্ণ যখন মাথা (যাহাদের) উপর সেই ভজননিষ্ঠ ভক্তদেরই মায়া পায়ের তলায়। অর্থাৎ মায়িক বৃত্তি-কামাদিই তখন তাঁহার কৃষ্ণ সেবার উপচার হয়।

এই ভিন্নদর্শী সম্বন্ধে শ্রীকপিল দেবের দেবহুতির প্রতি উক্তি, শ্রীমদ্ভাঃ–৩।২৯।২৩ শ্লোক আলোচ্য।

দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি ॥

পর শরীরে অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত আমাকে যে ব্যক্তি উপেক্ষা করে, এইরূপ অভিমানী, ভেদদর্শী, ভূতসমূহের প্রতি শত্রুতাচরণে কৃত সংকল্প ব্যক্তির চিত্ত কখনও শান্তি প্রাপ্ত হয় না।
এখানে পরকায়ে বলিতে পর দেহে অবস্থিত।

শ্রীচক্রবর্ত্তী পাদ টীকা- **ভিন্ন দর্শিনঃ স্বস্য দুঃখমিবান্যস্যাপি দুঃখং সমানমিতি ন জানতঃ।**

ভিন্নদর্শী বলিতে নিজের দুঃখে একজন যেরূপ বেদনা অনুভব করে, অন্যের দুঃখও সেইরূপ বেদনাদায়ক, এইরূপে যিনি অনুভব করিতে পারেন না। এইরূপে ভিন্নদর্শী জনের কথা অন্তরে আবির্ভূত হইলে কপিলদেব যেন বিশেষভাবে কুপিত হইয়াই বলিয়াছেন—

আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তেরোদরম্।
তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণম্ ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ—৩।২৯।২৬ শ্লোক)

স্বামিপাদের টীকানুসারে যে পুরুষ নিজের ও অন্যের মধ্যে অনুমাত্রও ভিন্ন দর্শন করে, সেই ভিন্নদর্শী মূঢ়ের মৃত্যুস্বরূপ আমি দুঃসহ ভয় বিধান করি। এই শ্লোকটির সন্ধি এবং অর্থ ভেদে বিভিন্ন টীকা নিম্নে দেওয়া হইল।

স্বামিপাদের টীকা—

যিনি আত্মনঃ (নিজের), পরস্য চ (অন্যের) মধ্যে অন্তরং (ভেদ)। উৎ (অপি) অরম্ (অল্পও) করোতি (দর্শন করে) । অথবা, অন্তরা মধ্যে (নিজের এবং পরের মধ্যে) উদরং করোতি (শরীরকে ভিন্নরূপে দেখে)। সেই ভেদদর্শী মূঢ়ের মৃত্যু স্বরূপ আমি উৎকট ভয় প্রদান করি।

শ্রীল চক্রবর্তিপাদের টীকা—

নিজের উদর হইতে অন্যের উদর ভিন্ন বলিয়া যিনি দর্শন করেন, তাঁহার মৃত্যু স্বরূপ আমি। উদর অর্থে জঠরানল জ্বালা যুক্তং—ক্ষুদিত অবস্থায় নিজের যে জঠর জ্বালা অনুভব হয় অন্যেরও ঠিক তদ্রূপ জ্বালাই অনুভব হয়। এইরূপ অনুভব করিয়া ক্ষুধার্ত জীবকে নিজের উদর পরিতৃপ্তির ন্যায় ভোজন করান উচিত। তাহা না হইলে মৃত্যুভয় উত্তরণ হইবে না।

শ্রীজীব টীকা—

মানবের নিজ নিজ ধর্মানুযায়ী ভগবৎ অর্চনা করিলেও সর্ব্বভূতে দয়া বিনা সেই অর্চন সিদ্ধ হয় না। যিনি নিজের উদরকে অন্যের উদর হইতে পৃথক্ মনে করেন, অন্যকে আমারই অধিষ্ঠানরূপে আত্ম সম দর্শন করেন না, অন্যকে ক্ষুধিত দেখিয়াও কেবল নিজের উদর পূর্ণ করেন, অন্যের ক্ষুধার কোন অনুভব করেন না, তাহাকে আমি মৃত্যু-স্বরূপ ভয়ংকর ভয় বিধান করি।

অন্য জীবের প্রতি ভিন্নদর্শী বলিয়াই তাঁহার প্রতি অনাদর, অসম্মান, দ্বেষ ভাব প্রভৃতির উদয় হয়। ইহার নিবারণার্থে কপিলদেব শ্রীমদ্ভাঃ—৩।২৯।২৭ শ্লোকে বলিয়াছেন—

অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্ ।
অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা ॥

এখানে **শ্রীস্বামিপাদ**—অভিন্নেন চক্ষুষার—অর্থ করিয়াছেন সমদর্শনেন। **শ্রীল জীবগাস্বোমিপাদ**—ক্রমসন্দর্ভ টীকায় ইহার অর্থ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"পূর্ব্ববৎ" পূর্ব্ব শ্লোকে ৩।২৯।২৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা অনুযায়ী অর্থাৎ অন্যকে নিজ হইতে পৃথক না ভাবিয়া।
এই শ্লোকটি পরের সিদ্ধান্তের (শাস্ত্রচক্ষু—৩য়)। পোষক বলিয়া ইহার বিস্তৃত টীকা ও অনুবাদ সেই স্থানে দেওয়া হইয়াছে।

সাধকের নিকট আচরণের দিক হইতে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলির তাৎপর্য্য।

১। কোন প্রাণী পীড়িত হইলে নিজের পীড়িত অবস্থায় যেরূপ গ্লানি অনুভব হয় এবং তজ্জন্য যে শুশ্রুষার প্রয়োজন অনুভব হয়, অন্যের পীড়াতেও সেইরূপ অনুভব ও আচরণ বিধেয়। তাহাতে সেবার পরিপাটী অতি উচ্চস্তরের হইবে। ইহার ফল পরস্পরের সৌহার্দ্দ ও প্রীতি বর্দ্ধিত হইবে এবং ইহা করা উচিৎ। শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদ ৩।২৯।২৬ শ্লোকের টীকায় ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন।
২। অত্যন্ত ক্ষুধিত হইলে যে রূপ নিজের জঠরজ্বালা অনুভব হয় অন্যেরও ঠিক সেই রূপ জ্বালা অনুভব হয়, ইহা অনুভব করিয়া ক্ষুধিত ব্যক্তিকে ভোজন করাইবে।
৩। যখন কোন ব্যক্তি দুর্দ্দান্ত শীতে কষ্ট অনুভব করিতেছে তখন নিজের অতিরিক্ত এমন কি নিজ হইতেই তাহা শীত বস্ত্র দেওয়ার বাসনা অন্তরে জাগরিত করাইতে হইবে।

৪। বিত্ত বা জমি সম্বন্ধেও এইরূপ আচরণের প্রয়োজন আছে। ইহাতে অন্য কোন জীবের প্রতি বৈরীভাব আসিতে পারে না, বরঞ্চ মৈত্র ও কৃপার ভাবই আসিবে।

শাস্ত্রচক্ষু—তৃতীয়

প্রত্যেক জীবের ভিতর ভগবান্ অন্তর্যামীরূপে বর্তমান।

ইহা উপলব্ধি করা অতিদুরূহ তথাপি ভাগবত জীবন গঠনে ইহার উপলব্ধি একান্ত প্রয়োজন। সেই হেতু এই স্থানে এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইতেছে—কারণ শাস্ত্রীয় বাক্যে একান্ত বিশ্বাসই ইহার উপলব্ধির প্রাথমিক সোপান, পরে ভজন করিতে করিতে শ্রীভগবানের কৃপায় শুদ্ধচিত্তে ইহার যথার্থ অনুভব হয়।

ইতি তাসাং স্বশক্তীনাং সতীনামসমেত্য সঃ।
প্রসুপ্তলোকতন্ত্রাণাং নিশাম্য গতিমীশ্বরঃ ॥
কালসংজ্ঞাং তদা দেবীং বিভ্রচ্ছক্তিমুরুক্রমঃ।
ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বানাং গণং যুগপদাবিশৎ ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ-৩।৬।১-২ শ্লোক)

ভগবানের স্বীয় অংশভূত প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা প্রথম পুরুষ কর্তৃক মায়াতে চিদাভাস রূপ বীর্য্যের আধান করিয়া প্রথমে মহৎতত্ত্ব পরে অহংকার তত্ত্ব প্রভৃতি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব সৃষ্টি করিলেও তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে না পারিয়া বিশ্ব রচনায় সামর্থহীন হইয়াছে, ইহা অবগত হইয়া কাল সংজ্ঞা শক্তি প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া সেই পরমেশ্বর ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের গণে অন্তর্যামীত্ব হেতু একই সময়ে প্রবিষ্ট হইলেন।

দ্বিতীয় প্রমাণ—প্রহ্লাদের উক্তি ৭।৬।২০-২১ শ্লোক।

পরাবরেষু ভূতেষু ব্রহ্মান্ত-স্থাবরাদিষু।
ভৌতিকেষু বিকারেষু ভূতেষ্বথ মহৎসু চ ॥
গুণেষু গুণসাম্যে চ গুণব্যতিকরে তথা।
এক এব পরো হ্যাত্মা ভগবানীশ্বরোঽব্যয়ঃ ॥

স্থাবরাদি ব্রহ্মা পর্য্যস্ত উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট জীব সমূহে এবং জীব শূন্য ভৌতিক ঘট পটাদিতে এবং মহাভূত সকলে সত্ত্বাদিগুণ সমূহে প্রকৃতিতে এবং মহদাদি তত্ত্বসমূহে এই সকলে ব্রহ্ম স্বরূপ ভগবান ঈশ্বর অব্যয় এক আত্মরূপে বর্তমান আছেন।

শাস্ত্রে শ্রদ্ধা বা দৃঢ় বিশ্বাসই ভক্তি অঙ্গের প্রাথমিক স্তর।

এখানে এই শ্লোক দুইটি প্রমাণ হিসাবে উদ্ধৃত করার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে যে সাধক অবস্থায় জীবে ভগবানের অধিষ্ঠান ইহা অনুভব করিয়া তদ্রূপ আচরণ করা সম্ভব নয় এই জন্য শাস্ত্রের সিদ্ধান্তের উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়া এই সিদ্ধান্তানুযায়ী জীবের প্রতি আচরণই অভ্যাস করিতে হইবে। সর্বভূতে ভগবৎ দর্শনই সাধনার একটি চরম স্তর এবং এই দর্শনই সিদ্ধ স্বরূপের একটি লক্ষণ। ইহা ভাগবতে বহুস্থানে বিশেষ ভাবে উল্লেখিত হইয়াছে।

১। উত্তম ভাগবতের লক্ষণে নবযোগীন্দ্রের অন্যতম হরি বলিয়াছেন—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ-১১।২।৪৫ শ্লোক)

যিনি নিজের উপাস্য যে ভগবান তাঁহার ভাব অর্থাৎ সত্ত্বা সর্ব্বভূতে দর্শন করেন এবং সর্ব্বভূতকে ভগবতাত্মাতে অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে দর্শন করেন তিনিই ভাগবতোত্তম। (শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ টীকানুযায়ী)।

২। প্রহ্লাদকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রীনারদের উপদেশ—

হরিঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ভগবানাস্ত ঈশ্বরঃ ।
ইতি ভূতানি মনসা কামৈস্তৈঃ সাধু মানয়েৎ ।।

(শ্রীমদ্ভাঃ-৭।৭।৩২)

ভগবান্ ঈশ্বর হরি সর্বভূতে বর্তমান আছেন,এইজন্য ভোগের দ্বারা সকল ভূতকে সম্মান দিবে।

৩। শ্রীঋষভদেব তাঁহার পুত্রগণের প্রতি উপদেশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন- শ্রীমদ্ভাঃ ৫।৫।১৩ শ্লোক।

সর্ব্বত্র মদ্ভাববিচক্ষণেন, জ্ঞানেন বিজ্ঞানবিরাজিতেন ।
যোগেন ধৃত্যুদ্যমসত্ত্বযুক্তো,লিঙ্গং ব্যপোহেৎ কুশলোঽহমাখ্যম্ ।।

সর্বত্র মদ্ভাবনায় নৈপুন্য, অনুভব পর্যন্ত জ্ঞান,সমাধি দ্বারা ধৈর্য্য যত্ন ও উদ্যম যুক্ত হইয়া অহংকার নামক উপাধিকে নিরাকৃত করিবে।

এখানে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদ তাঁহার টীকাতে— সর্বত্র মদ্ভাব বিচক্ষণেন অর্থে সর্বত্র মদীয় সত্তা দর্শনেন (সর্বত্র অর্থাৎ সর্ব্বভূতে আমারই সত্ত্বা অনুভব করিয়া) এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।
শ্রীমদ্ভাঃ-১১।২৯।৮ শ্লোকে উদ্ধবকে ভগবান বলিয়াছেন—

“ হন্ত তে কথয়িষ্যামি মম ধর্ম্মান্ সুমঙ্গলান্ ।”

এখানে মম ধর্ম্ম বলিতে ভক্তি জ্ঞান লক্ষণা (চক্রবর্ত্তি পাদ) । সুমঙ্গলান্ বলিতে সুখরূপান্—স্বামিপাদ । এই শ্লোকোক্ত ধর্ম্মসমূহের মধ্যে জ্ঞান সাধন প্রসঙ্গে ভগবান্ এই শ্লোকটি বলিয়াছেন।

অয়ং হি সর্ব্বকল্পানাং সধ্রীচীনো মতো মম।
মদ্ভাবঃ সর্ব্বভূতেষু মনো বাক্কায়-বৃত্তিভিঃ ॥
(শ্রীমদ্ভাঃ-১১।২৯।১৯ শ্লোক)

সর্ব প্রকার উপায়ের মধ্যে কায়-মন-বাক্য বৃত্তি দ্বারা সর্বভূতে মদ্ভাব দর্শনই সমীচীন উপায় বলিয়া আমার সম্মত জানিবে।

সাধকভক্তগণের জীবনে অনেক সময় দেখা যায় ভগবানের প্রতি যথোচিত ভক্তি এবং সেই অনুযায়ী যাবতীয় ভক্তি অঙ্গের যাজন, কিন্তু মানবের প্রতি ভক্তই হউক বা অভক্তই হউক সেই প্রীতির অভাব, এমনকি অনেক সময় অবজ্ঞাও লক্ষিত হয়। ইহা যে ভাগবত জীবন গঠনে বিশেষ অন্তরায় এবং ভগবান এই সকল সাধকের পূজা প্রীতির সহিত গ্রহণ করেন না তাহাই শ্রীকপিলদেব তাহার মাতা দেবহুতিকে বলিয়াছেন— শ্রীমদ্ভাঃ- ৩।২৯।২১-২৩ শ্লোকে।

অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনম্ ॥
(শ্রীমদ্ভাঃ-৩।২৯।২১ শ্লোক)

হে মাতঃ ! আমি অন্তর্যামীরূপে নিখিল জীবের অন্তরে অবস্থিত, যে মর্ত্ত্য জীব সমূহ আমার অধিষ্ঠান ভূত প্রাণীসমূহে কার্ষ্ণ বুদ্ধি করে না তাঁহারা বস্তুতঃ আমারই অবমাননা করেন, তাঁহারা (প্রাকৃত বুদ্ধিতে) যে প্রতিমাদি পূজা করিয়া থাকেন তাঁহার দ্বারা অর্চ্চার অবজ্ঞাই করা হয়।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকা—

পূর্ব্ব শ্লোকের সহিত অন্বয় করিয়া বলিতেছেন যে, বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত গুণ যেমন পুষ্পাদি হইতে গন্ধ বহন করিয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে, সেইরূপ ভক্তিযোগযুক্ত শান্ত চিত্ত ও পরমাত্মস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়,

এইরূপ হইলেও ভক্তি অপরাধের সম্ভাবনা আছে তাঁহার সঙ্কোচ বিষয়ে বলিতেছেন। সেই অপরাধ প্রায়ই মহতের অবজ্ঞা মূলক হইয়া থাকে। সাধারণতঃ মহাত্মাগণ অলক্ষিতভাবে থাকিলেও অনেকেই আছেন, সেইজন্য তাহাদের প্রতি অপরাধ দূরীকরণের জন্য সকল ভূতগণই নিজ ইষ্টদেবের অধিষ্ঠান এই বুদ্ধি করিয়া সকলকেই সম্মান করা কর্তব্য। তা না করিলে ভগবৎ বিগ্রহের সেবাও সম্যক্ ফলবতী হয় না।

এইটি এবং পরবর্তী ৫টি শ্লোকে ক্রমে অবজ্ঞা, উপেক্ষা, দ্বেষ, নিন্দা এইগুলি হইতে সাবধান হইতে বলিতেছেন। এই শ্লোকে বলিতেছেন, জীবকে অবজ্ঞাকারী আমার যে পূজা করে তাহাতে আমার পূজার অনুকরণই করা হয়, প্রকৃতভাবে পূজা করা হয় না।

যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ-৩।২৯।২২)

যে ব্যক্তি সর্বভূতে বর্তমান পরমাত্মা স্বরূপ আমাকে উপেক্ষা করিয়া অর্চ্চা বিগ্রহের পূজা করে সে ব্যক্তি মূঢ়তা বশতঃ ভস্মেই আহুতি প্রদান করে।

দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি॥

(শ্রীমদ্ভাং- ৩।২৯।২৩)

পর শরীরে অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত আমাকে যে ব্যক্তি উপেক্ষা করে এইরূপ দেহাদিতে আত্ম অভিমানী, ভেদদর্শী, ভূত সমূহের প্রতি শত্রুতাচরণে কৃতসংকল্প সেই ব্যক্তির চিত্ত কখনও শান্তি প্রাপ্ত হয় না।

অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে।
নৈব তুষ্যেঽর্চ্চিতোঽর্চ্চায়াং ভূত গ্রামাবমানিনঃ ॥
(শ্রীমদ্ভাঃ—৩।২৯।২৪)

হে নিস্পাপ মাতঃ ! প্রাণী নিন্দুক ব্যক্তি উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট বহুবিধ দ্রব্য দ্বারা প্রতিমাতে আমার অর্চ্চনা করিলেও আমি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হই না।

অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্ ॥
(শ্রীমদ্ভা—৩।২৯।২৫)

যত দিন স্বীয় হৃদয়ে সর্বভূতে অবস্থিত আমার ভগবৎ স্বরূপের উপলব্ধি না হয় অর্থাৎ উত্তমাধিকারিত্ব লাভ না হয়, তাবৎ কাল শ্রীঅর্চ্চাতে আমার পূজা বিধান করিবে।

শ্রীল চক্রবর্তিপাদের টীকার মর্ম্ম—

এই শ্লোকে চক্রবর্ত্তী পাদ শুদ্ধাভক্তি, কর্মমিশ্রা ভক্তি,জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির তারতম্য বিচার করিতেছেন।

১। শুদ্ধভক্তগণের স্বাভাবিকভাবে শুদ্ধ অন্তকরণ হেতু প্রাণী মাত্রে অবজ্ঞা প্রায়ই হয় না।

২। কর্ম্ম মিশ্র ভক্তগণের এই প্রাণী অবজ্ঞা সম্ভব। যতক্ষণ না অন্তকরণ শুদ্ধ হয় ততক্ষণ অবজ্ঞার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু অন্তকরণ শুদ্ধি হইলে অবজ্ঞা হয় না। এখানে স্বকর্ম্ম কৃতের অর্থ কর্ম্মমিশ্রা সাত্ত্বিক ভক্ত যখন সর্বভূতে অবস্থিত পরমাত্মা স্বরূপ আমাকে অনুভব করে, তখন কর্ম্মে অনধিকার হেতু, ন স্ব কর্ম্ম কৃত, তখন জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি দ্বারা অর্চ্চাবিগ্রহে আমার অর্চ্চনা করিবে।

উপসংহারে কপিলদেব সাধকের কর্তব্য রূপে বিধান দিতেছেন—

অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্ ।
অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ—৩।২৯।২৭)

অন্তর্যামীরূপে সর্বভূতে অবস্থিত আমাকে জীবের পূজা দ্বারাই পূজা করিবে । সকলের সহিত মিত্রতা করিয়া দান মান প্রভৃতির দ্বারা যথা যোগ্য সম্মান করিবে ।

শ্রীজীবগোস্বামীপাদের টীকা— ভূত শব্দে অপ্রাণভৃতজীবমারভ্য ভগবদর্পিতাত্মা জীব পর্য্যন্তেষু ভূতাত্মা ।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকার সারার্থ—

এ জগতে অনন্ত ক্ষুধার্ত্ত জীব আছে তাঁহারা দাতার নিকট আসিলে রন্তিদেবের ন্যায় সকলকে ভোজন করাইবার মত সামর্থ ধৈর্য কয়জনের থাকিতে পারে, তাহাতেই বলিতেছেন যাহাদের সামর্থ আছে তাঁহারা দান মানাদির দ্বারা সম্মান করিবে । কিন্তু যাহাদের সেইরূপ সামর্থ নাই তাঁহারা কিন্তু বুভুক্ষু জনগণ যদি গালি দান বা তিরস্কার প্রভৃতি করে, তাহা হইলেও তাহাদের প্রতি তিরস্কারাদি করিবে না, বরঞ্চ তাহাদিগকে স্তুতি আদির দ্বারা নিজ হইতেও অধিক অধিক আদরের সহিত সম্মান করিবে ।

শাস্ত্রচক্ষু-চতুর্থ

অজিতেন্দ্রিয় হেতু যদৃচ্ছা লাভে যে ব্যক্তি সন্তোষ হইতে পারেন না, তিনি ত্রিভুবন সম্পত্তি লাভেও সন্তুষ্ট হইতে পারেন না ।

অসন্তোষ কতখানি অনর্থকারী ইহাই শ্রীশুকদেব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতে

শ্রীবামন দেবের অবতার এবং বলি মহারাজের আত্মদান প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীভগবানুবাচ—

যাবন্তো বিষয়াঃ প্রেষ্ঠাস্ত্রিলোক্যামজিতেন্দ্রিয়ম্ ।
ন শক্নুবন্তি তে সর্ব্বে প্রতিপূরয়িতুং নৃপ ॥

(শ্রীমদ্ভা—৮।১৯।২১)

হে রাজন ! ত্রিলোকের মধ্যে যে সকল পরমপ্রিয় বিষয় সমূহ বর্তমান রহিয়াছে, সেই সকল দ্রব্যও অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কামনা পূর্ণ করিতে পারে না।

যদৃচ্ছয়াপেপন্নেন সন্তুষ্টো বর্ততে সুখম্ ।
নাসন্তুষ্টস্ত্রিভিলোকৈরজিতাত্মোপসাদিতৈঃ ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ—৮।১৯।২৪)

প্রারব্ধ কর্ম্মফলে যদৃচ্ছালব্ধ বস্তু দ্বারা সন্তুষ্ট ব্যক্তি যেরূপ সুখে অবস্থান করে। অজিতেন্দ্রিয় ও অতুষ্ট ব্যক্তি ত্রিলোক লাভ করিয়াও তাদৃশ সুখী হয় না। যদৃচ্ছা লাভে সন্তোষ ইহাই শ্রীনারদ ধ্রুবকে উপদেশ দিয়াছেন

শ্রীমদ্ভাগবতে—

পরিতুষ্যেৎ ততস্তাত তাবন্মাত্রেণ পুরুষঃ ।
দৈবোপসাদিতং যাবদ্বীক্ষ্যেশ্বরগতিং বুধঃ ॥

(শ্রীমদ্ভা:–৪। ৮।২৯)

বৎস ধ্রুব ! ঈশ্বর আনুকূল্য ব্যতীত কোন উদ্যমই ফলপ্রদ হইতে পারে না, ইহা বিবেচনা করিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তির স্বপ্রারব্ধ অনুসারে যাহা যাহা প্রাপ্ত হন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ।

ধ্রুবকে এই কথা বলিয়া শেষ উপদেশ দিতেছেন, যাহা মনকে শান্ত

করিবে, সংসারতম হইতে উদ্ধার করিবে—

যস্য যদ্দৈববিহিতং স তেন সুখদুঃখয়োঃ ।
আত্মানং তোষয়ন্ দেহী তমসঃ পারমৃচ্ছতি ॥

(শ্রীমদ্ভা-৪।৮।৩৩)

সুখ ও দুঃখের মধ্যে যে ব্যক্তি যাহা দৈবকর্তৃক স্বপ্রারদ্ধানুসারে প্রাপ্ত হয়, সে ব্যক্তি তাঁহার মধ্যে থাকিয়াই হরিতে মনোনিবেশ পূর্ব্বক আত্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া সংসার উর্ত্তীণ হইতে পারে।

শ্রীল চক্রবর্তিপাদের টীকার অনুবাদ— সুখ দুঃখয়োঃ অর্থাৎ সুখ বা দুঃখের মধ্যে। **তেন-**সুখের দ্বারা বা দুঃখের দ্বারা। **তোষয়ন্-** সুখ হইলে পুণ্য ক্ষয় হয় এবং দুঃখ হইলে পাপ ক্ষয় হয়, এই প্রকারে যিনি মনের সন্তোষ বিধান করেন। **তমসঃ-** সংসার হইতে। **শিক্ষা-** যদৃচ্ছা লাভে মনের সন্তোষই সাধক জীবনের অমূল্য সম্পদ, ইহা না হইলে বিক্ষেপের পর বিক্ষেপ আসিয়া চিত্তের ধৈর্য্য বিনাশ করিয়া ভজনের পথে বিশেষ কন্টক হইয়া দাঁড়াইবে।

শাস্ত্র চক্ষু-পঞ্চম

নিন্দা বা স্তব, সৎকার বা ন্যক্কার, অবিবেক কল্পিত দেহাভিমানীদিগের পীড়া বা সুখ দায়ক হয়, শুদ্ধ আত্মাতে ইহাদের প্রতীত হয় না। ভাগবত জীবন গঠনে সাধককে নিন্দা ও স্তব কি দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে, এ বিষয়ে শুকদেব শ্রীমদ্ভা— ৭।১।২৩-২৪ শ্লোকে যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহা আলাচেনা করা হইতেছে।

নিন্দনস্তবসৎকার-ন্যক্কারার্থং কলেবরম্ ।
প্রধানপরয়ো রাজন্নবিবেকেন কল্পিতম্ ॥

শ্রীমদ্ভাঃ—৭।১।২৩

শ্রীনারদ বলিলেন হে রাজন ! প্রধান (প্রকৃতি) ও পুরুষের রচিত দেহেই নিন্দা, স্তব, আদর বা তিরস্কার ইত্যাদি উপলব্ধি হয়, উহা অবিবেক কল্পিত।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকা—

এই প্রসঙ্গটি শিশুপাল কর্তৃক ভগবানের নিন্দা ভগবানের পীড়া দায়ক নয়, ইহা স্থাপিত করিবার উদ্দেশ্য প্রথমে জ্ঞানিদিগের অর্থাৎ যাহাদের দেহাভিমান নাই, তাহাদের সম্বন্ধে বলিতেছেন—

নিন্দা বা স্তুতি জ্ঞানিদিগের দুঃখ অথবা সুখ প্রদানকারী নয়। কিন্তু যাহারা দেহাত্মাভিমানী তাহাদেরই দুঃখ বা সুখকারী হইয়া থাকে। তাঁহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিতেছেন নিন্দা বা স্তবে বাচিক দোষ, গুণ, সৎকার বা ন্যক্কারে কায়িক ও মানসিক সম্মান ও অসম্মানে প্রকাশিত হয়, ইহা প্রকৃতি ও পুরুষের অবিবেক দ্বারা অর্থাৎ আত্ম-অনাত্ম বিবেকের অভাব বশতঃ হইয়া থাকে।

হিংসা তদভিমানেন দণ্ডপারুষ্যয়োর্যথা।
বৈষম্যমিহ ভূতানাং মমাহমিতি পার্থিব ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ-৭৷১৷২৪)

এই কলেবরে অভিমান বশতঃ প্রাণদিগের "আমি আমার" ইত্যাদি বৈষম্য এবং তাড়না ও নিন্দা, তজ্জন্য হিংসা ও পীড়া হইয়া থাকে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকা—

এই দেহে অভিমানের জন্যই মানুষ ভাবে যে এই ব্যক্তি আমাকে নিন্দা করিতেছে বা স্তব করিতেছে এবং এই ব্যক্তির দ্বারাই আমি দুঃখ বা সুখ পাইতেছি। এই ব্যক্তি আমাকে পীড়া দিতেছে, এই ভাবিয়া তাঁহার প্রতি হিংসা ভাব জাগে। এই জন আমাকে দুর্ব্বাক্য বলে, সেই জন্য আমি

তাহাকে বধ করিব। এইরূপে প্রাণীদিগের বৈষম্যভাব হয় যে ইনি আমার শত্রু, উনি আমার বন্ধু, এই জন্য শত্রুকে আমি হত্যা করিব, বন্ধুজনকে পালন করিব।

এইস্থলে সাধারণ জীবের যাহারা স্তব করে বা সৎকার করে, তাহাদের বিরুদ্ধে কোন বিদ্বেষ ভাব জাগে না, কিন্তু নিন্দাকারী দ্বেষকারীর প্রতি যে দ্রোহ আচরণ ভাব অন্তরে জাগিয়া উঠে, ইহা ভক্তি যাজনের পথে বিশেষ অন্তরায় হইয়া থাকে।

জ্ঞানীগণের সাধনে আত্ম, অনাত্ম বিচার দ্বারা তাঁহারা যখন নিজেকে আত্ম স্বরূপস্থ বলিয়া অনুভব করেন, দেহাভিমান স্বতই বিনষ্ট হয়, তখন অন্য কর্তৃক নিন্দা বা দ্রোহ তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। শুদ্ধ ভক্তি যাজনে যদিও এই আত্ম-অনাত্ম বিচার পৃথক ভাবে সাধনের প্রয়োজন হয় না, ঠিক ঠিক ভাবে নিষ্ঠার সহিত ভজন চলিতে থাকিলে স্বতই এই বিবেক অর্থাৎ আমি তো এই দেহ নই, আমি তো স্বরূপতঃ আত্মা, ভগবদ্দাস, এই জ্ঞান লাভ হয়। তখন নিন্দা স্তুতি প্রভৃতির অভিমানই নিন্দা, স্তুতির নিবেশ কি ভাবে বৈষম্য ভাব চিত্তে আসে না। দেহাত্মাভিমানই নিন্দা, স্তুতির বৈষম্যের কারণ দেখান হইল। দেহাভিনিবেশ কি ভাবে বৈষম্য সৃষ্টি করে তাহা কপিলদেব ভক্ত্যুত্থ জ্ঞান ও বৈরাগ্য লক্ষণ প্রসঙ্গে বিবৃতি করিয়াছেন, নিম্ন লিখিত শ্লোক দুইটিতে—

যদাস্য চিত্তমর্থেষু সমেষ্বিন্দ্রিয়বৃত্তিভিঃ।
ন বিগৃহ্নাতি বৈষম্যং প্রিয়মপ্রিয়মিত্যুত ॥ ২৪ ॥
স তদৈবাত্মনাত্মানং নিঃসঙ্গং সমদর্শনম্।
হেয়োপাদেয়রহিতমারূঢ়ং পদমীক্ষতে ॥ ২৫ ॥

শ্রীমদ্ভা- ৩।৩২। ২৪-২৫

ভক্তের চিত্ত যখন শ্রী ভগবানের গুণানুরাগের দ্বারা তাহাতেই নিশ্চল

হইয়া ইন্দ্রিয়বৃত্তি দ্বারা বস্তুর মধ্যে একটিকে প্রিয়, অন্যটি কে অপ্রিয় বলিয়া বৈষম্য ধারণ করে না, তখনই সেই ভক্ত বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা স্বপ্রকাশ, আসক্তি রহিত জড়ীয় হেয় উপাদেয়ভাব বর্জ্জিত সুতরাং সর্বত্র সমদর্শন এবং আমি পরমানন্দ ব্রহ্ম স্বরূপ, এই প্রকার অনুভব করেন।

শ্রীমদ্ভাঃ– ৩। ৩২। ২৪-২৫ শ্লোকদ্বয়ের চক্রবর্ত্তী পাদের টীকার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল।

যখন ভক্তমৎচিত্ত ভগবানের গুণানুরাগের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সেই গুণাদিতেই নিশ্চল ভাবে স্থির হইয়া ইন্দিয় বৃত্তিদ্বারা প্রাকৃত দৃশ্য, শ্রাব্য, পৃশ্যাদি বস্তুর মধ্যে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যত্ব অংশে বস্তু তুল্য হইলেও ইহা আমার প্রিয় শ্রাব্য ইহা আমার অপ্রিয় শ্রাব্য এবম্বিধ বৈষম্য ভাব মনে জাগে না। নিন্দা স্তুতি আদিতে লোষ্ট্র বা কাঞ্চনাদিতে সমদৃষ্টি বা সম ভাব হয় তখন আত্মনা অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা আত্মানং স্বীয় জীব স্বরূপকে আসঙ্গ রহিত, ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া জ্ঞানীগণ অনুভব করেন—শুদ্ধ ভক্তগণ নিজ ইষ্টধামে প্রেমবান্ পার্ষদরূপে অনুভব করেন।

ইহা হইতে শিক্ষণীয় কি ?

যদি কাহারও বাক্যে নিন্দায় বা ব্যবহারে দ্রোহাদি আচরণে আমি দুঃখীত বা পীড়িত হই, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সেই ব্যক্তির কোন দোষ নাই, তাহা কর্তৃক আমি পীড়িত হইতে পারি না, ইহা আমার দেহাভিমান এবং দেহাভিনিবেশ অর্থাৎ স্বরূপতঃ আমি যে নিত্য কৃষ্ণদাস অথবা আমি যে রাধা-কিঙ্করী আমার এই অভিমান পুষ্ট হয় নাই, সেই জন্য এ দেহে অহং মম অভিমান পূর্ণ ভাবেই রহিয়াছে এবং তজ্জন্য স্বরূপতঃ ভেদ জ্ঞান এবং অন্য কর্তৃক নিন্দা, পীড়া দায়ক হইতেছে।

নিন্দা, স্তুতি, সৎকার বা ন্যক্কার আমি সমদৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেছি না। তাঁহার কারণ আমার ভক্তি অঙ্গ যাজন ঠিক ঠিক হইতেছে না অর্থাৎ

ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদিতে অভিনিবেশ অভাব বশতঃ দেহ ইন্দ্রিয়াদিতেই পূর্ণভাবে অভিনিবেশ বর্ত্তমান, সেইজন্য অপ্রিয় ভাব এবং নিন্দা বা স্তুতি আমাকে পীড়া দিতেছে, এইরূপে সাধকের নিজের অভিনিবেশের দিকেই দৃষ্টি ফিরাইতে হইবে— চিন্তা করিতে হইবে কি ভাবে তাঁহার চিত্ত ভগবানের রূপ গুণাদিতে অধিকতর ভাবে আবিষ্ট করা যায়।

।। সপ্তম অধ্যায় ।।

ভাগবত জীবন গঠনে

শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশাবলী হইতে শিক্ষা লাভ।

সাধককে শ্রীমদ্ভাগবত দুই ভাবে উপদেশ সমূহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রথমতঃ—সাধককে সাক্ষাৎ ভাবে বিধি ও নিষেধ মুখে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ— সাধককে সাক্ষাৎ ভাবে উপদেশ না দিয়া অনেক ক্ষেত্রে সাধুগণের আচরণ বর্ণনার দ্বারা সাধককে শিক্ষা দান করিয়াছেন, অর্থাৎ সাধুগণ এইরূপ বিচার করেন এবং এইরূপ আচরণ করেন, সাধককেও এই এইরূপ বিচার ও আচরণ অনুসরণ করিতে হইবে। এখানে আমরা প্রথমে সাধুগণের আচরণ হইতে শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

সাধুগণের আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে সাধু কাহাদিগকে বলা হইবে, ইহা জানা প্রয়োজন। শ্রীমদ্ভাঃ-১১ স্কন্ধে ১১শ অধ্যায়ে ২৯-৩৩ শ্লোকে উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ যা বলিয়াছেন, তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত করা হইতেছে।

শ্রীভগবানুবাচ—

কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাম্ ।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ ॥ ২৯ ॥

কৃপালু (পরদুঃখসহিষ্ণু), তিতিক্ষু (ক্ষমাবান্ অথবা সহিষ্ণু), সত্যসার (সত্যং সারঃ স্থিরং অথবা সত্যবলযুক্ত), অনবদ্যাত্মা, (অসূয়া রহিত), সমঃ (সুখ দুঃখে সমচিত্ত) ।

কামৈরহতধীর্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ ।
অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ ॥ ৩০ ॥
অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্গুণঃ ।
অমানী মানদঃ কল্পো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ ॥ ৩১ ॥
আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্ ।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ ॥ ৩২ ॥

উপরোক্ত শ্লোকগুলির শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকার অনুবাদ—

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন,—আমার ভক্তি কর্ম্ম-জ্ঞানাদিমিশ্রা এবং শুদ্ধা (কেবলা) ভেদে দুই প্রকার এবং সেই জন্য সেই প্রকার প্রবর্তক সাধুও দুই প্রকার-তাঁহার মধ্যে প্রথম কর্ম্ম জ্ঞানাদিমিশ্রা ভক্তের লক্ষণ ৩টি শ্লোকে বলিতেছেন।

"কৃপালু" পরসংসার দুঃখ অসহিষ্ণু "অকৃতদ্রোহ" নিজেকে দ্রোহকারীর প্রতি দ্রোহশূন্য। সর্ব্বদেহ ধারীর প্রতি এমন কি নিজেকে নিকৃষ্ট জ্ঞান কারীর প্রতিও তিতিক্ষু তাঁহার অপরাধ ক্ষমাকারী। সত্যই সার অর্থাৎ বল যাহার। "অনবদ্যাত্মা" (অসূয়াদি দোষ রহিত)"সম" (সুখ এবং দুঃখে মান এবং অপমানে তুল্য জ্ঞান। "কামৈঃ অহতধী:"—কামের দ্বারা যাহার চিত্ত ক্ষুভিত হয় না। "দান্ত" (সংযত বাহ্যেন্দ্রিয়) "মৃদু"

(অকঠোর চিত্ত),“শুচি” (সদাচার) অকিঞ্চনঃ (অপরিগ্রহ) অনহী (ব্যবহারিক ক্রীড়া শূন্য) মিতভূক্ (পবিত্র লঘু আহার অথবা মিত পরিমিত আহার) শান্তঃ (শান্তরতিমান) অথবা শান্ত (অন্তেন্দ্রিয় সংযম যাহার) স্থির (নিজের কর্মের ফলোদয় পর্যন্ত অব্যগ্র) । মচ্ছরণং (আমাকেই একমাত্র আশ্রয় করিয়াছেন যিনি)। মুনি (মননশীল) অপ্রমত্ত (সাবধান) গভীর আত্মা (যাহার মনের ভাব অন্য কেহ বুঝিতে সক্ষম নয়) ধৃতিমান (নির্বিকার), জিতষড়্, গুণঃ (ক্ষুৎ পিপাসাদি দৃষ্টি রহিত)—অমানী (মানাকাঙ্ক্ষা শূন্য) মানদ (অন্যকে মানদান কারী) কল্প-(পরকে বুঝাইতে দক্ষ) মৈত্র (অবঞ্চক) কারুণিক (করুণাই প্রবর্ত্তমান যাহার) কবি (সম্যক্ জ্ঞানী) । ২৯-৩১

৩২ শ্লোকে শুদ্ধা ভক্তির প্রবর্ত্তক সাধুর লক্ষণ বলিতেছেন—

আমার শরণাগত হইয়া মদীয় বেদশাস্ত্র দিষ্ট স্বধর্মসমূহের অনুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি গুণ এবং অননুষ্ঠানে দোষ,ইহা ভালভাবে অবগত হইয়াও তাদৃশ ধর্মাচরণে মদীয় ধ্যানের বিক্ষেপজনক বলিয়া এবং শুদ্ধা ভক্তি অঙ্গ যাজনের ফলেই সর্ব্ব সিদ্ধ হইবে, এইরূপ নিশ্চয় সহকারে সর্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অনন্য হইয়া যিনি সেবা করেন এবং নববিধা ভক্তি অঙ্গের দ্বারা কেবল আরাধনা করেন তিনিও পূর্বোক্ত পুরুষের ন্যায় সত্তম বলিয়া গণ্য হন ।। ৩২ ।।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকার আংশিক অনুবাদ—

মিশ্রা ভক্তি এবং শুদ্ধা ভক্তি যাজকের ভিতর কি প্রভেদ তাহাই শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদ বলিতেছেন।

১। পূর্ব্ব অধিকারী নিজ ধর্ম্মসকল ত্যাগ না করিয়া ভজন করেন। কিন্তু পরবর্তী অধিকারী ধর্ম্মসকল সম্যক্রূপে পরিহার করিয়া ভজন করেন।

২। পূর্ব্ব অধিকারীতে তাঁহার গুণ বর্ণিত হইয়াছে, সে সকল গুণবান্ হইয়া সত্তম। আর পরবর্তী সাধক ঐ সকল গুণ অভাবেও সত্তম। কিন্তু তাহা বলিয়া ইহা মনে করিতে হইবে না যে তাহাদের এ সকল গুণের অভাব থাকে।

৩। পূর্ব্ব মিশ্রা ভক্তি যাজক সাধুগণ ষড়্, গুণাতীত অথবা সিদ্ধাবস্থায় সত্তম, কিন্তু শুদ্ধা ভক্তি যাজকগণ সাধক দশাতে সত্তম। এই সকল কারণে শুদ্ধা ভক্তি যাজক সাধুগণ মিশ্রা ভক্তি যাজক সাধুগণ হইতে উৎকৃষ্ট ইহাই ব্যক্ত হইতেছে।

মানবের দোষ গুণ বিচারের দ্বারা সাধুগণের সাধুত্বের তারতম্য—

পার্বতী শিবের প্রতি তাঁহার পিতার আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া দক্ষকে বলিয়াছিলেন—শ্রীমদ্ভাঃ—৪।৪।১২ শ্লোকে—

দোষান্ পরেষাং হি গুণেষু সাধবো
গৃহ্নন্তি কেচিন্ন ভবাদৃশা দ্বিজ।
গুণাংশ্চ ফল্গুন্, বহুলীকরিষ্ণবো
মহত্তমাস্তেষ্ববিদদ্ভবানঘম্ ॥

হে দ্বিজবর! (পার্বতী নিজ পিতাকে একটু কটাক্ষ করিয়া দ্বিজবর বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন) যাহারা অপরের দোষসমূহকে গুণমধ্যে গ্রহণ করেন, তাঁহারা উত্তম সাধু। কিন্তু আপনার ন্যায় ব্যক্তি পরের গুণেতেও দোষ দর্শন করিয়া থাকেন। তাহারাই মধ্যম সাধু গণ্য যাহারা গুণ দোষের যথার্থ বিচার করেন। যাহারা তুচ্ছ গুণকেও মহৎ বলিয়া প্রশংসা করেন তাঁহারা সর্বোত্তম সাধু।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকার মর্মার্থ—

১। পরের দোষও গুণেরই প্রকাশ বলিয়া গুণের মধ্যে যিনি গণ্য করেন সেই সাধুগণ মহান্তই। যেমন, যদিও এই ব্যক্তি কঠোরভাষী বলিয়া দোষী তথাপি ইহাকে হিতকারী বলিয়াই গণ্য করা উচিৎ। কারণ উনি যাহা বলিয়াছেন তাঁহার উদ্দেশ্য সর্ব্বতাভোবে হিত সাধন।

(হিত সাধন) যেমন নিম্বরস তিক্ত হইলেও ইহার রোগ নিবর্ত্তক গুণই প্রধান। এইরূপে নিম্বরসের ভিতর দোষ না দেখিয়া গুণই দেখিতেছেন যাহারা, তাঁহারাই মহৎ।

২। আবার দোষ ধরা তো দুরের কথা, কোন বিষয়ে দোষ থাকিলেও তাহা না দেখিয়া কেবল গুণই দেখেন, যেমন আগত এই ব্যক্তি বণিক অর্থাৎ কিছু বিক্রয়ের উদ্দেশ্যেই আগত হইলেও ইহাকে অতিথিরূপে গণ্য করিতে হইবে এবং সেই ভাবে আদর অভ্যর্থনা করিতে হইবে। ইহারাই হইলেন মহত্তর।

৩। যাহারা কিন্তু সামান্য গুণকেও বহুতর গুণ বলিয়া গ্রহণ করেন, এইরূপই যাহাদের স্বভাব, বলা বাহুল্য অল্প দোষও ধরেনই না, যেমন এই ব্যক্তি শীতার্ত্ত হেতু আমার বস্ত্র হরণ করিলেও ইনি দয়ালু নিশ্চয়ই, কারণ তাঁহার সহিত অস্ত্রশস্ত্র থাকিলেও ইনি আমাকে বধ বা আঘাত করেন নাই, ধন্য এ ব্যক্তি এই রূপ ভাবে যাহার বিচার করেন তাঁহারাই মহত্তম।

অথবা আমার শীত বস্ত্র দেওয়ার সামর্থ্য থাকতেও শীতার্ত্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করিতে পারি নাই বলিয়া নিজেকে লজ্জিত মনে করাই মহতের উত্তম লক্ষণ।

এইরূপে অসাধুগণেরও তারতম্য ভেদ করিয়া পার্বতী শিবকে অতি

মহত্তম আখ্যা দিয়া নিজের পিতা দক্ষকে অতি অসাধুতম পর্য্যায় গণ্য করিয়াছেন।

সাধুগণের আচরণ বর্ণনা দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত সাধকদিগকে আচরণ সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিয়াছেন বিভিন্ন অধ্যায়ে, তাঁহার কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করা হইতেছে—

তিরস্কৃতা বিপ্রলব্ধাঃশপ্তাঃ ক্ষিপ্তা হতা অপি।
নাস্য তৎ প্রতিকুর্ব্বন্তি তদ্ভক্তাঃ প্রভবোঽপি হি ॥

শ্রীমদ্ভাঃ-১।১৮।৪৮

ব্রাহ্মণ শমীকমুনি নিজপুত্রের ব্যবহারে দুঃখিত হইয়া তাঁহার পুত্রকে বলিতেছেন—

ভগবদ্ভক্তগণ অপরের দ্বারা তিরস্কৃত, প্রতারিত, অপমানিত, অভিশপ্ত ও তাড়িত হইলেও এবং তিনি সেই অনিষ্ঠকারীর প্রতি অপকার করিতে সমর্থ হইলেও সেইরূপ আচরণ করেন না।

ইহা দ্বারা সাধকগণকে নিজ আচরণ কিরূপ হওয়া উচিৎ, তাঁহারই নির্দেশ দিয়াছেন। অর্থাৎ এ সকল দুঃখ ভোগ তাঁহারই নিজের প্রারব্ধ বশতঃ সেই জন্য অন্যের উপর দোষারোপ করেন না।

যস্মিন্ যদা পুষ্করনাভমায়য়া
দুরন্তয়া স্পৃষ্টধিয়ঃ পৃথগ্ দৃশঃ।
কুর্ব্বন্তি তত্র হ্যনুকম্পয়া কৃপাং
ন সাধবো দৈববলাৎ কৃতে ক্রমম্ ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ-৪।৬।৪৮)

ব্রহ্মা শিবকে স্তব করিতে গিয়া বলিতেছেন—

হে প্রভো ! যদি কোন দেশে কোন কালে কোন ব্যক্তি বিষ্ণু মায়া

মোহিত হইয়া ভেদ দর্শন নিবন্ধন সাধুগণের নিকট কোন অপরাধ করিয়া ফেলেন, সাধুগণ ঐ অপরাধীর কার্য্যকে নিজ প্রারব্ধকৃত জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রতি অনুকম্পাই করেন। ইহা হইতে শিক্ষণীয় বিষয় এই যে ভাগবত ধর্মাবলম্বী সাধুগণ অপরাধীর প্রতি কৃপাই করিবেন, কোন রূপ দ্রোহ আচরণ করিবেন না।

সুধিয়ঃ সাধবো লোকে নরদেব নরোত্তমাঃ।
নাভিদ্রুহ্যন্তি ভূতেভ্যো যর্হি নাত্মা কলেবরম্॥

(শ্রীমদ্ভাঃ-৪।২০।৩)

এই শ্লোকটি পৃথু যজ্ঞে, ভগবান্ পৃথু মহারাজের পূজা গ্রহণ করিয়া তাহাকে বলিতেছেন—হে নরদেব! দেহ আত্মা নহে, এই কারণেই নরোত্তম সুমেধা সজ্জনগণ প্রাণীদিগের উপর হিংসা করেন না। এই শ্লোকটির তাৎপর্য এই যে সাধুগণ নিজেদের দেহাভিমান ত্যাগ করিয়া নিজকে আত্মা বলিয়া সব সময় চিন্তা করেন। আত্মাতে দ্রোহাদি স্পর্শ করে না, এই হেতু তাঁহারা ভূত কর্তৃক পীড়িত হইলেও প্রাণীগণের প্রতি হিংসা আচরণ করেন না। দুঃখ দানে দ্রোহ আচরণ, নিন্দা প্রভৃতি দেহেরই ধর্ম্ম আত্মার নয়। যিনি দেহাভিমান ত্যাগ করিয়া নিজেকে আত্মা বলিয়া অনুভব করেন, তিনি ভূতগণ কর্তৃক পীড়িত হইলে প্রাণীগণের প্রতি হিংসা আচরণ করেন না। সাধককেও এই ভাবে নিজস্বরূপ নিরন্তর চিন্তা করিয়া দেহ অভিমান হইতে মুক্ত হইয়া প্রাণীগণের প্রতি হিংসা দ্রোহ ত্যাগ করিতে হইবে।

শ্রীনারদের আচরণ হইতে শিক্ষা লাভ

শ্রীমদ্ভাঃ-৬।৫।৪৪ শ্লোকে শ্রীশুক বলিতেছেন—

প্রতিজগ্রাহ তদ্বাঢ়ং নারদঃ সাধুসম্মতঃ।
এতাবান্ সাধুবাদো হি তিতিক্ষেতেশ্বরঃ স্বয়ম্॥

শ্রীনারদকে দক্ষ অভিশাপ দিবার পর শ্রীশুকদেব শ্রীনারদের আচরণ সম্বন্ধে বলিতেছেন—

সাধুগণ প্রশংসিত নারদ "আপনার বাক্য সত্য হোক" বলিয়া প্রজাপতির বাক্য স্বীকার করিলেন। প্রতিশাপ প্রদান করতে সমর্থ হইলে ও প্রতিশাপ না দিয়া উহা সহ্য করিলেন, ইহাই সাধুগণের সাধুতা।

শ্রীল চক্রবর্তিপাদের টীকার অনুবাদ—

প্রতিজগ্রাহ অর্থ স্বীকার করিয়া লইলেন। "সাধুনাং সম্মত"—অর্থে–সাধুগণ এইরূপ সহ্য করিয়া থাকেন। "ঈশ্বর" অর্থে—প্রতিশাপ দিতে সমর্থ হইলেও দক্ষকে অনুগ্রহ করার জন্য শ্রীনারদ আসিয়াছিলেন। কিন্তু দক্ষ তাহাকে ভাল ভাবেই তিরস্কার করিলেন। সেই তিরস্কার বচন শ্রবণ করিয়া নারদ সেই স্থান ত্যাগ করিলেন না কেন ?

শ্রীনারদের অন্তরে এই অভিপ্রায় ছিল ;দক্ষ তাহাকে ক্রোধ বশতঃ বহুরূপ তিরস্কার করে করুক সাজাই বা দিক, এই সকল ক্রোধেরই ফল। যখন দক্ষের ক্রোধের অবসান হইবে, দেখিবে যে আমি এই সকল তিরস্কারের প্রতি তিরস্কার না করিয়া নির্ব্বিবাদে সহ্য করিলাম, তখন তাঁহার মনে খেদ জাগিবে সে অনুতপ্ত হইবে, মনে মনে বলিবে হায় ! ইনি ভগবদ্ভক্ত। তাহাকে আমি তিরস্কার করিয়া শাপ প্রদান করিয়াছি। এইরূপে বৈকুণ্ঠে শ্রীভগবৎ দর্শনে আগত সনকাদির ন্যায় যখন অনুতপ্ত হইবে, তখন তাঁহার চিত্ত ভক্তিবীজ বপনের যথাযোগ্য ক্ষেত্র হইবে। এবং আমি তখন শুদ্ধ ভক্তি বীজ তাহার অন্তরে বপন করিব।

শ্রীনারদের আচরণ হহতে আমরা এই শিক্ষা পাই—

১। যদি কোন ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া কোন কটুবাক্য প্রয়োগ করে তাহা অবশ্য সহ্য করিতে হইবে ইহাই তিতিক্ষা।

২। যদি সাধকের ঐ ব্যক্তিকে কিছু বুঝাইবার থাকে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই চেষ্টা করা উচিৎ নহে। তাঁহার ক্রোধ শান্ত হইলে উপযুক্ত সময়ে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা উচিৎ।

প্রহ্লাদ চরিত্র হইতে শিক্ষা
সাধুগণের আচরণ হইতে শিক্ষা—

ভগবানের নিকট হইতে নিজের জন্য কিছু প্রার্থনা করা ভক্তের উচিৎ না। শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট প্রহ্লাদের উক্তি হইতে এই শিক্ষা আমরা পাই।

নান্যথা তেঽখিলগুরো ঘটেত করুণাত্মনঃ।
যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্ ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ—৭।১০।৪)

দ্বিতীয় পদের অর্থ—আপনার হইতে যে ব্যক্তি বিষয়াদি ভোগ প্রার্থনা করে, সে আপনার ভৃত্য নয়—সে বণিক।

বিবৃতি— ভগবান্ পূর্বে যখন প্রহ্লাদকে বর প্রার্থনা করিতে প্রলোভিত করিলেন তখন প্রহ্লাদ ভক্তের লক্ষণ ব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যে উপরোক্ত পাদটি বিবৃত করেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকার শেষাংশের অনুবাদ—

বণিক বলিতে ভগবানকে কিছু পত্র পুষ্প নৈবেদ্যাদি দিয়া, আপনার নিকট হস্তি,অশ্ব রথাদি সম্পত্তি অথবা ব্রহ্ম, ইন্দ্রাদি পদ পাইবার ইচ্ছা করে। প্রহ্লাদ পুনরায় স্বামী ভৃত্য লক্ষণ বর্ণনা করিতেছেন—

আশাসানো ন বৈ ভৃত্যঃ স্বামিন্যাশিষ আত্মনঃ।
ন স্বামী ভৃত্যতঃ স্বাম্যমিচ্ছন্ যো রাতি চাশিষঃ ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ-৭।১০।৫)

স্বামীর নিকট নিজ কল্যাণ কামীব্যক্তি ভৃত্য নহে এবং ভৃত্য হইতে স্বীয় প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষী ঐশ্বর্য্যদাতাও প্রভু নহেন।

অন্য আর একটি শিক্ষা—

প্রহ্লাদ নিজেকে দৈন্যবশতঃ প্রাকৃত বিষয়ে অভিলাষী বলিয়া মনে করিয়া শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—

যদি দাস্যসি মে কামান্ বরাং স্ত্বং বরদর্ষভ।
কামানাং হৃদ্যসংরোহং ভবতস্তু বৃণে বরম্॥

(শ্রীমদ্ভাঃ-৭।১০।৭)

হে বরদর্ষভ! অর্থাৎ বরদানকারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আপনি যদি আমাকে আমার অভীষ্ট বর দান করেন, তবে আমি আপনার নিকট হৃদয়ে বাসনার অনুৎপত্তিই প্রার্থনা করি।

বিবৃতি—প্রহ্লাদের বাল্য চরিত সম্বন্ধে শ্রীনারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট যাহা বর্ণনা করেন তাহাতে ইহা স্পষ্ট যে প্রহ্লাদের প্রকৃত কামনা বাসনা হৃদয়ে ছিল না, তিনি নিরন্তর ভগবৎ চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন, তবুও যে এই প্রার্থনা ইহা তাঁহার দীনতারই পরিচয়, সাধন ভজন বিহীন দীনগণের মধ্যে নিজেকে গণ্য করিয়াই এই প্রার্থনা।

ইহার ভিতর আর একটি ভাব অন্তর্নিহিত আছে। ভক্ত যেমন প্রাকৃত বৈষয়িক সুখ-কামনার অসংরোহের জন্য প্রার্থনা করে—তেমনি অপ্রাকৃত সেবা বাসনা সংরোহের জন্য তাঁহার সাধন, যেমন যেমন সাধনায় অগ্রসর হন, তেমন তেমন অপ্রাকৃত সেবা বাসনা উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পায়— তাহাই শ্রীল দাস গোস্বামিপাদের দুইটি শ্লোকে স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হইয়াছেন।

নত্ব তাং কৃপয়াবিষ্টাং দুষ্টোঽপি নিষ্ঠুরঃ শঠঃ।
জনোঽয়ং যাচতে দুঃখী রুদন্নুচ্চৈরিদং মুহুঃ ॥
তৎপদাম্ভোজযুগ্মৈক গতিঃ কাতরতাং গতঃ।
কৃত্বা নিজগণস্যান্তঃ কারুণ্যান্নিজসেবনে ॥
নিয়োজয়তু মাং সাক্ষাৎ সেয়ং বৃন্দাবনেশ্বরী।

বিশাখানন্দস্তোত্র—১২৮-১৩০

যদিও প্রহ্লাদের প্রার্থনায় ইহা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয় নাই, তথাপি ভক্ত আদর্শ প্রহ্লাদের অন্তরে দাস্য ভাবে সেবা বাসনার সংরোহও ছিল ইহা বুঝিতে হইবে।

॥ অষ্টম অধ্যায় ॥

সাধককে সাক্ষাৎভাবে উপদেশ—

বিধিমুখে সাধকগণকে শিক্ষা—

ভাগবত জীবন গঠন করিতে হইলে অন্তরে যে ভাব নিয়ত পোষণ করিতে হইবে এবং সেই অনুযায়ী নিজের দৈনন্দিন জীবনে আচরণ করিতে হইবে, তাহা ব্রহ্মা অতি কৌশলে ভগবানের নিকট স্তবরূপে সাধকের কল্যাণের জন্য নিবেদন করিয়াছেন।

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যে মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ—১০।১৪।৮)

হে প্রভো ! যে ব্যক্তি সুখ এবং দুঃখ আপনার কৃপোদ্ভূত এইরূপ জানিয়া স্বীয় প্রারব্ধ কর্ম্মফল অবিচলিত চিত্তে ভোগ করিয়া কায়মনোবাক্যে আপনার প্রতি নমস্কার জ্ঞাপন করিয়া জীবিত থাকেন, তিনিই মুক্তিপদে দায়ভাগ হইয়া থাকেন।

টীকা স্বামিপাদ— পূর্বোক্ত হেতু ভক্তিই অনুষ্ঠেয়। ইহাই বলিতেছেন। কি ভাবে ভক্তি করিতে হইবে? তত্তেঽনুকম্পাং সমীক্ষমাণ ইত্যাদি। হে প্রভো ! আপনার কৃপা কবে লাভ করিব। এই কৃপাকেই বহু আকাঙ্ক্ষিত বস্তু মনে করিয়া নিজের অর্জ্জিত কর্ম্মফল, অনাসক্ত হইয়া ভোগ করিয়াই অতিশয় তপাদি দ্বারা নিজেকে ক্লিশ্য না করিয়া যে জীবন ধারণ করে, সে মুক্তির দায় ভাক্ হয় (অধিকারী হয়)। সম্পত্তি লাভের দায় প্রাপ্তের ন্যায়, ভক্তের মুক্তি লাভ করিবার জন্য কেবল জীবন ধারণ ব্যতীত অন্য কোন সাধনের প্রয়োজনীয় নয়।

শ্রীল জীব গোস্বামিপাদের টীকার অনুবাদ—

আত্মনা কৃতম্ অর্থাৎ অর্জ্জন করা হইয়াছে, সে সোপার্জ্জিত সেই জন্য অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। এখানে সুখ বা দুখ বিচার নাই। বিপাকং অর্থাৎ বিবিধ কর্ম্মফল।

এই অধ্যায়ের ৫ম শ্লোক "পুরেহ ভূমন্" ইত্যাদি শ্লোক অনুসারে পূর্ব্বে বহু যোগীগণ আপনার কথা শ্রবণ, কীর্ত্তনাদিরূপ ভক্তিদ্বারা আপনাকে লাভ করিয়াছিলেন।

•••••••••কায়মনোবাক্যে অর্থাৎ বিশেষ আসক্তির সহিত প্রণাম এই ভাব। মুক্তিপদ— অর্থাৎ মুক্তি নামক পদ চরণারবিন্দ ১।১৮।১৬ শ্লোক- "যেনাপবর্গাখ্যমদভ্রবুদ্ধি"। হইতে বুঝা যায় অপবর্গ-মোক্ষ (ভক্তগণের ভগবানের পদ প্রাপ্তিই মোক্ষ)। ২।১০।১ অত্র সর্গ বিসর্গ ইত্যাদি শ্লোক

•••••••••যে মুক্তি তাহারও আশ্রয় দশম পদার্থ (আশ্রয় তত্ত্ব) । আর এক ভাবে লওয়া যায় মুক্তিও পদে যাহার, সেই আপনাকে লাভ করিবার দায় ভাগ অর্থাৎ পূর্ণ অধিকারী হয় । প্রাকৃত সংসারে যেরূপে পিতা ভাতৃগণের ভিতর সম্পত্তি বন্টন বিষয়ে দায়ত্ব হন সেই রূপ আপনিও আপনার চরণারবৃন্দ-লাভ করিবার দায়ত্ব রূপে বর্তমান থাকেন ; এই সাধনে বুদ্ধি বা পৌরুষাদির প্রয়োজন হয় না তাহা ব্যতীতই কেবলং জীবিত্বং অর্থ পুত্র যেমন জীবিত থাকিলেই পিতার সম্পত্তির অধিকারী হয় সেরূপ এখানে জীবিত বলিতে ভক্তি মার্গে স্থিতি বুঝিতে হইবে ।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদের টীকার সার মর্ম্ম—

আত্মকৃত বিপাক-সুখ ও দুঃখ, ভক্তিমার্গে অননুসংহিত ফল সুখ এবং অপরাধের ফল দুঃখ ভোগ করিতে করিতেই কালক্রমে প্রাপ্ত ঐ সুখ দুঃখকে ভগবৎ কৃপা ফল স্বরূপেই জানিবে । পিতা যেমন পুত্রকে সময়ে সময়ে দুগ্ধ এবং নিম্বরস কৃপাপূর্ব্বক পান করান, কখনও আলিঙ্গন কখনও চুম্বন করেন, আবার কখনও চপেটাঘাত করেন, সেইরূপ আমার হিতাহিত আমার প্রভুই জানেন, আমি তাঁহার ভক্ত আমার বিষয়ে কাল কর্ম্মাদির কোন অধিকার নাই । প্রভু কৃপা বিতরণে সুখ দুঃখ ভোগ করাইয়া থাকেন ।

পৃথু মহারাজ স্তব করিয়াছিলেন ভাঃ—৪।২০।৩১—"যথা-চরেদ ••••••" ইত্যাদি ।

যেরূপ পিতা নিজেই হিত চেষ্টা করেন, সেইরূপ আপনারও আমাদিগের ন্যায় অজ্ঞান ব্যক্তির মঙ্গল চিন্তা করা যোগ্য হইতেছে । এই ভাব লইয়া প্রত্যহ ভগবানকে কায়মনাবোক্যে নমস্কার করিয়া অতি মাত্রা ক্লেশ স্বীকার না করিয়া যিনি জীবন ধারণ করেন, তিনিই মুক্তি এবং পদ অর্থাৎ সংসার মুক্তি এবং ভগবদ্ চরণে সেবাও প্রাপ্ত হন এখানে সংসার মুক্তি আনুসঙ্গিক, মুখ্য ফল সেবা এই দুইয়েরই অধিকারী হন ।

প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ ।
স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্ ॥
(শ্রীমদ্ভাঃ—৩।২৫।২০)

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে স্ত্রী পুত্রাদিতে আসক্তিই জীবের দৃঢ় বন্ধন স্বরূপ, আবার সেই আসক্তিই যদি সাধুগণের প্রতি কৃত হয়, তাহা হইলে উহা বৈরাগ্য উৎপাদন এবং ভাগবত প্রীতি, সেই আসক্তিই নিরাবরণ মোক্ষের দ্বার স্বরূপ হইয়া থাকে ।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকা— সাধু সঙ্গই ভক্তির মূল কারণ । মোক্ষর দ্বার স্বরূপ ঐকান্তিক ভক্তদিগের মোক্ষের পৃথক সাধনের প্রয়োজন নাই। ইহাই ভক্তির অননুসংহতি ফল রূপেই হইয়া থাকে ।

শ্রীমদ্ভাঃ— ১১।১০।৬-৭ শ্লোকে শ্রীভগবান উদ্ধবকে বর্ণাশ্রম আচরণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, যদিও ইহা সন্ন্যাস আশ্রমকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন তাহা হইলেও সাধকের সকল অবস্থায় ইহা প্রযোজ্য ।

অমান্যমৎসরো দক্ষো নির্ম্মমো দৃঢ় সৌহৃদঃ ।
অসত্বরোঽর্থজিজ্ঞাসুরনসূয়ুরমোঘবাক্ ॥
জায়াপত্য গৃহক্ষেত্র-স্বজনদ্রবিণাদিষু ।
উদাসীনঃ সমং পশ্যন্ সর্বেবম্বর্থমিবাত্মনঃ ॥
(শ্রীমদ্ভাঃ—১১।১০।৬-৭)

গুরুসেবক নিরভিমান, পরের উৎকর্ষ সহনশীল অনলস, বিষয়ে মমতা রহিত, গুরুর প্রতি দৃঢ় প্রীতি যুক্ত অব্যগ্র,জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী, অসূয়া বিহীন এবং বৃথালাপ হইতে নিবৃত্ত হইবেন । সর্বত্র সম প্রয়োজনদর্শী হইয়া জায়া, পুত্র, গৃহ ক্ষেত্র, স্বজন এবং ধনাদি বিষয়ে উদাসীন হইবেন ।

শ্রীপ্রহ্লাদ অসুর বালকগণকে উপদেশরূপে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্লোকে

বলিয়াছেন, তাহা ভাগবত জীবন গঠন প্রয়াসী সকল সাধকের পক্ষেই প্রযোজ্য ।

ভাগবত ধর্ম্ম কৌমার হইতে আচরণীয় ।

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্ ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ—৭।৬।১)

প্রাজ্ঞব্যক্তি মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া কৌমার বয়সেই ভাগবত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন । কারণ সংসারে মনুষ্য জন্ম অতি দুর্লভ, তাহাতেই আবার অনিত্য । কিন্তু তথাপি এই মনুষ্য জন্ম অর্থদম্ অর্থাৎ পুরুষার্থপ্রদ।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদ— অর্থদং কথার অর্থ টীকাতে লিখিয়াছেন মুহূর্ত্ত মাত্র ব্যাপি••••••ভক্তি অঙ্গ যাজনে খট্টাঙ্গ প্রভৃতির সিদ্ধিলাভ হইয়াছিল। ভাগবত ধর্ম্ম আচরণে শ্রীবিষ্ণুর পাদ সেবনই একান্ত কর্তব্য ।

ভাগবতধর্ম্ম কি প্রকারে আচরণ করিত হইবে ইহার উত্তরে প্রহ্লাদ বলিতেছেন—

যথা হি পুরুষস্যেহ বিষ্ণোঃ পাদোপসর্পণম্ ।
যদেষ সর্ব্বভূতানাং প্রিয় আত্মেশ্বরঃ সুহৃৎ ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ -৭।৬।২)

এই মনুষ্য জন্মে শ্রীবিষ্ণুর পাদ সেবনই কর্তব্য যেহেতু বিষ্ণুই সর্ব্বভূতের প্রিয়, আত্মা, ঈশ্বর ও সুহৃদ ।

মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া সুখের জন্য প্রয়াসের প্রয়োজন নাই ।

সুখমৈন্দ্রিয়কং দৈত্যা দেহযোগেন দেহিনাম্ ।
সর্ব্বত্র লভ্যতে দৈবাদ্ যথা দুঃখমযত্নতঃ ॥

(শ্রীমদ্ভা:- ৭।৬।৩)

হে দৈত্যবালকগণ, দেহযোগবশতঃ ইন্দ্রিয়বিষয় সংযোগ জন্য যে সুখ, তাহা পূর্ব্বাদৃষ্ট অনুসারে যত্ন ব্যতীতই দুঃখের ন্যায় লাভ হইয়া থাকে। মনুষ্য ব্যতীত পশ্বাদিতেও এই রূপ লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকা— মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া সুখ ভোগার্থ উদ্যমের প্রয়োজন নাই দেহযোগেন—বলিতে সুখ দুঃখ দেহেরই ধর্ম্ম-ইহাই বুঝিতে হইবে।

নিষেধ মুখে ভক্তের কর্ত্তব্য উপদেশ

যতি ধর্ম্ম নির্দেশ প্রসঙ্গে শ্রীনারদ মহারাজ যুধিষ্ঠীরকে এই দুইটি শ্লোক বলেন—

নাসচ্ছাস্ত্রেষু সজ্জেত নোপজীবেত জীবিকাম্।
বাদবাদাং স্ত্যজেৎ তর্কান্ পক্ষং কঞ্চ ন সংশ্রয়েৎ ॥
ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান নৈবাভ্যসেদ্বহূন্।
ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ—৭।১৩।৭-৮)

অনাত্ম-শাস্ত্রে (নাটকাদি) আসক্ত হইবে না,শাস্ত্রের দ্বারা জীবিকা সম্পাদন করিবে না। জল্পদিনিষ্ঠ তর্ক পরিত্যাগ করিবে এবং কোন পক্ষই আশ্রয় করিবে না। প্রলোভনাদির দ্বারা বহুশিষ্য সংগ্রহ বহু শাস্ত্রাভ্যাস, গ্রন্থ ব্যাখ্যার দ্বারা উপজীবিকা কল্পন এবং মঠাদি নির্ম্মাণ করিবে না। শ্রীমদ্ভাঃ—৭।১৩।৩১ এবং ৩৩ শ্লোকে প্রহ্লাদ ও অজগর বৃত্তি, মুনি বিষয়ক পুরাতন ইতিহাস প্রসঙ্গে শ্রীনারদের বর্ণনা।

অধ্যাত্মিকাদিভির্দুঃখৈরবিমুক্তস্য কর্হিচিৎ।
মর্ত্তস্য কৃচ্ছ্রোপনতৈরর্থৈঃ কামৈঃ ক্রিয়েত কিম্ ॥

শ্রীমদ্ভাঃ—৭।১৩।৩১

সর্বদাই অধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপ কর্তৃক অপরিত্যক্ত মরণধর্ম্মী জীবের দুঃখ প্রাপ্ত অর্থ ও কামদ্বারা কি পরিমাণ সুখ হইতে পারে ?

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকা— এখানে এই মর্ত্তস্য কথাটির উপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। যদি বলা যায়, কেন অর্থ ও কামই মানুষের পুরুষার্থ তাহাতে সুখ হইবে না কেন ? তাহাতেই বলিতেছেন অর্থ অর্জনে যদিও কাম চরিতার্থ হয় তাহাতেও মানুষ মরণ ধর্ম্মশীল বলিয়া সেই ফল দীর্ঘকাল ভোগ করতে পারে না কেবল সুখ দুরের কথা, দু:খের সহিত ভোগই অনেক সময় সম্ভব হয় না, কারণ অকস্মাৎ অভাবনীয় ভাবে মৃত্যু আসিয়া গ্রাস করে।

রাজতশ্চোরতঃ শত্রোঃ স্বজনাৎ পশুপক্ষিতঃ।
অর্থিভ্য: কালতঃ স্বস্মান্নিত্যং প্রাণার্থবদ্ভয়ম্ ॥

(শ্রীমদ্ভা: ৭।১৩।৩৩)

রাজা, চোর, শত্রু, স্বজন, পশুপক্ষী, প্রার্থী,প্রাণধারী, কাল এবং অর্থবান দিগের আপনা হইতে ভয় সদা বর্তমান থাকে।

শোকমোহ-ভয়ক্রোধ-রাগক্লৈব্যশ্রমাদয়ঃ।
যন্মূলাঃ স্যুর্নৃণাং জহ্যাৎ স্পৃহাং প্রাণার্থয়োর্বুধঃ ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ-৭।১৩।৩৪)

বিবেকীগণ মনুষ্যাদিগের শোক, মোহ, ভয়,ক্রোধ রাগ দৈন্য ও শ্রম প্রভৃতির মূলীভূত প্রাণ ও অর্থের স্পৃহা ত্যাগ করিবে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকা—

প্রাণার্থয়োঃ অর্থাৎ শারীরিক বলাধিক্য এবং অধিক ধনাদির জন্য চেষ্টা অনুচিৎ স্বল্প বলের দ্বারা এবং স্বল্প ধনের দ্বারা পরমার্থিক কৃত্য সিদ্ধ হয়।

নারী সঙ্গ এবং ভাগবত জীবন

নারী সঙ্গ ভাগবত জীবন গঠনের বিশেষ ভাবে অন্তরায় বলিয়া ইহা সর্ব্ববতোভাবে ত্যজ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে বিভিন্নস্থানে প্রসঙ্গটি উল্লিখিত হইয়াছে—
ইহা বিশেষ ভাবে চিন্তনীয় এবং বর্জ্জনীয় বলিয়া কপিলদেব তাঁহার মাতা দেবহুতিকে নিমিত্ত করিয়া সাধকের উদ্দেশ্যে সতর্ক বাণী কয়েকটি শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন—

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্য প্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্‌যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ- ৩।৩১।৩৫)

স্ত্রী ও স্ত্রী-সঙ্গী ব্যক্তির সংসর্গে জীবের যেরূপ মোহ ও বন্ধন উপস্থিত হয়, অন্য কোন বস্তুর সংসর্গদ্বারা সেইরূপ হয় না।

প্রজাপতিঃ স্বাং দুহিতরং দৃষ্ট্বা তদ্রূপধর্ষিতঃ।
রোহিদ্ভূতাং সোহন্বধাবদৃক্ষরূপী হতত্রপঃ॥

(শ্রীমদ্ভাঃ- ৩।৩১।৩৬)

স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা পর্যন্ত নিজের দুহিতাকে দর্শন করিয়া তাঁহার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এমন কি ভয়ে মৃগীরূপধারিণী নিজ কন্যার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ব্রহ্মা নির্লজ্জের ন্যায় মৃগরূপ ধারণ পূর্বক ধাবমান হইয়াছিলেন।

রোহিদ্ভূতাং—মৃগীরূপাং

তৎ সৃষ্টসৃষ্টসৃষ্টেষু কোন্বখণ্ডিতধীঃ পুমান্।
ঋষিং নারায়ণমৃতে যোষিন্ময্যেহমায়য়া॥

(শ্রীমদ্ভা:-৩।৩১।৩৭)

অতএব কামিনীর রূপ দর্শনে ব্রহ্মার পর্যন্ত যখন মোহ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তৎসৃষ্ট মরিচাদি তাহাদের সৃষ্ট কশ্যপাদি, কশ্যপাদি সৃষ্ট দেব মনুষ্যাদি কিরূপে স্ত্রী ও স্ত্রী-সঙ্গীগণের সংসর্গে অবিচলিত থাকিতে পারিবেন ? এক নারায়ণ ঋষি ভিন্ন এমন কোন পুরুষ আছেন যিনি প্রমদারূপিণী মায়ায় বিমুগ্ধ না হইয়া স্থির থাকিতে পারেন ? কপিলদেব তাঁহার মাতাকে এত কথা বলিয়াও স্ত্রীরূপী মায়ার অসাধারণ প্রভাব যেন সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হয় নাই মনে করিয়া পুনর্বার বলিতেছেন—

বলং মে পশ্য মায়ায়াঃ স্ত্রীময্যা জয়িনো দিশাম্ ।
যা করোতি পাদাক্রান্তান্ ভ্রূবিজৃম্ভেণ কেবলম্ ॥

শ্রীমদ্ভাঃ-৩।৩১।৩৮

মাতঃ ! আমার স্ত্রী-রূপিণী মায়ার প্রভাব দেখুন, এই প্রমদা রূপিণী মায়া একটি মাত্র ভ্রূভঙ্গে দিগ্বিজয়ী বীরগণকেও পর্য্যন্ত পদাবনত করিয়া থাকে। এইজন্য শ্রীকপিলদেব সাধকবৃন্দকে বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দিতেছেন।

সঙ্গং ন কুর্যাৎ প্রমদাসু জাতু যোগস্যপারং পরমারুরুক্ষুঃ ।
মৎসেবয়া প্রতিলব্ধাত্মলাভো বদন্তি যা নিরয়দ্বারমস্য ॥

শ্রীমদ্ভাঃ-৩।৩১।৩৯

যিনি যোগের পরপারে গমন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি কখনই কামিনীর সঙ্গ করিবেন না। কারণ যোগীগণ বলেন যে কামিনীকুল মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের পক্ষে নরকের দ্বার স্বরূপ।

শ্রীজীব টীকা— প্রমদাসু স্বীয়াস্বপি।

শ্রীচক্রবর্ত্তী পাদ টীকা— প্রমদাসু স্বীয়াস্বপি সঙ্গং আসক্তিং ন কুর্য্যাৎ।

শ্রীকপিলদেব এই প্রসঙ্গ উপসংহারে নিম্নলিখিত শ্লোকটি মাতাকে বলিলেন—

যোপযাতি শনৈর্মায়া ঘোষিদ্দেব বিনির্ম্মিতা।
তামীক্ষেতাত্মনো মৃত্যুং তৃণৈঃ কূপমিবাবৃতম্ ॥

শ্রীমদ্ভাঃ-৩।৩১।৪০

দেব-নির্ম্মিতা যোষিৎরূপিণী মায়া শুশ্রূষাদি ছলে ধীরে ধীরে পুরুষের নিকট আগমন করে, কিন্তু বুদ্ধিমান পুরুষ তৃণাচ্ছাদিত কুপের ন্যায় তাহাকে নিজের মৃত্যুস্বরূপ বলিয়া অবলোকন করিবেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকার অনুবাদ— ভগবান্ কর্ত্তৃক সৃষ্ট স্ত্রী-রূপী মায়া কোন পুরুষকে বিরক্ত দেখিয়া নিজের নিষ্কামতার ছলে, শুশ্রূষাদির ছলে সেই পুরুষের নিকট আগমন করিলেও তাহাকে অনর্থকারী বলিয়া জানিতে হইবে।

তৃণাচ্ছাদিত কূপ বলে না, আমি এখানে আছি আমাতে পতিত হউক। এই ভাবনা না থাকিলেও কখনও পুরুষের পাশে আসিলেও সর্বত্র উদাসীন হইলেও ভক্তি জ্ঞান বৈরগ্যাদি মতী, অথবা উন্মাদ বশতঃ অচেতনা, অথবা নিদ্রিতা এমন কি মৃত হইলেও স্ত্রী সর্ব্বথাই দূরে পরিত্যজ্য। মায়া জ্ঞানবানদেরও মনকে আকর্ষণ করে। সেই জন্য যযাতি সকলকেই বিশেষতঃ সাধকগণকে সাবধান করিতেছেন।

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥

শ্রীমদ্ভাঃ—৯।১৯।১৭

মাতা, ভগিনী ও কন্যার সহিত একাসনে উপবেশন করা উচিত নহে, যেহেতু বলবান্ ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে।

চঞ্চল মন কিভাবে সাধককে বিপথে আকর্ষণ করে এবং সেইজন্য এই মনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা কোন রকমেই উচিত নয়। এই প্রসঙ্গটি ঋষভদেবের দেহত্যাগ প্রসঙ্গে শ্রীপরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর শুকদেব বলিয়াছেন—

ন কুর্য্যাৎ কর্হিচিৎ সখ্যং মনসি হ্যনবস্থিতে।
যদ্বিশ্রম্ভাচ্চিরচ্চীর্ণং চস্কন্দ তপ ঐশ্বরম্॥

শ্রীমদ্ভাঃ—৫।৬।৩

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, মনের চাঞ্চল্য থাকিলে সেই মনকে বিশ্বাস করিয়া কাহার ও সহিত মিত্রতা করিবে না, কখনও সখ্যতা স্থাপন করিবে না। অর্থাৎ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই বিষ্ণুর মোহিনীরূপ অবতারে রূপাদি দর্শন ফলে মহাদেব কাম কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং সৌভরি প্রভৃতি অন্যান্য সমর্থ ব্যক্তিগণের ও বহু কালের তপস্যা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

নিত্যং দদাতি কামস্য ছিদ্রং তমনু যেঽরয়ঃ।
যোগিনঃ কৃতমৈত্রস্য পত্যুর্জায়েব পুংশ্চলী॥

শ্রীমদ্ভাঃ—৫।৬।৪

অসতী ভার্য্যা যেমন জার অর্থাৎ উপপতিদিগকে সুযোগ দিয়া নিজ স্বামীর প্রাণ বিনাশ করায়, মনের প্রতি বিশ্বস্ত যোগীর অসৎ মনও সেইরূপ সর্ব্বদা কামের পশ্চাতে কামানুচর ক্রোধাদিকেও অবসর প্রদান করিয়া যোগিদিগকে যোগ ভ্রষ্ট করায়।

বিশেষ বিশেষ খ্যাতনামা পুরুষগণের অভিজ্ঞতা হইতে সাধকগণের শিক্ষা—

মহাকীর্ত্তি সম্রাট পুরূরবা শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ বলিয়াছেন—

কিং বিদ্যয়া কিং তপসা কিং ত্যাগেন শ্রুতেন বা।
কিং বিবিক্তেন মৌনেন স্ত্রীভির্যস্য মনোহৃতম্ ॥

শ্রীমদ্ভাঃ-১১।২৬।১২

যাহার মন স্ত্রীজন কর্তৃক অপহৃত হইয়াছে তাঁহার বিদ্যা, তপস্যা, সন্ন্যাস, শাস্ত্র শ্রবণ, নির্জন-স্থান-সেবা অথবা মৌনদ্বারা কি ফল লাভ হয়।

তস্মিন্ কলেবরেঽমেধ্যে তুচ্ছনিষ্ঠে বিষজ্জতে।
অহো সুভদ্রং সুনসং সুস্মিতঞ্চ মুখং স্ত্রিয়ঃ ॥
ত্বঙ্মাংসরুধিরস্নায়ুমেদোমজ্জাস্থিসংহতৌ।
বিণ্মূত্রপূয়ে রমতাং কৃমীণাং কিয়দন্তরম্ ॥

শ্রীমদ্ভাঃ-১১।২৬।২০-২১

যাহারা ত্বক্ মাংস-রুধির-স্নায়ুমেদ মজ্জা অস্থি প্রভৃতির সমষ্টিভূত, বিষ্টা মূত্র পরিপূর্ণ এ দেহে "অহো এই রমনীর মুখ অতীব সুরম্য, নাসিকা অতি সুন্দর, হাস্য অতি মনোরম ইত্যাদি কল্পনা করিয়া আসক্ত হইয়া থাকে— তাদৃশ পুরুষগণ এবং কৃমিগণের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

অথাপি নোপসজ্জেত স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চার্থবিৎ।
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগান্মনঃ ক্ষুভ্যতি নান্যথা ॥

শ্রীমদ্ভাঃ-১১।২৬।২২

বিবেকী পুরুষ এই সকল বিচার করিয়া স্ত্রী অথবা স্ত্রৈণ জনগণের সহিত কোন রূপেই সঙ্গ করিবেন না। যেহেতু বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের সংযোগেই মন চঞ্চল হইয়া থাকে অন্যথা চঞ্চল হয় না।

তস্মাৎ সঙ্গো ন কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চেন্দ্রিয়ৈঃ।
বিদুষাং চাপ্যবিস্রব্ধ ষড়্বর্গঃ কিমু মাদৃশাম্ ॥

শ্রীমদ্ভাঃ-১১।২৬।২৪

অতএব স্ত্রী বা স্ত্রৈণ পুরুষগণের সম্বন্ধে কোন রূপ ইন্দ্রিয় সংসর্গ কর্তব্য নহে, যেহেতু কামাদিষড়বর্গ পণ্ডিত গণেরও বিশ্বাসযাগ্যে নহে। তখন মাদৃশ (পুরুরবা) অজ্ঞজনের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি ?

শ্রীজীব গোস্বামিপাদের টীকা (ক্রমসন্দর্ভে)— ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে শ্রোত্র অথবা নেত্র, জিহ্বা, ত্বক্, নাসিকা প্রভৃতির মধ্যে একটির সহিতও নারীসঙ্গ কর্তব্য নহে।

শ্রীনারদ ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বর্জ্জয়েৎ প্রমদাগাথামগৃহস্থো বৃহদ্‌ব্রতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্ত্যপি যতের্মনঃ ॥

শ্রীমদ্ভাঃ—৭।১২।৭

বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী, অগৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, স্ত্রীদিগের সহিত কথোপকথন পরিত্যাগ করিবে, যেহেতু বলশালী ইন্দ্রিয়গণ সংযত চিত্ত যতিদিগেরও মন হরণ করে।

নম্বগ্নিঃ প্রমদা নাম ঘৃতকুম্ভসমঃ পুমান্।
সুতামপি রহো জহ্যাদন্যদা যাবদর্থকৃৎ ॥

শ্রীমদ্ভাঃ—৭।১২।৯

নিশ্চিতই যুবতী স্ত্রী অগ্নির সমান এবং পুরুষ ঘৃত কুম্ভ তুল্য, সুতরাং স্বীয় কন্যার সহিতও নির্জ্জনে অবস্থান করিবে না, অনির্জ্জন স্থানে অন্য সময়ে যাবৎ প্রয়োজন অবস্থিতি করিবে।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে লক্ষ্য কয়িয়া উপদেশ দিয়াছেন—

স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরত আত্মবান্।
ক্ষেমে বিবিক্ত আসীনশ্চিন্তয়েন্মামতন্দ্রিতঃ ॥

শ্রীমদ্ভাঃ—১১।১৪।২৯

বিবেকী ব্যক্তি স্ত্রীগণের ও স্ত্রী-সঙ্গীগণের সঙ্গ দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া সুখে নির্জনে উপবিষ্ট ও অনলস হইয়া সাবধানে আমার (শ্রীভগবানের) চিন্তা করিবেন।

স্ত্রীণাং নিরীক্ষণস্পর্শ-সংলাপক্ষ্বেলনাদিকম্।
প্রাণিনো মিথুনীভূতানগৃহস্থোঽগ্রতস্ত্যজেৎ ॥

শ্রীমদ্ভাঃ—১১।১৭।৩৩

গৃহস্থ ব্যতীত অন্য সকলে সর্বপ্রথমে স্ত্রীলোকের প্রতি নিরীক্ষন, স্পর্শন, সম্ভাষণ, ও পরিহাস, পরিত্যাগ করিবেন, মৈথুনরত প্রাণিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন না।

শ্রীল চক্রবর্তিপাদের টীকা— অগৃহস্থ বলিতে ব্রহ্মচারী, বাণপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী বুঝায়।

দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ং দেবমায়াং তদ্ভাবৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রলোভিতঃ পতত্যন্ধে তমস্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ ॥

শ্রীমদ্ভাঃ—১১।৮।৮

অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ দেবমায়ারচিত স্ত্রীজন দর্শনে তদীয় বিলাস চেষ্টায় প্রলোভিত হইয়া অগ্নিমুখে প্রধাবিত পতঙ্গের ন্যায় নরকে পতিত হইয়া কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে।

শ্রীকশ্যপ নিজপত্নী দিতিকে উপলক্ষ্য করিয়া মানবকে শিক্ষা দিয়াছেন—

শরৎপদ্মোৎসবং বক্ত্রং বচশ্চ শ্রবণামৃতম্।
হৃদয়ং ক্ষুরধারাভং স্ত্রীণাং কো বেদ চেষ্টিতম্ ॥

শ্রীমদ্ভাঃ—৬।১৮।৪১

স্ত্রীলোকের বদন শরৎকালীন পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল, বাক্য শ্রবণের

প্রীতিদায়ক, কিন্তু হৃদয় ক্ষুরধারা তুল্য অতীব তীক্ষ্ণতর। অতএব তাহাদের কার্য্যকলাপ কে বুঝিতে সমর্থ হয়।

ন হি কশ্চিৎ প্রিয়ঃ স্ত্রীণামঞ্জসা স্বাশিষাত্মনাম্।
পতিং পুত্রং ভ্রাতরং বা ঘ্নন্ত্যর্থে ঘাতয়ন্তি চ॥

শ্রীমদ্ভাঃ—৬।১৮।৪২

নিজের অভীষ্ট লাভের উদ্দেশে স্ত্রীগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়তমারূপে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহাদের প্রিয় কেহ নাই। স্বার্থের জন্য তাঁহারা পতি, পুত্র অথবা ভ্রাতার প্রাণ নাশ করে এবং অপরের দ্বারা করাইয়া থাকে।

স্ত্রীলোকের সঙ্গ সাধকের ভজনের পথে একান্ত অন্তরায় ইহা বুঝাইবার জন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থে উল্লেখিত হইয়াছে—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥

শ্রীচৈঃ চন্দ্রোঃ নাঃ ৮।২৭

হায়, ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইবার যাহাদের ইচ্ছা, এরূপ ভগবদ্ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তির পক্ষে বিষয়ী ও স্ত্রী-সন্দর্শন বিষভক্ষণ অপেক্ষা ও অসাধু।

আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি।
যথাহের্মনসঃ ক্ষোভস্তথা তস্যাকৃতেরপি॥

শ্রীচৈঃ চন্দ্রোঃ নাঃ ৮।২৮

যেরূপ সর্প ও তাহার আকৃতি দেখলে মনের ক্ষোভ জন্মে, সেইরূপ স্ত্রীলোক ও বিষয়ীর আকার দেখিলেও ভয় হইয়া থাকে।

"নৈব প্রেক্ষ্য মুখং স্ত্রিয়া বিষয়িণঃ সম্ভাষ্য নৈব ক্বচিৎ"—

বৃন্দাঃ মঃ—১০।৪১

স্ত্রীজাতির মুখাবলোকন না করিয়া, কখনও বিষয়ী লোকের সহিত বাক্যালাপ না করিয়া ইত্যাদি এক্ষণে মহদনুভব, যাহা সাধকের পক্ষে স্ত্রীসঙ্গ ভজনের প্রতিকূল, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে—

স্ত্রীগণের মধ্যে অনেকে মাতৃতুল্যা ব্যক্তি আছেন। মাতৃতুল্যা ব্যক্তিগণের নিকট হইতেও সাধকগণ দূরে থাকিবেন। ভক্তিমতী মনে করিয়া স্ত্রীলোকের নিকট যাতায়াতও ক্ষতিকর। নিজ পার্ষদ শ্রীছোট হরিদাসের প্রতি দণ্ডলীলাদ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু মাতৃতুল্যা, বৃদ্ধা, তপস্বিনী, পরমা ভক্তিমতী, প্রকৃতির নিকটও— এমনকি তাঁহার সাক্ষাৎ সেবার জন্যও বৈরাগীর যাওয়া উচিত নহে, এরূপ কঠোর আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, ভক্তিমতীর সঙ্গ অন্যান্য স্ত্রীলোক করিতে পারেন। ভক্তিমতীর সঙ্গ না করিলে পুরুষের ভগবানের ভক্তির উদয়ে কিছু বাধা হইবে না। আত্মাতে স্ত্রীপুরুষ ভেদ নাই সত্য, কিন্তু **ভাব ভূমিকায় আরূঢ়** না হওয়া পর্য্যন্ত, সেই অনুভব হয় না। এই জন্য মহাপ্রভু নানা আদর্শের দ্বারা জীবকে সতর্ক করিয়াছেন। শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী—ইহারা নিত্যসিদ্ধা স্বরূপশক্তি, তটস্থাশক্তি নহেন। তথাপি তাঁহারাও জীবশিক্ষার্থ সতর্কতার সহিত ব্যবহার করিয়াছেন। খেতুরী মহোৎসবে শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী পৃথকভাবে ছিলেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী সর্বদা নিজের ভজনেই অভিনিবিষ্ট থাকিতেন।

উপদেশাবলীর উপসংহার

এই গ্রন্থটি পাঠান্তে পাঠকের মনে এই ধারণা হইতে পারে যে শ্রীমদ্ভাগবত একটি লীলা গ্রন্থ নয়, একটি উপদেশময়ী গ্রন্থ এ ধারণা ঠিক নয়। মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত একটি প্রাধানিক ভাবে লীলা গ্রন্থই। কিন্তু যে চিত্তবৃত্তি লইয়া

এই লীলা গ্রন্থ শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ এবং আস্বাদন করা যাইতে পারে, সেই চিত্ত বৃত্তি ঠিক মত গঠন করিবার জন্য শ্রীশুকদেব গোস্বামী আদ্যোপান্ত বিভিন্ন লীলার মধ্যে মধ্যে যে সকল উপদেশাবলী সাধক জগতের কল্যাণের জন্য উল্লেখিত করিয়াছেন, এবং ভগবান্ উদ্ধবকে একাদশ স্কন্ধে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন তাহাই সম্যক্ রূপে উপলব্ধি করিয়া সেই মত আচরণ করিবার প্রয়াসের উদ্দেশ্যেই–এই গ্রন্থটি সংকলিত হইয়াছে।

॥ নবম অধ্যায় ॥

ভাগবত জীবনে

উদ্ধব গীতার শিক্ষা এবং উপদেশাবলী

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার লীলা সংবরণ করিবার পূর্বে তাঁহার প্রিয় সখা, তাঁহার মন্ত্রী উদ্ধবকে বিশেষ বিস্তৃত ভাবে কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ সম্বন্ধে জ্ঞান এবং উপদেশ দিয়া গেলেন। উদ্ধব তাঁহার নিত্য সিদ্ধ পরিকর, তাহাকে এই সকল জ্ঞান উপদেশের প্রয়োজন কিছু মাত্র ছিল না, তবুও শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ৬ অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া ২৯ অধ্যায় পর্যন্ত উদ্ধবের প্রশ্নের পর প্রশ্ন এবং ভগবানের উত্তরের পর উত্তর দ্বারা এই গীতা ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীশুকদেব উদ্ধবের পরিচয় আমাদের নিকট দিয়াছেন—শ্রীমদ্ভাঃ ১০।৪৬।১ শ্লোকে।

বৃষ্ণীনাং প্রবরো মন্ত্রী কৃষ্ণস্য দয়িতঃ সখা।
শিষ্যো বৃহস্পতেঃ সাক্ষাদুদ্ধবো বুদ্ধিসত্তমঃ ॥

এ হেন উদ্ধবের মুখ হইতে শোক মোহ জনিত প্রশ্ন করাইলেন এবং ভগবান্ সেই সকল প্রশ্নের বিস্তৃত ভাবে উত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান্

নিজ শক্তি দ্বারা উদ্ধবের অন্তরে শোক,মোহ উৎপাদন করাইলে ইহাই শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদ ১১।২৯।২৯ শ্লোকে টীকায় ব্যক্ত করিয়াছেন—

নিত্যসিদ্ধস্য নিস্ত্রৈগুণ্যস্যাপি উদ্ধবস্য জ্ঞানাদি গ্রহণার্থং স্বশক্ত্যৈব মোহ উৎপাদ্য পুনস্তং নিরাকৃত্য লীলয়া পৃচ্ছতি।

অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ নিস্ত্রৈগুণ উদ্ধবের জ্ঞানাদি গ্রহণ করিবার জন্য ভগবান্ নিজ শক্তি দ্বারা মোহ উৎপাদন করিয়া জ্ঞান উপদেশের দ্বারা তাহা নিরাকৃত করিয়া ভঙ্গিচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন- হে উদ্ধব ! তোমার মানসিক শোক মোহ দূরীভূত হইয়াছে কি ? ভগবান্ এমনভাবে লীলা করেছেন যে উদ্ধবকে ভুলাইয়া দিলেন যে তিনি তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পরিকর, উদ্ধবের অন্তরে সাধারণ প্রাকৃত জীবের মনোভাব জাগাইলেন, প্রাকৃত জগতের সংসার সমুদ্র মজ্জমান জীবগণের শোক মোহ জনিত দুঃখ এবং তাহা হইতে উদ্ধার হইবার প্রচেষ্টায় যে সব সমস্যা আসিতে পারে সেই সকল সমস্যা প্রশ্নাকারে উদ্ধবের অন্তরে জাগাইয়া দিয়া উত্তর ছলে সমাধান করিলেন, উদ্ধবের শোক মোহ কি তাঁহার উত্তর দিয়াছেন শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদ তাঁহার ভাঃ ১১।২৯।৩৭ শ্লোকের টীকায়, যখন ভগবানকে উদ্ধবজী বলিলেন-"হে অজ! আমি ইতিপূর্ব্বে মহান্ধকার আশ্রয় করিয়াছিলাম, আপনার সান্নিধ্য নিবন্ধন সম্প্রতি তাহা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়াছে"।

শ্রীল চক্রবর্ত্তীপাদের টীকায় উদ্ধবের মোহ—

সর্ব্ব যাদবগণ বিরাজিত আমার প্রভুর সহিত দ্বারকা পরিচ্ছিন্নের ন্যায় সম্প্রতি নশ্বর—ইহা যে আমি স্থির করিয়াছিলাম সেই মোহ আপনার উপদেশের দ্বারা দূরীকৃত হইয়াছে।

এই টীকার শেষে শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদ শ্রীমদ্ভাঃ তৃতীয় স্কন্ধে ৪র্থ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে "ইত্যাবেদিত হার্দ্দায় ইত্যাদি" উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই শ্লোকের

টীকায় তিনি লিখিয়াছেন, আত্মন (ভগবান্) নিজের স্থিতিং অর্থাৎ ব্যবস্থিতি এবং লীলার মর্য্যদা দ্বারকাদি ধামে নিত্য নিবাস এই সকল বিষয় উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন। চতুশ্লোকী ভাগবত অনুসারে শ্রীশুকদেব ইহা প্রকাশ করেন নাই এমন কি উদ্ধবও, বিদূর প্রভৃতি আর কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। এই ভগবানের মনের আশয় এবং লীলার মর্য্যদা অর্থাৎ ন্যায় সঙ্গতত্ত্ব শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদ শ্রীমদ্ভাঃ ১১।৬।৩৫ শ্লোকের টীকায় আমাদের দান করিতেছেন।

ন বস্তব্যমিহাস্মাভির্জিজীবিষুভিরার্য্যকাঃ।
প্রভাসং সুমহৎ পুণ্যং যাস্যামোঽদ্যৈব মা চিরম্॥

শ্রীমদ্ভাঃ-১১।৬।৩৫

ভগবান্ গুঢ় অভিপ্রায়ে মায়িক মৌষল লীলা সম্পাদনের নিমিত্ত দ্বারকাবাসী যাদবগণের উদ্দেশ্যে বলিতেছেন, যদুগণ সম্প্রতি এই দ্বারকা পুরীতে সর্বত্র নানা প্রকার উৎপাৎ হইতেছে। বিশেষতঃ আমাদের বংশের প্রতি ব্রহ্মশাপও উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব আমাদের জীবন রক্ষার অভিলাষ থাকিলে এখানে আর আমাদের থাকা উচিৎ নয়। আমরা অদ্যই পরম পবিত্র প্রভাসতীর্থে গমন করিব।

এই শেষের শ্লোকে চক্রবর্ত্তী পাদের টীকার অনুবাদ—

আমরা প্রভাসে যাইব অথচ আমার নিত্য পরিকরের সহিত দ্বারকা সর্বদা অবিনশ্বর থাকুক। সেই পরিকরগণের মধ্যে যে সকল স্বর্গবাসী দেবগণ অলক্ষিতে যাদবরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছে, সেই পরিকরগণ হইতে তাহাদের যোগবলে পৃথক্‌রূপে বাহির করিয়া প্রভাসে লইয়া সেই সেই স্থানে তাহাদিগকে মায়ার দ্বারা মৌষল সংগ্রাম করাইয়া তাহাদিগকে স্বর্গে পাঠাইয়া বৈকুণ্ঠ সুতাদি স্বরূপ আমিও বৈকুণ্ঠ ধামে যাইব। কিন্তু পূর্ণ স্বরূপে সপরিকর আমি দ্বারকাতে সর্বদাই থাকিব। ইহাই ভগবানের

মনোগত ভাব। এই যে এখানে নিত্য পরিকর সহিত ভগবানের দ্বারকায় স্থিতি ইহা উদ্ধবের অন্তর হইতে ভগবান্ একেবারে তিরোহিত করিলেন। তদানীং উদ্ধবের মনে হইল ভগবান্ তো সকল যাদবগণকে লইয়া এই মর্ত্যধাম পরিত্যাগ করিতেছেন, কেবল আমিই একাই এখানে পড়িয়া থাকিব । ইহাই উদ্ধবের মোহ এবং তাঁহার আত্মীয় স্বজন যাদবগণ এমনকি প্রাণের প্রাণ যে স্বয়ং কৃষ্ণ— ইহাদের বিরহ কি করিয়া সহ্য করিব, ইহাই শোক।

ভগবান্ এইরূপ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে যে উদ্ধব গীতা উদ্ধাবের উদ্দেশ্যে ভগবান্ কর্তৃক কীর্ত্তিত হয় নাই, সংসার সমুদ্রে মায়া ক্লিষ্ট জীবগণের উদ্দেশ্যেই ইহা কীর্তিত হইয়াছে। সাধারণ জীবের যে মনোগত ভাব এবং তাহা হইতে উদ্ধার হইবার জন্য যে চেষ্টা সে সকল ভাব উদ্ধবের মনে নিজ শক্তি দ্বারা প্রবিষ্ট করাইয়া উদ্ধবকে পূর্ণ মায়া সমুদ্রে ভাসমান অজ্ঞ জীবের ন্যায় এই দুঃখ জ্বলা হইতে উদ্ধার পাইবার কি উপায় প্রশ্নাকারে প্রকাশ করিলেন—ইহাই প্রকাশিত হইয়াছে উদ্ধবের নিম্নলিখিত উক্তিতে—

সোঽহং মমাহমিতি মূঢ়মতি র্বিগাঢ়-
স্ত্বন্মায়য়া বিরচিতাত্মনি সানুবন্ধে।
তত্ত্বঞ্জসা নিগদিতং ভবতা যথাহং
সংসাধয়ামি ভগবন্ননুশাধি ভৃত্যম্ ॥

শ্রীমদ্ভাঃ—১১।৭। ১৬

হে ভগবন্! আমি আপনার মায়া বিরচিত এই মায়িকদেহ ও পুত্র কলত্রাদি বিষয়ে "অহং মম" বুদ্ধিতে নিমগ্ন রহিয়াছি। আমি অত্যন্ত মূঢ়মতি, অতএব যাহাতে আপনার উপদিষ্ট বিষয়ের অনায়াসে সাধন করিতে পারি এই ভৃত্যকে তাদৃশ শিক্ষা প্রদান করুন।

কোথায় উদ্ধব একজন নিত্যসিদ্ধ পরিকর, যাহার সম্বন্ধে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন-

'শিষ্যো বৃহস্পতেঃ সাক্ষাদুদ্ধবো বুদ্ধিসত্তমঃ ।

শ্রীমদ্ভাঃ—১০।৪৬।১

আর কোথায় উপরোক্ত উদ্ধবের পূর্ণ মায়া কবলিত জীবের মনোগত উক্তি ।

এখানে স্বাভাবিক ভাবে এই প্রশ্নই আসে, কি উদ্দেশ্যেই ভগবান্ এই জ্ঞান বৈরাগ্য এবং ভক্তিযোগ বিস্তৃত ভাবে এবং এক বিশিষ্ট ভঙ্গি অবলম্বন করিয়া শিক্ষা দিলেন । ইহার উত্তর শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদ শ্রীমদ্ভাঃ—১১।৭।৬ শ্লোক "ত্বন্তু সর্ব্বং পরিত্যজ্য" ইত্যাদি শ্লোকের বিস্তৃত টীকায় ভগবানের মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

ভগবান্ মনে মনে পরামর্শ করিলেন যে আমি আমার এই ১২৫ বৎসর এই মর্ত্যধামে স্থিতিকালে বিভিন্ন লীলা দ্বারা স্বর্গ,মর্ত্ত্য এবং পাতালে অবস্থিত প্রায় সকল ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য সেই সেই স্থানে গমন করিয়া তাহাদের দর্শন দিয়াছি, কিন্তু বদরিকাশ্রমবাসী নরনারায়ণাদি পরমহংস মহামুনীন্দ্রগণের মদ্দর্শনৌৎসুক্য সফল হয় নাই । অতএব সেই স্থলে প্রেরণের জন্য উদ্ধবকেই নিপরূন করা সঙ্গত । ইনি (উদ্ধব) আমারই তুল্য বলিয়া আমারই প্রতিমূর্ত্তি । তাহাদিগকে দেয় উপহার স্বরূপ আমার ভগ-শব্দ লক্ষিত জ্ঞান ও বৈরাগ্যের এক একটি কণা ও আমাতে ভক্তিযোগরূপ মহামূল্য রত্ন লইয়া গেলে তাহাদের মনোভীষ্ট স্পষ্টই পূর্ণ হইবে । যদিও আমার প্রেমে পরিপূর্ণ উদ্ধবের প্রেমোত্থ জ্ঞান ও বৈরাগ্য আছে এবং সম্প্রতি আমার উপদেষ্টব্য পৃথক্ জ্ঞান বৈরাগ্য গ্রহণে ইহার ইচ্ছা নাই, তাহা হইলেও আমার ইচ্ছা হইলে ইহার গ্রহণেচ্ছা উৎপন্ন হইবে । যদিও আমার অভাবে ইহার প্রাণ হানি হয়, তথাপি আমার

বলবতী ইচ্ছা শক্তি ইহার প্রাণ রক্ষা করিয়া ইহাকে দূরে প্রেরণ করিবে অথচ প্রাপঞ্চিক লোকের অলক্ষিতে আমার নিকটেও স্থাপন করিবে এই উদ্দেশ্যেই উদ্ধবের চিত্তে ভগবান জ্ঞান বৈরাগ্য ও ভক্তিযোগের সঞ্চার করিয়া বলিলেন উদ্ধব তুমি স্বীয় আত্মীয় বন্ধুবর্গের প্রতি সমস্ত স্নেহ পরিত্যাগ করিয়া সম্যক্ প্রকারে আমার প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিয়া সমদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া ভূতলে বিচরন করিও। শ্রীমদ্ভা—১১।২৯।৪১-৪৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ইহা একদিকের বিচার এবং বিশেষ যুক্তিপূর্ণ বিচার, শ্রীনর-নারায়ণ ঋষি এবং বদরিকাশ্রমবাসী সন্তগণের সৌভাগ্যের দিক হইতে অন্য দিকের আর একটি বিচারধারা আছে, তাহা সংসার সমুদ্রে মজ্জমান জীবগণের দিক হইতে, বিশেষতঃ যাহারা এই সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইতে অভিলাষী, ভগবৎ চরণ প্রাপ্তি কামনা যাহাদের অন্তরে জাগিয়াছে তাহাদের দিক হইতে। উদ্ধবকে এই শিক্ষা কেবল বদরিকাশ্রমে নরনারায়ণ ঋষির উপায়নের জন্য এই অভিনব উপায় ভগবান্ কর্তৃক গৃহীত হয় নাই এই উপদেশ উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া সংসার সমুদ্রে নিমজ্জমান সকল জীবের উদ্দেশ্যেই কথিত হইয়াছে শ্রীমদ্ভাঃ—১১।৭।৬ শ্লোকে যেখানে উদ্ধবকে ভগবান্ স্বজন, আত্মীয়, বন্ধুবান্ধবের স্নেহপাশ ছিন্ন করিয়া ভগবানে একান্ত ভাবে মনোসন্নিবেশ করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিবার উপদেশ দিতেছেন—সেই শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকায় শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ লিখিয়াছেন—“শ্রীমদুদ্ধবস্য সিদ্ধত্বেনৈব প্রসিদ্ধত্বাত্তং লক্ষ্যীকৃত তদ্দ্বারান্যেভ্য এবোপদেশোহয়ম্”-অর্থাৎ শ্রীউদ্ধব নিত্য সিদ্ধপরিকর বলিয়া প্রসিদ্ধ এখানে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া অন্যজনের প্রতি এই উপদেশ।

ইহাদের জন্যই ভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, কখনও স্বয়ং রূপে কখনও বা অবতার রূপে, জীবকে সাক্ষাৎ উপদেশামৃতের দ্বারা শিক্ষা

দিয়াছেন। ইহাদের জন্যই তিনি বেদ,পুরাণাদি বিভিন্ন শাস্ত্র সাক্ষাৎ শ্রীমুখে অথবা অন্যের দ্বারা রচনা করিয়া প্রচার করিয়াছেন, ইহাদিগের দিকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি স্বয়ং বেদব্যাস রূপে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ রচনা করিয়া শ্রীশুকদেবের দ্বারা শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া জগতের সকল জীবকে শ্রবণ করাইয়াছেন, যাহা শ্রীসুতমুনি শ্রীশুকদেবকে প্রণাম করিতে গিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

"সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণগুহ্যং"।

(ভাঃ—১।২।৩)

ইহাদের দুঃখ অনুভব করিয়াই শ্রীশুকদেব শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের নিকট হইতে বিদায় কালে ব্যক্ত করিয়াছেন—

সংসারসিন্ধুমতি-দুস্তরমূত্তিতীর্ষো-
র্নান্যঃপ্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথা-রসনিষেবণমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্বিবিধ-দুঃখদবার্দ্দিতস্য ॥

শ্রীমদ্ভাঃ—১২।৪।৪০

আধ্যাত্মিকাদি বিবিধ দুঃখ দাবানলসন্তপ্ত এবং অতিদুস্তর সংসার সমুদ্রোত্তরণাভিলাষী পুরুষের পক্ষে পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা কথা রসসেবন ব্যতীত অন্য কোন নৌকা নাই।

ইহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়াই ভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা।

শ্রীমদ্ভাঃ—১১।২০।১৭

যিনি সর্বফলমূলীভূত সুদুর্লভ পটুতর গুরুরূপ কর্ণধারযুক্ত এবং মৎ স্বরূপ অনুকুলবায়ু পরিচালিত মনুষ্যদেহরূপ নৌকা ভাগ্যক্রমে প্রাপ্ত হইয়াও সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হন না, তিনি বস্তুতঃই আত্মঘাতী।

এখানেও ভগবান্ সংসার সমুদ্রে নিমজ্জমান জনগণকে উদ্দেশ্য করিয়াই এই শিক্ষা দিয়াছেন।

পূর্বোক্ত বিচার সমূহ হইতে ইহাই আসিতেছে, যে ভগবান্ মর্ত্ত্যলীলা সংবরণের কালে উদ্ধবকে যে জ্ঞান এবং উপদেশ দিয়াছেন, তাহা কেবল নরনারায়ণ ঋষি এবং বদরিকাশ্রমবাসীদের জন্য নয়, সংসার সমুদ্রে নিমজ্জমান মানবগণের প্রতি তাঁহার অপার করুণার নিদর্শন হিসাবে এক অভিনব উপায় অবলম্বন করিয়া উদ্ধবের অন্তরে সংসারী জীবগণের ন্যায়ই শোক মোহ উৎপাদন করিয়া এই সমুদ্র হইতে উদ্ধার এবং ভগবৎ চরণারবৃন্দ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে, সাধনে প্রবৃত্ত সাধকগণের সাধন কালে যে সকল সমস্যার সমাধান করিতে হয়—সেই সকল সমস্যা উদ্ধবের অন্তরে জাগাইয়া ও উদ্ধবের দ্বারা প্রশ্ন করাইয়া পরম প্রিয়তম গুরুকর্ণধার হিসাবে সকল প্রশ্নের উত্তর নিজের দয়িত সখা এবং মন্ত্রী উদ্ধবকে দিয়া সংসার সমুদ্রে মজ্জমান আমাদেরও উপায়ন স্বরূপ দান করিয়া গেলেন।

উদ্ধব গীতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ভক্তির উৎকর্ষ স্থাপন—

ভগবান্ উদ্ধবকে কর্ম্ম যোগ, জ্ঞান যোগ এবং ভক্তিযোগ এই তিনটি বিষয়েই কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও বিস্তৃত ভাবে বলিয়াছেন। এই তিন সাধনের মধ্যে (১) ভক্তির উৎকর্ষ স্থাপন করিলেন। (২) ভক্তির প্রবর্তক যে সাধুসঙ্গ তাঁহার প্রভাব বর্ণনা করিলেন এবং সেই সঙ্গে সাধুগণের মহিমা বর্ণন করিলেন।

ভক্তির উৎকর্ষ স্থাপন—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা ॥

শ্রীমদ্ভাঃ—১১।১৪।২০

হে উদ্ধব! মদীয় সাধনাত্মিকা প্রবল ভক্তি আমাকে যেরূপ ভাবে বশীভূত করে, যোগ, সাংখ্য, ধর্ম্ম, বেদপাঠ, তপস্যা কিম্বা দান আমাকে তাদৃশ বশীভূত করিতে পারে না।

শ্রীচক্রবর্ত্তী পাদ টীকা— উর্জ্জিতা— জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতত্বেন প্রবলা— তীব্র। ন সাধয়তি—প্রাপ্তি সাধন হয় না।

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥

শ্রীমদ্ভাঃ—১১।১৪।২১

শ্রদ্ধা জনিত অনন্য ভক্তি প্রভাবেই পরমাত্মা ও প্রিয়স্বরূপ আমি সাধুগণের লভ্য হইয়া থাকি। আমাতে একাগ্রতা সম্পন্ন চণ্ডালগণকেও ভক্তি পবিত্র করিয়া থাকে।

যথাগ্নিনা হেম মলং জহাতি
ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্।
আত্মা চ কর্ম্মানুশয়ং বিধূয়
মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্ ॥

শ্রীমদ্ভাঃ—১১।১৪।২৫

সুবর্ণ যেরূপ কেবল মাত্র অগ্নি সন্তাপেই অন্তর্মল পরিত্যাগ এবং স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য ধারণ করে, মানবগণের চিত্তও সেইরূপ একমাত্র মদীয় ভক্তিযোগেই কর্ম্মবাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহা প্রেম আবির্ভাব হেতু আমার পূর্ণসেবা পদ্ধতি অর্থাৎ সাক্ষাৎ সেবা প্রাপ্ত হয়।

স্বামিপাদ— মাং ভজতে—আমার সারূপ্য প্রাপ্ত হয়।
চক্রবর্ত্তী পাদ— মাং ভজতে— মদীয় লোক প্রাপ্ত হইয়া সাক্ষাৎ সেবা করেন।
শ্রীজীব— মাং ভজতে—মহাপ্রেমাবির্ভাব হেতু আমার পূর্ণসেবা পদ্ধতি প্রাপ্ত হয়।

যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ
মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং
চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসম্প্রযুক্তম্ ॥

শ্রীমদ্ভাঃ—১১।১৪।২৬

উক্ত চিত্ত মদীয় পুণ্য চরিত, শ্রবণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা যে পরিমাণে বিশুদ্ধি লাভ করে, অঞ্জন প্রয়োগ যুক্ত চক্ষুর ন্যায় সূক্ষ্ম বস্তুও (অধোক্ষজতত্ত্ব) সেই অনুযায়ী দর্শন করিতে সমর্থ হয়।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকা—

এখানে চক্রবর্ত্তী পাদ তত্ত্বসুক্ষ্মং অর্থ করিয়াছেন।
তত্ত্বং—আমার রূপলীলাদির স্বরূপ।
সূক্ষ্মম্—তন্মাধুর্য্যানুভব বিশেষ।

ভক্তির অনুষ্ঠান যাজকের ভগবন্মাধূর্য্য অনুভব কি করিয়া হয় তাহাই শ্রীমদ্ভাঃ-১১।১৪।২৭ শ্লোকে বলিতেছেন—

বিষয়ান্ ধ্যায়শ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামণুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে ॥

বিষয় চিন্তাশীল পুরুষের চিত্ত বিষয়ের প্রতি আসক্ত হইয়া থাকে, পরন্তু যিনি অনুক্ষণ আমার চিন্তা করেন,তাঁহার চিত্ত আমাতেই নিমগ্ন হইয়া থাকে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদ টীকা— উদ্ধব যেমন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করছেন হে প্রভু ! শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদি নিষ্ঠ আপনার ভক্তগণের চিত্ত কি প্রকারে আপনাতে নিবিষ্ট হয়—তাহাতেই তুলনামূলক রূপে বলিতেছেন— বিষয় ধ্যানাসক্ত চিত্ত যেমন বিষয় মাধুর্য্যে নিমগ্ন হইয়া বিষয় আস্বাদন করে আমার ধ্যানাসক্ত ভক্ত আমারই মাধুর্য্যে নিমগ্ন হইয়া আমাকে আস্বাদন করেন।

এইরূপে ভক্তির উৎকর্ষ স্থাপন করিয়া ভগবান্ ভক্তির মূল প্রবর্তক সাধুসঙ্গের প্রভাব বর্ণনা করিয়া এবং সাধুগণের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

প্রথমে সাধুগণের মহিমা আলোচনা করিতেছি
সাধুগণের মহিমা কীর্ত্তন।

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এতস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥

শ্রীমদ্ভা:-১১।২৬।২৬

অতএব (পূর্ব্বে পুরুরবার দুর্দ্দশার বর্ণন করিয়া) বিবেকী পুরুষ দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাধুগণের সঙ্গ করিবেন, যেহেতু সাধুগণই উপদেশের দ্বারা তাঁহার মনের বিরুদ্ধ আসক্তি সকল বিনাশ করিয়া থাকেন।

১১।২৬।২৬ এই শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তী পাদ বলিয়াছেন ব্যসঙ্গং-বিরুদ্ধ আসক্তি, সন্ত এব— এব কথাটির তাৎপর্য্য এই যে সুকৃতি, তীর্থ,দেব, শাস্ত্র জ্ঞানাদিরও তাদৃশ সামর্থ্য নাই।
শ্রীমদ্ভাঃ—১১।২৬।৩১ শ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন—

যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধুন্ সংসেবতস্তথা ॥

ভগবান্ অগ্নিদেবের সেবা করিলে যেরূপ পুরুষের শীত ভয় এবং অন্ধকার বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সাধুগণের সেবা করিলেও কর্ম্মজাঢ্য (ফল ভোগ কামনা) আগামী সংসার ভয় এবং তাঁহার মূলীভূত অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকা— তমো শব্দের অর্থ করিয়াছেন ভজন বিঘ্ন।

নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়ণম্।
সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সুমজ্জতাম্ ॥

শ্রীমদ্ভাঃ ১১। ২৬। ৩২

সুদৃঢ় নৌকা যেরূপ জলমগ্ন ব্যক্তিগণের পরমাশ্রয়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ শান্তচিত্ত সাধুগণ ও ঘোর সংসার সাগরে উচ্চনীচ যোনিমধ্যে বিচরণশীল জীবণের পরমাশ্রয় স্বরূপ হইয়া থাকেন।

সন্তো দিশন্তি চক্ষূংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ।
দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ ॥

শ্রীমদ্ভাঃ—১১।২৬।৩৪

সাধুগণই মানবের আভ্যন্তরীণ জ্ঞাননেত্র প্রকাশ করিয়া থাকেন। সাধুগণই মানবগণের পূজনীয় দেবতা,বান্ধব, আত্মা এবং ইষ্টদেব। সূর্য্যদেব সম্যক্ উদিত হইলেও কেবল মাত্র বাহ্য নেত্রেরই প্রকাশ হইয়া থাকে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকার সারার্থঃ—

ভক্তিসাধন মার্গে সাধুগণই সর্ব নির্বাহক। সাধুগণই আমাকে সাক্ষাৎ দর্শনের নিমিত্ত চক্ষু দান করেন—অর্থাৎ নববিধা ভক্তি উপদেশ করেন। সূর্য্য না থাকিলে যেমন চক্ষু কার্য্যকরী হয় না, সাধুগণই সূর্য্য স্বরূপ,

ভজন চক্ষু প্রকাশক। ভক্তিমার্গে সাধনশীল জনের সন্তই দেবতা, ইন্দ্র ও বরুণাদি নন, সন্তই বান্ধব স্বরূপ, পিতা পিতৃব্য, মাতুলাদি নন। সন্তই আত্মা প্রেমাস্পদ, দেহ অথবা জীবাত্মা নয়। সন্তই আমি ইষ্টদেব, তাহাকে ত্যাগ করিয়া প্রতিমারূপে যে আমি, আমিও পূজ্য নই।

সাধুসঙ্গের মহিমাই ভগবান্ উচ্চৈঃস্বরে উদ্ধবের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন—

শ্রীভগবান্ উবাচ—

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা ॥ ১ ॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্ ॥ ২ ॥

শ্রীমদ্ভাঃ—১১।১২।১-২

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে উদ্ধব ! সৎসঙ্গ সর্ব বিষয়ের আসক্তিবিনাশক বলিয়া ইহা আমাকে যেরূপ বশীভূত করে, যোগ সাংখ্য অহিংসাদি সাধারণ ধর্ম্মানুষ্ঠান, স্বাধ্যায়, তপঃ সন্ন্যাস, যাগাদি ইষ্টকর্ম্ম, কূপ খননাদি পূর্ত্তকর্ম্ম, দক্ষিণা, ব্রত, দেবপূজা, সরহস্য মন্ত্র, তীর্থ, নিয়ম অথবা যম—এই সকল আমাকে তাদৃশ বশীভুত করিতে পারে না।

এইরূপ বলিয়া ভগবান যে সকল জন এখানে রাক্ষস,গন্ধর্ব্ব নাগ প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া গোপী পর্যন্ত যাহারা যাহারা সৎসঙ্গের দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার তালিকা উদ্ধবের নিকট প্রকাশ করিলেন শ্রীমদ্ভাঃ—১১।১২।৩-৭ শ্লোকে—

এই শ্লোক কয়টির বাঙ্গলা অনুবাদ দেওয়া হইল—প্রতি যুগে রাজস, তামস ভাবাপন্ন রাক্ষস, খগ, মৃগ, গন্ধর্ব, অপ্সরা,নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক,

বিদ্যাধর, মনুষ্য মধ্যে বৈশ্য, শূদ্র স্ত্রীজাতি, অন্ত্যজগণ, বৃত্রাসুর, প্রহ্লাদ প্রভৃতি অনেক জন, বৃষপর্ব্বা, বলি, বাণ, ময়, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্বুমান, গজেন্দ্র, জটায়ু, তুলাধার, বণিক, ধর্ম্মব্যাধ, কুজা, ব্রজগোপীগণ (মুনি চরি, শ্রুতি চরি) যজ্ঞে দীক্ষিত বিপ্রভার্য্যাগণ ইহারা বেদাধ্যায়ন, মহৎ সেবা এবং ব্রততপানুষ্ঠান না করিয়া **সৎসঙ্গবশতঃ** ভক্তির দ্বারাই আমার সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া আমাকে লাভ করিয়াছেন।

৭ নং শ্লোকের টীকাতে **স্বামিপাদ**— ইহাদের সকলের সৎসঙ্গ ব্যতীত অন্য কোন সাধন ছিল না, সৎসঙ্গাদিতি— অর্থ করিয়াছেন সাধুগণের সঙ্গ আমারই সঙ্গ। অথবা আমার সঙ্গও সৎসঙ্গ অথবা মদীয় সঙ্গ বশতঃ।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদ— তাহাদের সাধুসঙ্গ হইতে জাত প্রধানীভূতা এবং কেবলা ভক্তি হইতে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। অন্য কোন সাধন ছিল না **সৎসঙ্গ**—অর্থাৎ সৎ সঙ্গ ফলে ভক্তির দ্বারা আমারই সঙ্গ পাইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল— সাধুগণের সহিত সঙ্গ আমারই সঙ্গ।

শ্রীচক্রবর্ত্তী পাদ টীকা —৩–৬ শ্লোকের টীকাতে কে কোন সাধুর সঙ্গ লাভ করিয়াছে তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন।

ত্বাষ্ট্রো (বৃত্রঃ) কায়াধব (প্রহ্লাদ) ইহাদের জন্মের পূর্ব্বেই নারদসঙ্গ। বৃষপর্ব্বা জন্মমাত্রই মাতৃপরিত্যক্ত হইয়া মুনিপালিত ও বিষ্ণুভক্ত হইয়াছিলেন, বলির প্রহ্লাদ সঙ্গ। বাণের বাহুচ্ছেদের সময় মহাদেবের সঙ্গ। ময়ের সভা নির্মাণে পাণ্ডবগণের সঙ্গ। বিভীষণের হনুমানের সঙ্গ। সুগ্রীব, হনুমান ও জাম্বুমানের লক্ষণ সঙ্গ। গজেন্দ্রের পূর্ব জন্মে নারদাদির সঙ্গ, গৃধ্র (জটায়ু) গরুড় দশরথাদির সঙ্গ। বণিক পথ তুলাধার ইহার সৎসঙ্গ, মৃগ ব্যাধ (ধর্ম্মব্যাধ) পূর্ব্বে রাক্ষসতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন পরে বৈষ্ণব রাজার সঙ্গ (বরাহ পুরাণানুসারে)। কুব্জার পূর্বজন্মে নারদ সঙ্গ (মথুরা হরিবংশে প্রসিদ্ধ)। মুনিচরী প্রভৃতি গোপীগণ পূর্বজন্মে

বহু সাধুসঙ্গ এবং এ জন্মে নিত্যসিদ্ধ গোপী সঙ্গ। যজ্ঞ পত্নীগণ ব্রজের শ্রীকৃষ্ণদূতী মালিক তাম্বুলিকাদি স্ত্রীগণের সহিত ক্রয় বিক্রয়াদি নিমিত্ত সঙ্গ। ইহার পরে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কেবল ভাবের দ্বারা যাহারা তাহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই গোপীগণের ধেনুগণের, বৃক্ষসকলের এবং পশুপক্ষীগণের সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট বর্ণনা করিলেন।

কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো, নগা মৃগাঃ।
যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা॥

শ্রীমদ্ভাঃ—১১।১২।৮

পূর্ব শ্লোক সমূহে বর্ণিত বৃত্রাসুর প্রভৃতির অন্য সাধনা থাকিলেও গোপীগণ, ব্রজস্থ গাভীগণ, যমলার্জ্জুন বৃক্ষ সকল, মৃগগণ, কালিয় প্রভৃতি নাগগণ এবং বৃন্দাবনস্থ তরু গুল্মদি কেবল সৎ সঙ্গলব্ধ কেবল (অনন্য) ভাব অর্থাৎ প্রীতির দ্বারাই আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল।

টীকা স্বামিপাদ— কেবলেন ভাবেন— অর্থ করিয়াছেন সৎসঙ্গলাভ করিয়া কেবল ভাবের দ্বারা অর্থাৎ প্রীতির দ্বারা।

সিদ্ধা— অর্থ কৃতার্থ হইয়া।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকার আংশিক অনুবাদ—

কেবলেন—অর্থ জ্ঞান কর্ম্মাদি রহিত, নিষ্কাম ভাবেন—অর্থ শৃঙ্গার বাৎসল্য সখ্য দাস্য ভাব যুক্ত ভক্তি যোগের দ্বারা, গোপীগণ শৃঙ্গার রসের দ্বারা। গাভীগণ বাৎসল্য রসের দ্বারা, নগ অর্থাৎ গোবর্দ্ধনাদি পর্বত সখ্য রসে, মৃগগণ এবং মূঢ়ধী অর্থাৎ বৃন্দাবন তরু গুল্মাদি কালীয় প্রভৃতি দাস্য রসের দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। এস্থলে গোপী প্রভৃতি কেবল ভাবে আমাকে প্রাপ্তি অনাদি কাল হইতে নিত্যসিদ্ধই এই অর্থ পাওয়া যায়।

সৎসঙ্গজনিত ভক্তগণের কথা নির্দেশ করিয়া গোপীদিগের ভক্তিযোগ অতি দুর্লভ এইরূপ কীর্ত্তন করিতে গিয়াই হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় আর্দ্র হইল নয়নের পাতা যেন অশ্রুতে ভিজিয়া উঠিল—গোপীদিগের তাঁহার প্রতি প্রেম তাহাদের তাঁহার জন্য সর্বস্ব দেহ গেহ আত্মীয় স্বজন কুল ধর্ম্ম পরিত্যাগের কথা মনে ভাসিয়া উঠিল তিনি গাহিলেন—

রামেণ সার্দ্ধং মথুরাং প্রণীতে
শ্বাফল্কিনা মযানুরক্তচিত্তাঃ ।
বিগাঢ়ভাবেন ন মে বিয়োগ-
তীব্রাধয়োঽন্যং দদৃশুঃ সুখায় ॥

শ্রীমদ্ভাঃ-১১।১২।১০

অক্রুর বলদেবের সহিত আমাকে মথুরা লইয়া গেলে আমার প্রতি অতি দৃঢ়ভাবে আসক্ত-চিত্তা গোপীগণ তৎকালে বিরহজনিত তীব্রমনস্তাপে সন্তাপিত হইয়া একমাত্র আমার সমাগম ব্যতীত অন্য কোন বস্তুই সুখকর বলিয়া মনে করেন নাই।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকা—

তথাপি গোপীগণের ভাবের সর্ব্বোপরিবিরাজ মানত্ব বলিতেছেন— রামেণ ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে অক্রুর আমাকে মথুরায় লইয়া গেলে গোপীগণ আমা হইতে অন্য কোন সুখই সুখ বলিয়া মনে করে নাই, কারণ তাঁহারা অনুরক্ত চিত্তা—প্রেমের ষাষ্ঠী ভূমিকা, যে অনুরাগ সেই অনুরাগময়ী চিত্ত যাহাদের তাঁহারা। তাহা হইতেও আবার বিগাঢ় ভাব,বিশিষ্ট গাঢ় ভাব। রাগের পর ভূমিকাগত মহাভাবের যে ভেদ রূঢ় মহাভাব। সেই হেতু আমার বিরহে তীব্র মন বেদনা যাহাদের সেই সকল গোপীগণ। এখানে দদৃশু বলায় অতীত কালের নির্দেশ করা হইয়াছে। বর্তমানে কিন্তু দন্তবক্র বধান্তে আমার সহিত সংযুক্তা ইহা দ্যোতিত হইল।

তাস্তাঃ ক্ষপাঃ প্রেষ্ঠতমেন নীতা-
ময়ৈব বৃন্দাবন গোচরেণ।
ক্ষণার্দ্ধবৎ তাঃ পুনরঙ্গ তাসাং
হীনা ময়া কল্পসমা বভূবুঃ ॥

শ্রীমদ্ভাঃ—১১।১২।১১

হে উদ্ধব ! পূর্বে তাঁহারা বৃন্দাবনে অবস্থান কালে প্রিয়তম স্বরূপ আমারই সহিত যে সকল রাত্রি ক্ষণর্দ্ধকাল বুদ্ধিতে সুখে অতিবাহিত করিয়াছিল, আমার বিরহ দশায় সেই সকল রাত্রিই তাহাদের নিকট কল্প প্রমাণ সুদীর্ঘ বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকার আংশিক অনুবাদ—

কল্পকালও ক্ষণকাল-যোগে অনুভব এবং বিয়োগে তাঁহার বিপরীত অনুভব ইহা প্রেমের সপ্তম ভূমিকায় রূঢ় মহাভাবের অনুভাব যাহা সেই গোপীগণের ক্ষেত্রে ও বিশেষ ভাবে লক্ষিত হইয়াছিল— ইহাই ভগবান্ উদ্ধবকে বলিলেন, রাসে কল্প ক্ষণত্ব এবং বৃন্দাবনে গোচারণ সময়ে ক্ষণ কল্পত্ব।

তা নাবিদন্ ময্যনুষঙ্গবদ্ধ-
ধিয়ঃ স্বমাত্মানমদস্তথেদম্।
যথা সমাধৌ মুনয়োঽব্ধিতোয়ে
নদ্যঃ প্রবিষ্টা ইব নাম রূপে ॥

শ্রীমদ্ভাঃ—১১।১২।১২

মুনিগণ যেরূপ সমাধি যোগে সমুদ্র প্রবিষ্ট নদীগণের ন্যায় ব্রহ্মবস্তুতে চিত্তের লয় হেতু নামরূপ অবগত হয় না, সেইরূপ গোপীগণও আমার প্রতি আসক্ত চিত্ত হইয়া নিজ দেহ ইহলোক বা পরলোকের কোন কথাই জানিতে পারেন নাই।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকার মর্মার্থ—

মোহাদির অভাবেও সর্ব বিস্মরণ— ইহা বিগাঢ় ভাবের একটি অনুভাব। আমাতে অনুসঙ্গ অর্থাৎ নিরন্তর বিশেষ সঙ্গের দ্বারা যাহাদের বুদ্ধি (চিত্ত) আমাতেই বদ্ধ। এখানে বদ্ধ শব্দটির তাৎপর্য্য এই যে কৃষ্ণ যেন ত্রিজগন্মোহন বিচিত্র লীলার একটি স্তম্ভ—সেই স্তম্ভে বদ্ধধীবৃত্তি বলিতে কৃষ্ণ বাঞ্ছিত সম্পাদক কামধেনু তুল্য যাহাদের চিত্তবৃত্তি এইরূপ আরোপিত হইয়াছে।

স্বমাত্মনম্— বলিতে নিজ দেহকেও জানে না— রাসাভিসারাদিতে কোথায় আছেন। কোথায় আসিতেছেন তাঁহার অনুসন্ধান নাই।

অদঃ— বলিতে পরলোক ধর্ম্ম এবং ইদং বলিতে ইহ লোকের ধর্ম্ম অর্থাৎ লোক লজ্জাদি ভয় অতিক্রম করিয়া। মুনিগণ সমাধিতে ব্রহ্মানুভব যেমন সর্ব বিস্মরণ, গোপীগণেরও সেইরূপ আমার অনুভব অর্থাৎ পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা আস্বাদনে সর্ব বিস্মরণকারী। ইহা বিস্মরণ অর্থে তুলনা, ঠিক ঠিক প্রাপ্তি অংশে নয়, কারণ গোপী প্রাপ্য প্রেম এবং মুনি প্রাপ্য নির্বাণে প্রভেদ অনেক— যেহেতু তাহাদের মধ্যে মমত্ব ও মমত্বশূন্য এই ভেদ বিশেষ বর্ত্তমান।

এইরূপে গোপীগণের কথা শেষ করিয়া ভগবান উদ্ধবকে তাঁহার কর্তব্য রূপে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ইহাদের যে কোন ভাবে তাঁহার শরণাগত হইবার উপদেশ দিতেছেন।

তস্মাৎ ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্।
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ ॥
মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্।
যাহি সর্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ ॥

শ্রীমদ্ভাঃ-১১।১২।১৪-১৫

হে উদ্ধব ! অতএব তুমি শ্রুতি, স্মৃতি, বিধি নিষেধ, শ্রবণ যোগ্য এবং শ্রুত যাবতীয় বিষয় পরিত্যাগ পূর্বক নিখিল প্রাণিগণের অন্তর্যামী স্বরূপ একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর, তাহা হইলে মৎ কর্তৃকই সর্বত্র অভয় লাভ করিবে।

চোদনং— শ্রুতিং, প্রতিচোদনং— স্মৃতিং।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকার আংশিক অনুবাদ—

উদ্ধব ভগবানকে সাধুর লক্ষণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে ভগবান্ তিন প্রকার সাধুর লক্ষণ বর্ণনা করিয়া সেই সকল সাধুসঙ্গ হইতে জাত প্রধানীভূত এবং কেবলাভক্তি সামান্যভাবে নিরূপন করিয়া ভক্তিদ্বারা নিজেরও বশীকরত্ব তথা সৎসঙ্গের দ্বারাও নিজের বশীকরত্ব উল্লেখ করিয়া সৎসঙ্গজনিত ভক্তগণের কথা বলিয়া গোপ্যাদিনিষ্ঠ ভক্তিযোগ অতিশয় দুর্লভ এইরূপ প্রশংসা করিয়া সহসা "রামেণ সার্দ্ধম্" ইত্যাদি বলিতে বলিতে, সেই স্থলেও অর্থাৎ দ্বারকাতেও সদা জাজ্জ্বল্যমান গোপী বিষয়ক নিজ প্রেমবাষ্প যাহা গাম্ভীর্য নিবন্ধন নিজ হৃদয়ে মুদ্রিত থাকলেও অধীরতাবশে উৎঘাটন করিয়া তাহাদেরই ভক্তি যোগের বশীকারত্ব বিষয়ে সর্বোৎকর্ষের পরাবধি সুতরাং তাহাদের সাধুত্বেরও সর্বমহা মহোৎকৃষ্ট কক্ষা বিশ্রামিত্ব প্রকাশ করিয়া তাহাদেরই অনুষ্ঠিত কেবল ভক্তি যোগে উদ্ধবকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বলিলেন— চোদনা (বিধি) প্রতিচোদনা (প্রতিষেধ) অর্থাৎ বিহিত এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাঁহার উপর শ্রোতব্য অর্থাৎ ভবিষ্যতে ধর্ম্ম শ্রবণের আকাক্ষা না করিয়া শ্রুত অর্থাৎ অতীত শ্রবণ ভুলিয়া সর্বাত্মভাবে—সর্বোপায়ে, আত্মার অর্থাৎ মনের যে ভাব—দাস্য সখ্যাদি তদ্দ্বারা, একমাত্র আমাকে অবলম্বন পূর্বক শরণাগত হও, আমার দ্বারা সর্বভয় বিনির্মুক্ত হইবে। হে উদ্ধব ! তোমার কর্ম্মাধিকার নাই জ্ঞানাধিকারও নাই। তবুও সেই সকল তোমাতে আরোপ করিয়া যদি প্রত্যব্যয় জনিত ভয় ও সংসার জনিত ভয়ে ভীত হও—সেই

উভয় ভয় হইতে ত্রাতা আমিই বিদ্যমান রহিলাম।

শ্রীজীব গোস্বামিপাদের টীকার অনুবাদ—

যেহেতু আমার নিজজন বলিয়া স্বীকৃত যে সাধুগণ সেই শ্রীনারদাঙ্গিরা প্রভৃতির সঙ্গেরই যখন এইরূপ মহিমা, তাহা হইলে তাহাদের পরমাশ্রয়রূপ পরমসন্ত তোমার অভীষ্ট, আমারই একান্ত ভাবে শরণাগত হও, তাহা হইলে নিশ্চিত ভাবে তুমি নির্ভয় প্রাপ্ত হইবে। আত্মন—স্বভাবতই সর্বজীবের হিতকারীত্ব দেখাইতেছেন, সর্ব্বদেহিনামাত্মানং-পরমাত্মা। কেবলমাত্র আমারই শরণাগত ইহাই ব্যক্ত করিতেছেন—সর্বাত্মভাবেন-তাহাই বিবৃত করিতেছেন উৎসৃজ্য, ইত্যাদিতে। শ্রোতব্যম্—ইতি জ্ঞানাশ্রয়কেও নিরসন করিতেছেন। তত্রৈকমিতি বাক্যে—কালান্তর এবং আশ্রয়ান্তরের ভাবনাও নিষেধ করিতেছেন।

এখানে এই প্রসঙ্গে আমরা আর একটি বিষয় আলোচনা করিতেছি। উদ্ধবকে পূর্ব শ্লোকটি "কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগামৃগা".. ইত্যাদি ১১।১২।৮ বলিয়া যদি তাঁহার অব্যহিত পরেই "তস্মাৎ" এই শ্লোকটি বলিতেন তাহা হইলে বুঝা যাইত যে উদ্ধবকে চক্রবর্ত্তী পাদের টীকার অর্থানুযায়ী সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য মধুর ভিতর যে কোন একটি ভাবের শরণাগত হওয়ার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ভগবান্ এই শ্লোক বলিতে বলিতে যখন তাঁহার অন্তরে সহসা তাঁহার নিজ প্রেয়সী মহাভাব স্বরূপা শ্রী রাধা ললিতাদি গোপীদিগের কথা মনে ভাসিয়া উঠিল এবং তিনি শ্লোকের পর শ্লোকে এই গোপীগণের প্রেমেরমাহাত্ম্য উদ্ধবের নিকট কীর্ত্তন করিলেন এবং ঠিক তাঁহার পরেই উদ্ধবকে "তস্মাৎ ত্বমুদ্ধব•••••• "ভাঃ-১১।১২।১৪-১৫ শ্লোকটি বলিলেন তখন ইহাই আসিতেছে যে ভগবান্ উদ্ধবকে মধুর রসের মহাভাবস্বরূপা গোপীভাবের অনুগত হইয়াই ভজন করিবার ইঙ্গিত করলেন। আর একটি বিষয় মূল উদ্ধব গীতার তাৎপর্য্য এখানে প্রকাশ পাইয়াছে।

শ্রীউদ্ধব দ্বারকার পরিকর তাঁহার স্থায়ীভাব সখ্য মিশ্রিত দাস্য সে ভাব পরিবর্ত্তনের নয়। কিন্তু চক্রবর্ত্তী পাদের অর্থানুযায়ী সখ্য,দাস্য,বাৎসল্য মধুর ইহাদের যে কোন একটির অনুগত, কিন্তু উপরোক্ত আলোচনা হইতে কেবল মধুর ভাবের আনুগত্য হওয়ার উপদেশ দেওয়াতে বুঝা যাইতেছে যে যদিও উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা উদ্ধবের উদ্দেশ্যে নয়। কারণ উদ্ধবের ভাব স্থায়ী কিন্তু যাঁহারা ভগবৎ বিমুখতা পরিত্যাগ করিয়া ভগবানকে নিজ জীবনের আরাধ্য প্রিয়তম বলিয়া তাহাকে পাইবার জন্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন— উদ্ধব গীতার এই শিক্ষা তাহাদের উদ্দেশ্যেই কথিত হইয়াছে।

উদ্ধব গীতাতে গুণ এবং দোষের বিচার।

শ্রীমদ্ভাঃ—১১।১৯।৪৫ শ্লোকে বলিলেন—

"গুণদোষদৃশির্দোষো গুণস্তূভয়বর্জ্জিতঃ"

অর্থাৎ গুণ দোষের বিচরই দোষ এবং তদ্বিপরীত অর্থাৎ গুণদোষ দর্শন রহিত স্বভাবই গুণ।

উদ্ধব এই কথা শুনিয়া বিশেষ সঙ্কটে পড়িলেন। তাই তিনি বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য ভগবানকে বলিলেন—

গুণদোষভিদাদৃষ্টির্নিগমাৎ তে ন হি স্বতঃ।
নিগমেনাপবাদশ্চ ভিদায়া ইতি হ ভ্রমঃ ॥

শ্রীমদ্ভাঃ—১১।২০।৫

ভগবন্ ! আপনার আজ্ঞারূপ বেদবাক্য হইতেই গুণ এবং দোষের ভেদদৃষ্টি হয় স্বয়ং হয় না। অথচ বেদ কর্তৃক ভেদ দৃষ্টির নিষেধও কথিত হইয়াছে- ইহা কিরূপে হইতে পারে আমার ভ্রম হইতেছে আপনি দূর করুন।

এই স্থলে ভগবান্ প্রথমে জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তির অধিকার নির্ণয় সম্বন্ধে উদ্ধবকে বলিতেছেন—

নির্ব্বিণ্নানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্নচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্ ॥

শ্রীমদ্ভাঃ—১১।২০।৭

জ্ঞান কর্ম্ম এবং ভক্তি এই যোগত্রয়ের মধ্যে কর্ম্মফলে বিরক্ত কর্ম্মত্যাগি ব্যক্তিগণের পক্ষে জ্ঞান যোগ এবং কর্ম্মে দুঃখবুদ্ধিশূন্য তৎফলে বিরাগশূন্য ব্যক্তিগণর পক্ষে কর্মযোগই সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকার অনুবাদ—

কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কে কোন্ বিষয়ে অধিকারী তাহাই বলিতেছেন— নির্ব্বিণ্ন অর্থাৎ বিরক্তগণের গৃহ কুটুম্ব প্রভৃতিতে অনাসক্তগণের। অতএব গৃহাশ্রম প্রাপ্ত কর্ম্ম সমূহের ন্যায় বা ত্যাগপর ব্যক্তিগণের জ্ঞানযোগ সিদ্ধিপ্রদ। গৃহাশ্রম কর্ম্ম সমূহে অনির্ব্বিণ্নচিত্ত বা আসক্ত চিত্ত ব্যক্তিগণের। যেহেতু কামিগণের কাম বা বিষয়াসক্তি অর্থাৎ দেহ গেহ কলত্রাদিতে অত্যাসক্তি বিশিষ্টগণের কর্মযোগ (সিদ্ধিপ্রদ)।

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥

শ্রীমদ্ভা—১১।২০।১৮

যে ব্যক্তি কোন ভাগ্যক্রমে আমার রূপ, গুণ,লীলা—বিশেষতঃ ভক্তবাৎসল্য গুণ এবং রাসাদি লীলা কথায় আদরযুক্ত হইয়াছেন এবং যাহার বিষয়ে বৈরাগ্য বা অত্যাসক্তি নাই তাঁহার পক্ষে ভক্তিযোগই সিদ্ধি দায়ক হইয়া থাকে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকার মর্ম্মার্থ—

যদৃচ্ছাক্রমে প্রথম স্কন্ধে ব্যাখ্যা যুক্ত অনুসারে যাদৃচ্ছিক মহৎসঙ্গ বা সৎসঙ্গ প্রভাবে আমার কথাতে জাত শ্রদ্ধা অতএব "আমার কথামৃতে শ্রদ্ধা (ভাঃ ১১।১৯।২০ শ্রদ্ধালু আমার কথা শুনিতে শুনিতে (ভাঃ ১১।১১ ২০) এই উক্তি অনুসারে সেই ভক্তি যোগে শ্রদ্ধালু ব্যক্তিই অধিকারী। এই স্থলে জ্ঞানী ও কর্ম্মী হইতে ইহার বৈশিষ্ট্য।

নাতিসক্ত, অর্থাৎ দেহ গেহ কলত্র প্রভৃতিতে অত্যাসক্তি রহিত। এস্থলে নির্ব্বিণ্ণ নয়, উহাতে নির্ব্বিণ্ণ হইলে জ্ঞানে অধিকার এবং অত্যাসক্তি হইলে কর্ম্মে অধিকার, অত্যাসক্তি রাহিত্যে ভক্তিতে অধিকার, নির্ব্বেদের কারণ নিষ্কাম কর্ম্মহেতু অন্তকরণ শুদ্ধি অত্যাসক্তির কারণ— অনাদি অবিদ্যা, অত্যাসক্তি রাহিত্যের কারণ কেবল যাদৃচ্ছিক মহৎ সঙ্গ ইহাই উৎকৃষ্ট অধিকারীর লক্ষণ।

ভাঃ ১১।২।২ হে রাজন্ ! সর্বতোভাবে মৃত্যুর অধীন কোন্ ইন্দ্রিয়বান্ (প্রাণী) মুকুন্দ চরণ কমলের সেবা না করে? এই উক্ত অনুসারে যাদৃচ্ছিক ভক্ত সঙ্গ হইলে ইন্দ্রিয়বান্ কে ভক্তির অধিকারী বলিয়া জানিতে হইবে।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥

শ্রীমদ্ভাঃ—১১।২০।৯

যে কাল পর্য্যন্ত কর্ম্মবিষয়ে দুঃখ জ্ঞান বা মদীয় কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা উৎপন্ন না হয়, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মসমুহের আচরণ করিবেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকার আংশিক অনুবাদ—

এইরূপে জন্মগত অত্যাসক্ত জীবের কর্ম্মাধিকারই স্বাভাবিক। সেই বা কি পর্য্যন্ত এবং তাহাদের জ্ঞানাধিকার বা ভক্ত্যধিকার কবে হইতে

পারে সেই সন্ধন্ধে ভগবান্ বলিতেছেন। কর্ম্ম উভয় প্রকার—নিত্য এবং নৈমিত্তিক।

যে পর্য্যন্ত না নির্ব্বিণ্ণ হয় অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারাই অন্তকরণ শুদ্ধি হইয়া নির্ব্বেদ সঞ্জাত হয়।

নির্ব্বেদ সঞ্জাত হইলে "নির্ব্বিণ্ণগণের জ্ঞানযোগ" আমার এই উক্তি অনুসারে—(শ্রীমদ্ভাঃ- ১১।২০।৭) জ্ঞানেই অধিকার হয়—কর্ম্মে আর অধিকার থাকে না। আবার আকস্মিক মহৎ কৃপাজনিত শ্রদ্ধা জন্মিলে "জাত শ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্" (শ্রীমদ্ভাঃ ১১।১০।৮) কেবলা ভক্তিতে অধিকার হয়। কর্ম্মে আর অধিকার থাকে না, এই শ্রদ্ধাকে আত্যন্তিকী বলিয়া জানিতে হইবে। এই শ্রদ্ধা ভগবৎ কথা শ্রবণাদি দ্বারাই কৃতার্থীভূত হয়, কর্ম্ম জ্ঞানাদির দ্বারা নহে। ইহা দৃঢ় আস্তিক্য লক্ষণ, শুদ্ধ-ভক্ত সঙ্গ-সঞ্জাত বলিয়াই জানিতে হইবে। অতএব "শ্রুতি ও স্মৃতি আমারই আজ্ঞা। যে এই দুইটিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া থাকে, সে আজ্ঞাচ্ছেদী, আমার দ্বেষী, আমার ভক্ত হইলেও সে বৈষ্ণব নয়। এই কথিত দোষও এক্ষেত্রে নাই। আজ্ঞার অকরণের পর প্রত্যুত শ্রদ্ধা জাত হইলে তাঁহার করণে আজ্ঞা ভঙ্গ প্রসক্ত হয়। কিন্তু মহৎ কৃপা না পাইলে যাহার তাদৃশ শ্রদ্ধা জাত হয় নাই, কিন্তু অন্য বৈষ্ণবের উৎকর্ষ দেখিয়াই তাঁহার ন্যায় কর্ম্মত্যাগ করিয়া ভগবস্তুজনকেই তাঁহার সাধনের বিষয় করেন—এইরূপ কেহ কেহ বলেন। কিন্তু অন্যে কেহ কেহ বলেন— শ্রুতি ও স্মৃতি ভক্তিই প্রতিপাদন করে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপাদন করে না।

মদীয় বেদশাস্ত্রাদিষ্ট স্বধর্ম সমূহ, সম্যক্ ত্যাগ করিয়া যিনি আমার ভজন করেন তিনিই সাধুত্তম (ভাঃ ১১।১১।৩২) এই ভগবৎ বাক্যের বিরোধ হয় অনন্যভক্ত আমরা, আমাদের শ্রুতি স্মৃতি কথিত বিধি নিষেধ লইবার কোন প্রয়োজন নাই— এই বলিয়া একাদশী প্রভৃতি ব্রতের অনাচরণ, তাম্রপাত্রস্থ দধি দুগ্ধ প্রভৃতি এবং কাংস্যপাত্রস্থ নারিকেল জল ভগবানে

অর্পণ এবং তাহা প্রসাদরূপে গ্রহণ। এই সকল নিষিদ্ধাচরণ তখনই শ্রুতি স্মৃতি আমারই আজ্ঞা—এই ভগবদ বাক্যের বিষয়ান্তর্গত করে— এই কথা বলেন শ্রীমদ্ভাঃ— ১১।২। ৫৩ "ত্রিভুবনবিভহেভ••••••" নিজ বর্ণধর্ম্ম হইতে চলে না, এস্থলে চলে না অর্থে কম্পিত হয় না। এ ক্ষেত্রে পুরাকালীন অনন্য ভক্তগণের কর্ম্মিকুলের সহিত সংঘট্ট প্রাপ্তির জন্য তদ্ অনুরোধ বশে যে ঈষৎ কর্ম্ম করা হয়, তাহা কর্ম্ম না করাই যেহেতু তাহাতে শ্রদ্ধা নাই।

গীতীতে ভগবান্ বলিয়াছেন (গীঃ ১৭/২৮) অশ্রদ্ধার সহিত যে হোম, দান, তপঃ করা হয়, তাহাকে অসৎ বলা হয় । তাই ইহলোকে ও পরলোকে নিস্ফল।

ভগবান্ যে শ্রীমদ্ভাঃ ১১/১৯।৪৫ শ্লোকে বলিয়াছেন "গুণ দোষ দর্শন দোষ এবং তদুভয় বর্জ্জিত" ইহা কোন্ ভক্তের প্রতি প্রয়োজ্য তাহাই এখন আলোচনা করিতেছেন—

ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্ ॥

শ্রীমদ্ভাঃ—১১।২০।৩৬

রাগাদি-শূন্য সর্বত্র সমবুদ্ধি বিশিষ্ট, আমার একান্ত ভক্ত, যাঁহারা ভগবানকে লাভ করিয়াছেন এবম্বিধ সিদ্ধভক্তগণ তাহাদের বিহিত বা নিষিদ্ধ কর্ম্মের জন্য পুণ্য বা পাপ হয় না।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকা— ভগবান্ বলিতেছেন আমি যে ভাঃ— ১১।১৯।৪৫ শ্লোকে বলিয়াছি— "গুণ দোষ দর্শনই দোষ, তদুভয় বর্জ্জিত গুণ তাহা এই প্রকার ভক্ত সম্বন্ধেই। গুণ দোষের উদ্ভব যে সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণগুলি একান্ত ভক্তে নাই। তাহাদের গুণগুলি অপ্রাকৃত কেন না, প্রকৃতির পর সচ্চিদানন্দ বস্তুকে তাঁহার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাদের

মন, ইন্দ্রিয়াদি কিছুই গুণময় নয়। ভাঃ— ১১।২৫।২৬ শ্লোকে “সাত্ত্বিকাঃ কারকোঽসঙ্গী••••••” ভগবান্ বলিয়াছেন—“আমার আশ্রিত কর্ত্তা নির্গুণ, এই হেতু গুণদোষোদ্ভব বিধিনিষেধ নিবন্ধন গুণ সকলের বিষয়ী হন না। অর্থাৎ শিষ্টাচারে ইহাদের কোন গুণ হয় না এবং নিষিদ্ধাচারেও কোন দোষ হয় না। সমচিত্তযুক্ত ভক্তগণের যেমন চিত্রকেতু সম্বন্ধে মহাদেব বলিয়াছেন— “সমস্ত নারায়ণ পর ভক্তগণ কিছুতেই ভয় পান না, তাঁহারা স্বর্গ অপবর্গ ও নরকে তুল্যদর্শী। বুদ্ধি বা প্রকৃতির পর ভগবানকে যে সাধুগণ প্রাপ্ত হইয়াছেন— তাঁহারা সিদ্ধ, তাহাদের প্রতি দোষদৃষ্টি কর্তব্য নয় একথা আর কি বলিতে হইবে, এমন কি সাধকগণ, তাঁহারা যদি দুরাচারও হন, তাহাদের প্রতিও দোষদৃষ্টি করা উচিত নয়— শ্রীমদ্ গীতা ৯।৩০ শ্লোকে ভগবান্ এই কথাই বলিয়াছেন “যদি সুদুরাচার ব্যক্তিও অনন্যভাবে আমার ভজনা করে, তাহাকে সাধু বলিয়াই মনে করিতে হইবে যেহেতু তিনি সম্যক্ ব্যবসিত”।

কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তি সাধনরত জনের দোষগুণ বিচার।

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ ॥

শ্রীমদ্ভাঃ—১১।২১।২

নিজ নিজ অধিকারে অবস্থানই গুণ এবং পরের সাধনাধিকারে অবস্থিতিই দোষ, ইহাই গুণদোষের স্বরূপ নির্ণয়।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকা— এই টীকাতে শ্রীলচক্রবর্ত্তী পাদ দুইটি প্রশ্নাকারে উদ্ধবের সন্দেহ আলোচনা করিতেছেন— প্রথমতঃ উদ্ধব ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন— যদি কেহ আপনার কথাতে শ্রদ্ধালু, শুদ্ধ ভক্তির অধিকারী, কিন্তু সে যদি প্রতিষ্ঠিত কর্মী বা জ্ঞানীগণের যুক্তির দ্বারা দৈবাৎ বশীকৃত ও তাহাদের অনুগত হইয়া ঔষধ পানের

ন্যায় অরোচক হইলেও কর্ম্ম করেন অথবা জ্ঞান অভ্যাস করেন তাহা হইলে সেই ভক্তের গুণ দোষ দর্শন দোষ, না তাঁহার অভাব গুণ ?

দ্বিতীয় প্রশ্ন— যদি কোন ব্যক্তি মহৎ কৃপা না পাওয়ায় ভক্তিতে অজাত শ্রদ্ধা, এমন যে কর্ম্মী বা জ্ঞানী, ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়া সেইরূপ নিজের উৎকর্ষ কামনা করিয়া স্বীয় অধিকার প্রাপ্ত কৃত্যসমূহ ত্যাগ করতঃ প্রতিষ্ঠিত ভক্তের ন্যায় ভগবানের ভজন করিতে করিতে আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়া খ্যাপন করে। তাহা হইলে সেই দম্ভশালী জগদ্বঞ্চকের কি গুণ দর্শন করিতে হইবে না হইবে না ? ভগবান্ উত্তর দিতেছেন— "উদ্ধব তোমার প্রশ্নের উত্তর সত্য শ্রবণ কর"। এই বলিয়া এখানে গুণদোষের লক্ষণ বলিতেছেন। জ্ঞানীর জ্ঞানেই এবং কর্ম্মির কর্ম্মেই অধিকার, তাহাতেই নিষ্ঠা অর্থাৎ নিষ্ঠিতত্বই গুণ, কিন্তু জ্ঞান এবং কর্ম্ম উভয়ই স্বতঃই ফলদানে অসমর্থ বলিয়া ভক্তির সহিত মিশ্রণ করিয়াই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। অন্যথা "নৈষ্কর্ম্মমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতম্" (ভাঃ ১।৫।১২) ইত্যাদি বিফল হইয়া যায়। কিন্তু শুদ্ধভক্তের ভক্তিতেই নিষ্ঠা গুণ, যেহেতু ভক্তি স্বতঃই ফলদানে সমর্থ, সেইজন্য কর্ম্ম জ্ঞানাদির সহিত মিশ্রভাবে অনুষ্ঠান করা উচিত নয়।

"যিনি সর্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার ভজন করেন (ভাঃ ১১।১১।৩২) শ্লোকে এবং "ভক্তিতে জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রায়ই শ্রেয় নয় (ভাঃ ১১।২০।৩১) যাহা আমরা পরের শ্লোকে আলোচনা করিতেছি। ইত্যাদি শ্লোকদ্বয় অনুসারে ভক্তি যদি জ্ঞানাদি মিশ্র হয়—তাহা হইলে তাঁহার শুদ্ধভক্তিত্ব অপগত হয়। এইশ্লোকে যে বিপর্যয় কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে তাঁহার অর্থ, পরাধিকারে নিষ্ঠা। উভয়ের—অর্থ গুণ ও দোষের।

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥

শ্রীমদ্ভা:—১১।২০।৩১

অতএব (ভক্তির সর্ব শ্রেষ্ঠত্ব হেতু) আমাতে ভক্তিযুক্ত মদ্গতচিত্ত ভক্তিযোগী পুরুষের পক্ষে । ইহলোকে জ্ঞান বা বৈরাগ্য শ্রেয়ঃ সাধনরূপে গণ্য করা হয় না।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকার অনুবাদ—

যেহেতু অন্য নিরপেক্ষা ভক্তিদ্বারাই হৃদয়-গ্রন্থিভেদ প্রভৃতি স্বতঃই হইয়া থাকে (যাহা পূর্ব শ্লোকে "ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিচ্ছিদ্যন্তে••••••." বর্ণিত হইয়াছে) সেই জন্য ভক্তের হৃদয় গ্রন্থি ভেদ নিমিত্ত জ্ঞান ও বৈরাগ্য উপাদেয় নয়। আপনাতে জ্ঞান বৈরাগ্যের শ্রেয়স্করত্ব দেখা যায় না বলিয়া ইহাই বলিতেছেন— মদাত্মা বলিতে আমাতে আত্মা অর্থাৎ যাহার দেহ প্রভৃতির অতিরিক্ত ব্যাপারে অনুসন্ধান লক্ষণই জ্ঞান এবং বিষয়ের অগ্রহণ লক্ষণ-বৈরাগ্য,শ্রেয় নহে, যেহেতু উহারা সাত্ত্বিক কিন্তু ভক্তি গুণাতীত । ভক্তি থাকিলে আপনাতে জ্ঞান বৈরাগ্য আনিবার ইচ্ছাই দোষ এই ভাব । প্রত্যুত অবিদ্যাবৃত্তি রাগদ্বেষাদির ন্যায় বিদ্যাবৃত্তিরূপ জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তে আপনা হইতে বর্ত্তমান থাকিলেও ইহারা ভক্তি দ্বারাই নিজত্ব প্রাপ্ত হয়-"এতাঃ সংসৃতয়ঃ পুংসো"-ভাঃ ১১।২৫।৩২ ভগবদনুভবরূপ জ্ঞান এবং বিষয়ে অরুচি লক্ষণ বৈরাগ্য, ভক্তি হইতে সঞ্জাত বলিয়া আপনা হইতেই গুণাতীত হইবে। যেমন উক্ত হইয়াছে "ভক্তিপরেশানুভবো ভাঃ ১১।২।৪২ ভজনকালে একই সঙ্গে ভক্তি ভগবৎ জ্ঞান এবং প্রাকৃত বিষয়ে বিরক্তি প্রায়— এই শব্দ গ্রহণ করায় বুঝাইতেছে যে কোন ক্ষেত্রে যেমন শান্ত ভক্তের প্রথম দশায় জ্ঞান বৈরাগ্য অশ্রেয়ঙ্কর নয়। মুক্তি ভক্তি দ্বারাই নির্ব্বিঘ্না , এই জন্য যুক্ত বৈরাগ্য স্বীকৃত হইয়াছে। (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু দ্রষ্টব্য ১।২।২৫৫) ।

কর্ম্মী এবং জ্ঞানীর সাধনে প্রাপ্তব্য কি ?

ইহাই ভগবান্ উদ্ধবকে বুলিতেছেন—

অস্মিন্ লোকে বর্ত্তমানঃ স্বধর্ম্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ।
জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিং বা যদৃচ্ছয়া ॥

শ্রীমদ্ভাঃ—১১।২০।১১

নিষিদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগী শুদ্ধচিত্ত স্বধর্মপরায়ণ এই রূপ গুণযুক্ত কর্মী, ইহলোকে বর্তমান থাকিয়াই কেবল জ্ঞান অথবা ভাগ্যক্রমে (ভক্তিমান সাধুসঙ্গে) মদ্ভক্তি প্রাপ্ত হয়।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকার অনুবাদ—

তাহা হইলে কর্ম্মী কি প্রাপ্ত হয় ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন । এই মর্ত্যলোকেই স্থিত। স্বধর্ম্মস্থ– নিষ্কাম কর্ম্ম করণ জন্য, অনঘ— নিষ্পাপ বলিয়া, শুচি— শুদ্ধ অন্তকরণ হইয়া বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। এই জ্ঞান পরিসমাপ্ত হয় মোক্ষ লাভে। কিন্তু যদি যদৃচ্ছাক্রমে শুদ্ধভক্ত সঙ্গ লাভ হয়, তাহা হইলে আমার কেবলা ভক্তি এবং তদ্বারা প্রেমও প্রাপ্ত হয়। আবার যদি এই কর্ম্মীগণের কর্ম্ম মিশ্রা বা জ্ঞান মিশ্রা ভক্তিমান্ সাধুর সঙ্গ হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে প্রাপ্ত, কর্ম্মমিশ্রা বা জ্ঞানমিশ্রা প্রধানীভূতা ভক্তিদ্বারা অন্ততঃ শান্ত রতি প্রাপ্ত হয়।

অতএব ইহাই আসিতেছে যে কর্ম্মমিশ্রা বা জ্ঞান মিশ্রা । ভক্তিমান্ সাধুসঙ্গে শান্তরতি মাত্র হয় আর শুদ্ধভক্ত সঙ্গে প্রেম লাভ হয়।

উদ্ধব গীতায় জ্ঞানমার্গের সাধন—

জ্ঞান মার্গের সাধন হিসাবে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে কয়েকটি বিশেষ বিষয় বলিয়াছেন— যাহা সাধন হিসাবে পৃথক্ করণীয় না হইলেও ভক্তিমার্গের সাধকগণের পালনীয় এবং শিক্ষনীয়।

পরস্বভাব কর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্নগর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥

শ্রীমদ্ভাঃ-১১।২৮।১

শ্রীভগবান্ বলিলেন প্রকৃতি ও পুরুষের সহিত এই নিখিল বিশ্বকে এক অন্তর্যামী পুরুষ কর্ত্তৃকই নিয়ন্ত্রিত জানিয়া অপরের স্বভাব ও কর্ম্ম সমূহের প্রশংসা বা নিন্দা করিবে না।

আলোচনা— কলিকাতা বরাহনগর পাঠবাড়ী হইতে পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজ আমাকে জ্ঞানালোক হিসাবে যে বিবৃতি পাঠাইয়াছিলেন তাহা এখানে দেওয়া হইল। শ্রীমদ্ভাঃ—১১।৭।৬ শ্লোকে ভগবান্ উদ্ধবকে "ত্বন্তু সর্ব্বং পরিত্যজ্য" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বৈরাগ্য উৎপাদন করিতেছেন। বিশ্বমেকাত্মনং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ, শেষাংশটি জ্ঞান মার্গের কথা। প্রকৃতি পুরুষ হইতে অভিন্ন, এবং স্বশক্তি বলিয়া প্রকৃতি জাত বস্তু (ভোগ্য) সুতরাং প্রকৃতি হইতে অভিন্ন এই অভিপ্রায়ে মিশ্বমেকাত্মকং বলেছেন। চক্রবর্ত্তী পাদ এবং দীপিকা দীপন টীকা অর্থ করেছেন—বিশ্বং একঃ পরমাত্মা এব আত্মা যস্য অর্থাৎ পরমাত্মাই বিশ্বের আত্মা প্রকৃতি তাঁর শক্তি, শক্তি জাত ব্রহ্মাণ্ড। সকল বস্তুকে তত্ত্বতঃ পরমাত্মাই জানিবে যেমন শ্রীমদ্ভগবদগীতায়—"বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" এই বোধটি আসিলে নিন্দার জন্য ব্যক্তি বা বস্তুর কারণ থাকে না।

শ্রীমদ্ভাঃ ১১।৭। ৭-৮ শ্লোকে "যদিদং মনসা বাচা ইত্যাদি এবং "পুংসোহযুক্তস্য নানার্থো" ইত্যাদি শ্লোক দ্বয়েও সমদর্শিত্ব দেখান হইয়াছে। ভক্তি উপদেশের মধ্যে ঠিক পড়ে না। গুণ,দোষ, এই বুদ্ধি অজ্ঞান ব্যক্তির হয়। মায়া গুণের মধ্যে যাহা যাহা তাঁহার আবার দোষ গুণ কোনটি ? টীকায় চক্রবর্ত্তী পাদ চিত্রকেতুর কথা তুলে বলেছেন— "গুণ প্রবাহ এতস্মিন্ কঃ শাপঃ কোন্বনুগ্রহঃ। গুণে গুণবুদ্ধি এবং দোষে

দোষবুদ্ধি অজ্ঞানীরই হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি সবটাই মায়া গুণের প্রবাহ জেনে সমদর্শী হন। কর্ম্ম, অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম ইত্যাদি বুদ্ধি অজ্ঞানী ব্যক্তিরই হয়। সুতরাং বেদ-নিষিদ্ধ কর্ম্ম যারা করে, তাদেরই নিন্দা এ রকম কথা নয়। (পত্র সমাপ্ত)। অনুরূপ ভাঃ ষষ্ঠ স্কন্ধ হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে যে অজ্ঞান হইতেই বিষয়ের গুণ দোষ প্রতীতি।

দেহিনাং দেহসংযোগাদ্‌দ্বন্দ্বানীশ্বরলীলয়া।
সুখং, দুঃখং, মৃতির্জন্ম শাপোহনুগ্রহ এব চ ॥
অবিবেককৃতঃ পুংসো হ্যর্থভেদ ইবাত্মনি।
গুণদোষ বিকল্পশ্চ ভিদেব স্রজিবৎ কৃতঃ ॥

শ্রীমদ্ভাঃ—৬।১৭।২৯-৩০

ঈশ্বরের মায়ায় দেহীর দেহের সহিত সংযোগ সংঘটিত হওয়ায় সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু অনুগ্রহ এবং অভিশাপ, ভাল এবং মন্দ এই দ্বন্দ্বসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকার অনুবাদ—

২৯ শ্লোকে—নারায়ণনিষ্ঠত্ব অভাব বস্তুতই এইরূপ হয়—"দেহিনামিতি"। "ঈশ্বরলীলয়েতি" ভগবানের ঈক্ষণলীলালব্ধ বল দ্বারা—অর্থাৎ মায়ার দ্বারা।

৩০ শ্লোক— সেই হেতু মায়িক অবাস্তব বস্তু সুখ দু:খাদি অস্থির বশতঃ অবস্তু বলিয়াই জানিতে হইবে— অবিবেক ইতি। পুরুষ (জীব) স্বপ্নে অর্থভেদ যেমন ক্ষীর ভোজন এবং পুত্র মরণাদির ন্যায় জাগরণ অবস্থায় গুণ-দোষ বিকল্প— সুখ দু:খাদি ভেদ করিয়া থাকে— এইরূপ জানিতে হইবে। তাহাতেই দৃষ্টান্ত হিসাবে বলিতেছেন— স্রজি, মালাতে ভিন্ন অর্থাৎ ইহা রজ্জু, বা সর্প এই-রূপ ভ্রম।

সাধক জীবনে বিষয় (বাহিরের) এবং চিত্ত (সাধকের অন্তরের) সংযোগ সম্বন্ধে কতগুলি প্রশ্ন আসে যাহা নিজের জন্য এবং অপরের জন্য সমাধানের প্রয়োজন আছে— এই প্রশ্নগুলি উদ্ধবের হৃদয়ে জাগরিত করিয়া ভগবান্ তাহার উত্তর দিতেছেন।

বিদন্তি মর্ত্ত্যাঃ প্রায়েণ বিষয়ান্ পদমাপদাম্।
তথাপি ভুঞ্জতে কৃষ্ণ তৎ কথং শ্বখরাজবৎ ॥

শ্রীমদ্ভাঃ-১১।১৩।৮

উদ্ধব বলিলেন— হে কৃষ্ণ, মনুষ্যগণ প্রায়শই বিষয়কে আপদের কারণ রূপে অবগত হইয়াও সারমেয় যেরূপ সারমেয়ী কর্তৃক ভর্ৎসিত গর্দভ যেরূপ গর্দ্দভী কর্তৃক পাদতাড়িত এবং নির্লজ্য অজ যেরূপ বধ্যস্থানে আনীত হইয়াও স্ত্রীসঙ্গ কামনা করে, সেইরূপ মানবগণ বিষয় হেতু বিপন্ন হইয়াও কি জন্য তাহার সেবা করে, তাহা বলুন।

শ্রীভগবানের উত্তর—

অহমিত্যন্যথা বুদ্ধিঃ প্রমত্তস্য যথা হৃদি।
উৎসর্পতি রজো ঘোরং ততো বৈকারিকং মনঃ ॥
রজোযুক্তস্য মনসঃ সঙ্কল্পঃ সবিকল্পকঃ।
ততঃ কামো গুণধ্যানাদ্ দুঃসহ স্যাদ্ধি দুর্ম্মতেঃ ॥১০॥

শ্রীমদ্ভাঃ—১১।১৩।৯-১০

হে উদ্ধব ! বিবেকহীন পুরুষের চিত্তে প্রথমতঃ দেহ-বিষয়ক অহং বুদ্ধিরূপ মিথ্যা জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে, তাহা হইতে দুঃখাত্মক রজোগুণ, সত্ত্ব প্রধান মনকে অভিব্যপ্ত করিয়া থাকে। অনন্তর রজোগুণ যুক্ত মনের বিকল্প ও সঙ্কল্প উদিত হয় এবং তাহা হইতে দুর্ম্মতি পুরুষের বিষয় চিন্তা হেতু দুঃসহ বিযয় বাসনা সৃষ্ট হইয়া থাকে।

করোতি কামবশগঃ কর্ম্মাণ্যবিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
দুঃখোদর্কাণি সম্পশ্যন্ রজোবেগবিমোহিতঃ ॥

শ্রীমদ্ভাঃ—১১।১৩।১১

অনন্তর বিষয়কামনা পরবশ, রজোবেগ মোহিত অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ কর্ম্মসমূহের পরিণামে দুঃখরূপ ফল জানিয়াও তাঁহার আচরণ করিয়া থাকে ।

আর একটি প্রশ্ন যাহা সনকাদি ভগবানকে করিয়াছিলেন, যাহা উদ্ধবের নিকট বিশেষ প্রয়াজেন বলিয়া উদ্ধব জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

শ্রীসনকাদির প্রশ্ন—

গুণেষ্বাবিশতে চেতো গুণাশ্চেতসি চ প্রভো ।
কথমন্যোন্য সংত্যাগো মুমুক্ষোরতিতিতীর্ষোঃ ॥

শ্রীমদ্ভাঃ—১১।১৩।১৭

হে প্রভো ! মানবগণের চিত্ত স্বভাবতঃই বিষয় সমূহের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে এবং বিষয় সমূহও বাসনারূপে চিত্তে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে, সুতরাং বিষয়াতিক্রমাভিলাষী মুমুক্ষু পুরুষের কিরূপে বিষয় এবং চিত্তের পরস্পর সম্বন্ধ বিনষ্ট হইতে পারে তাহা বর্ণন করুন ।

শ্রীভগবানের উত্তর—

গুণেষ্বাবিশতে চেতো গুণাশ্চেতসি চ প্রজাঃ ।
জীবস্য দেহ উভয়ং গুণাশ্চেতো মদাত্মনঃ ॥

শ্রীমদ্ভাঃ—১১।১৩।২৫

হে পুত্রগণ ! মানবের চিত্ত বিষয়সমূহে এবং বিষয় সমূহ চিত্তে প্রবিষ্ট হয় সত্য, কিন্তু এই চিত্ত ও বিষয় ইহারা উভয়েই চিন্ময় ব্রহ্মস্বরূপ জীবের দেহে অধ্যাস্ত উপাধি মাত্র, স্বরূপ নয় ।

গুণেষু চাবিশচ্চিত্তমভীক্ষ্ণং গুণ সেবয়া।
গুণাশ্চ চিত্তপ্রভবা মদ্রূপ উভয়ং ত্যজেৎ ॥

শ্রীমদ্ভাঃ—১১।১৩।২৬

অতএব পুরুষ আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া আমা হইতে অভেদ ভাবনাবেশে তন্ময় হইয়া অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ বিষয় ভোগদ্বারা বিষয়সমূহে প্রবেশশীলচিত্ত এবং গুণগুলি যাহা পুনঃ পুনঃ চিত্তে বাসনারূপে অবস্থিত, এই উভয়কেই ত্যাগ করিবে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকার অনুবাদ—

ঐ উভয়ের (চিত্ত এবং গুণের) পরস্পর সন্ত্যাগ দুর্ঘট বটে। অনাদি কাল হইতেই অভীক্ষ্ণ অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ গুণের সেবা করায় দৃঢ়তর সেই সংস্কার হেতু চিত্ত গুণ সমূহে প্রবেশ করিয়াই আছে ; সুতরাং কিরূপে তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারা যায় ? গুণ গুলি আবার পুনঃপুনঃ বাসনারূপে চিত্ত প্রভব অর্থাৎ চিত্তে প্রকর্ষরূপে অবস্থান হেতু কিরূপেই বা তাহাকে ত্যাগ করিতে সমর্থ ? আর জ্ঞানীগণের পক্ষে কষ্ট করিয়া পরস্পর সেই উভয়ের ত্যাগ নিষ্প্রয়োজন, কারণ উহাদের উভয়কেও তাহাদের প্রয়োজন নাই। অতএব মদ্রূপ অর্থাৎ আমা হইতে অভেদ ভাবনাবেশ জন্য মন্ময় হইয়া জ্ঞানীগণ উভয়কেই ত্যাগ করিবেন।

চক্রবর্ত্তী পাদ— ইহার পরে ভক্তগণের জ্ঞানীগণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ সাধন বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন ভক্তগণ মন্ময় ভাবটি ইষ্টবোধ করেন না, তাঁহারা ভগবদ্ স্বরূপ হইতে জীব স্বরূপকে নিত্যভেদ এবং পরস্পর পরস্পরের সেব্য সেবক সম্বন্ধ জানিয়া সেবাকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া নিশ্চয় করায় তাহাদিগের চিত্ত আমার (ভগবানের) রূপ-গুণ-লীলা-রসে নিরন্তর নিমগ্ন। সেইজন্য প্রাকৃত গুণ সকল তাহাদিগের নিকট হইতে আপনা আপনিই দূরীভূত হইয়া থাকে। সুতরাং তাহাদের চিত্ত ও গুণের পরস্পর সংত্যাগ দুর্ঘট নহে, মন্ময়ী ভাবটি তাহাদের ইষ্ট নয়।

॥ দশম অধ্যায় ॥

ভাগবত জীবনে বৈষ্ণবগণের সেবা

বৈষ্ণবগণের সেবা ভক্তি যাজনের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়, এইজন্য শ্রীজীব গোস্বামী পাদ তাঁহার ভক্তি সন্দর্ভে ২৩৬ অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে বিস্তৃত ভাবে আলাচেনা করিয়াছেন, তাঁহার আংশিক আলোচনা এখানে উদ্ধৃত করা হইতেছে।

গোস্বামিপাদ তিনটি ভিন্ন পর্য্যায়ে বিষয়টি আলোচনা করিয়াছেন।

১। শ্রীগুরু সেবা।
২। শ্রীগুরুর আজ্ঞা লইয়া অন্য বৈষ্ণবগণের সেবা।
৩। বৈষ্ণব মাত্রেরই সেবা।

শ্রীগুরু সেবা— ভগবৎ শাস্ত্রের উপদেষ্টা বা ভগবৎ মন্ত্র উপদেষ্টা শ্রীগুরুদেবের নিত্যই বিশেষ ভাবে সেবা করিবে। কারণ তাহাদের অনুগ্রহই নিজ নিজ নানা প্রকার উপায়ে অনপনেয় অনর্থ সমূহের এবং পরম ভগবদনুগ্রহ সিদ্ধি বিষয়ের মূল কারণ।

মন্ত্রোপদেষ্টা গুরুর সম্বন্ধে বামন কল্পে ব্রহ্মার বাক্য—

'যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাদ্ যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ম্।
গুরুর্যস্য ভবেত্তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ম্॥"

যিনি মন্ত্র তিনিই সাক্ষাৎ গুরু এবং যিনি গুরু তিনিই স্বয়ং শ্রীহরি। যাহার প্রতি গুরু তুষ্ট, তাঁহার প্রতি হরি স্বয়ং তুষ্ট হন। স্বয়ং ভগবান্ নিজ মুখে শ্রীদাম বিপ্রকে বলিয়াছেন—

নাহমিজ্যা প্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা।
তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরু শুশ্রূষয়া যথা॥

শ্রীমদ্ভাঃ—১০।৮০।৩৪

সকল প্রাণীর আত্ম স্বরূপ হইয়াও আমি ইজ্য (পূজা) প্রজাতি (বৈষ্ণব দীক্ষা) এই উভয়ের দ্বারা কিংবা তপস্যা অর্থে সমাধি বা উপশম অর্থে ভগবন্নিষ্ঠার দ্বারা সেইরূপ সন্তুষ্ট হই না, যে রূপ গুরু শুশ্রূষার দ্বারা সন্তুষ্ট হই।

"গুর্ব্বাজ্ঞয়া অন্যেষাং বৈষ্ণবানাং সেবনং শ্রেয়ঃ।"

তারপর শ্রীজীব গোস্বামিপাদ দ্বিতীয় পর্য্যায়ে লিখিয়াছেন, শ্রীগুরুর আজ্ঞায় এবং তাঁহার সেবার অবিরোধে অন্য বৈষ্ণব গণের সেবায় শ্রেয় লাভ। গুরুর বিদ্যমানতার অভাবে কোন মহাভাগবতজনের নিত্য সেবায় শ্রেয় লাভ হইবে তবে তিনি গুরুর ন্যায় সমভাব এবং ভক্তের প্রতি কৃপালু চিত্ত হইবেন।

শ্রীজীব গোস্বামী এখানে সেবা দুই প্রকার বলিয়াছেন।

১। প্রসঙ্গরূপা।
২| পরিচর্য্যা রূপা।

প্রসঙ্গরূপাসেবা—

সাধু সেবার দ্বারা সজ্জনগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ বশতঃ ভক্তি অন্তরঙ্গ প্রাপ্ত হয়।

অন্যান্য সেবার সহিত সাধুসঙ্গ ভক্তিনিষ্ঠা উৎপাদন করে। ইহার উদাহরণ শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।১১।৪৭ শ্লোকে ভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন, যিনি সমাহিত হইয়া ইষ্ট ও পূর্তের দ্বারা আমার যজনা করেন এবং সাধু সেবার দ্বারা আমার স্মৃতি জ্ঞান জাগরূক করেন, তিনি আমাতে দৃঢ় ভক্তি লাভ করেন। ইষ্ট অর্থে হবির দ্বারা অগ্নিতে ভগবানকে যজনা এবং পূর্ত্ত অর্থ উদ্যান উপবন, ক্রীড়োদ্যান ইত্যাদি ভগবৎ আরাধনার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠান।

২। আবার সতন্ত্রভাবে সৎসঙ্গ যথেষ্ট ফলদানে সমর্থ,ইহা ভগবান্ ব্যক্ত করিয়াছেন—

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টা পূর্ত্তং ন দক্ষিণা ॥ ১ ॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্ব সঙ্গাপহো হি মাম্ ॥ ২ ॥

শ্রীমদ্ভাঃ-১১।১২।১-২

সকল আসক্তির নিরাসক সৎসঙ্গ যেরূপ আমাকে বশীভূত করিতে পারে, আসন, প্রাণায়ামরূপ যোগ, তত্ত্ব জ্ঞানরূপ সাংখ্য, বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম, বেদপাঠ, তপস্যা, ত্যাগ অগ্নিহোত্রাদি ইষ্ট, কূপ প্রতিষ্ঠাদি পূর্ত্ত কর্ম্ম, এ সকলের কোনটিই আমাকে সেইরূপ বশীভূত করিতে পারে না।

পরিচর্য্যারূপা মহাভাগবত সেবা।

শ্রীবিদুর মৈত্রেয় ঋষিকে বলিতেছেন— শ্রীমদ্ভাঃ ৩।৭।১৯ “যৎ সেবয়া ভগবতঃ•••••••••ইত্যাদি।

আপনাদের ন্যায় মহাভাগবতগণের সেবা অর্থাৎ পরিচর্য্যা দ্বারা নিত্যস্বরূপ ভগবানের পাদযুগলে রতিরস অর্থাৎ প্রেমোৎপন্ন হয়। এই শ্লোকের মূল কথার তাৎপর্য্য এই যে প্রকৃষ্ট সঙ্গ মাত্রে যে ভক্তির তীব্রতা লাভ হয়, পরিচর্য্যা দ্বারা তাঁহারই বিশিষ্ট ফল অর্থাৎ প্রেম লাভ হইয়া থাকে।

সকল বৈষ্ণবগণ পরিচর্য্যার পাত্র হইলেও নিম্নে বিশিষ্ট পাত্র এবং তাহাদের সেবা সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে।

প্রথমতঃ— বৃদ্ধ বৈষ্ণবগণের সেবা।
দ্বিতীয়তঃ— অসুস্থ বৈষ্ণবগণের সেবা।

বৃদ্ধ বৈষ্ণবগণের সেবার প্রকার।

১। তাহাদের জন্য কূপ, জলাশয় অথবা কুণ্ড হইতে জল আনিয়া দেওয়া, কারণ জল বহন করা তাহাদের পক্ষে কষ্টকর।

২। তাহাদের কুটিরের আঙ্গিনা ঝাড়ু দিয়া পরিষ্কার করা যাহারা শ্রীবিগ্রহ সেবা করেন তাহাদের জল ফুল তুলসী চয়ন করা।

৩। বাজার হইতে তাহাদের প্রয়োজনীয় নানা দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনা।

৪। দৃষ্টি শক্তি কম থাকিলে বা চোখের ছানি থাকিলে অসুস্থতার জন্য ভাগবতাদি পাঠে অক্ষম হইলে এবং শ্রবণের আগ্রহ থাকিলে ভক্তি গ্রন্থাদি ও প্রয়োজনীয় চিঠি পত্র পাঠ করিয়া শুনানো।

৫। অনেক বৃদ্ধ বৈষ্ণব যাহারা পূর্বে নিয়মিত ভাবে ভাগবতসভায় পাঠ শ্রবণের আগ্রহী ছিলেন, বর্তমানে চলৎ শক্তি হীনতা বশতঃ তাহাদের আগ্রহনুযায়ী এবং সামর্থ থাকিলে ভাগবতকথা শুনার জন্য ভাগবত সভায় নিয়ে যাওয়া।

৬। কোন কোন সময়ে শ্রীনাম কীর্ত্তন ও অন্যান্য প্রার্থনা ও আক্ষেপ মূলক গান সুর এবং তাল সংযোগে সুস্বরে কীর্ত্তন করিয়া শুনানো।

৭। কখনও কখনও প্রয়োজনানুসারে তাহাদের উচ্ছিষ্ঠ পাত্র সকল ধুইয়া পরিষ্কার করা।

অসুস্থ বৈষ্ণবগণের সেবা প্রকার *

পূর্বে বৃদ্ধ বৈষ্ণবগণের সম্বন্ধে যে সেবাগুলি বিহিত হইয়াছে তাহা প্রায় সবগুলিই এখানে প্রযোজ্য। ইহা ব্যতীত অসুস্থ বলিয়া তাহাদের বিশেষ সেবা করিতে হইবে।

---

* এই সম্বন্ধে বৃন্দাবনের ভাগবত নিবাসের পূজ্যপাদ শ্রীবিষ্ণু দাসজী মহারাজ তাঁহার আচরণ এবং আলোচনার দ্বারা আমায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

১। চিকিৎসককে আনিয়া তাহার রোগ নির্ণয় এবং ঔষধের ব্যবস্থা করা।

২। কখনও কখনও হাসপাতালে লইয়া যাওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে।

৩। তাহাদের জন্য দোকান হইতে ঔষধ ক্রয় করিয়া আনিয়া দেওয়া, প্রয়োজন হইলে ঔষধ নিজ হাতে খাওয়ান, ঔষধের সঙ্গে চরণামৃতও নিয়মিত সেবন করান।

৪। পথ্যাদি নির্ম্মাণ করা।

৫। কুটিরে মল মূত্রাদি পরিষ্কার করা।

৬। যদি শৌচাগারে যাইতে চাহেন তাহা হইলে তাহাকে ধরিয়া তথায় লইয়া যাওয়া এবং জল মৃত্তিকা প্রভৃতি আনিয়া দেওয়া, স্নান করান অথবা গাত্র মোঞ্ছনাদিতে সাহায্য করা।

৭। উনি যদি তুলসী পরিক্রমা করিতে ইচ্ছুক হন সে বিষয়ে তাহাকে সাহায্য করা। শেষ অবস্থায় তাঁহার শয্যার পাশে থাকিয়া শেষ নিশ্বাসের সময় তাহাকে নামকীর্ত্তন করিয়া শুনানো, শেষ নিশ্বাসের পর অন্যান্য সকলের সহিত তাঁহার প্রয়াজেনীয় দেহ সৎকার করা— এই সৎকার একটা বিশিষ্ট সেবা—শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নির্য্যান সময়ে এই সেবা করিয়া আমাদের শিক্ষা দিয়াছেন।

ভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন— শ্রীমদ্ভাঃ ১১।১৯।২১ শ্লোকে **"মদ্ভক্ত পূজাভ্যধিকা"** অর্থাৎ আমার পূজা হইতেও আমার ভক্তের পূজা আমার বিশেষ সন্তোষজনক। ইহা জানিয়া তাঁহার আতিশয্য বিধান কর।

পদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে মহাদেব পার্বতীকে বলিতেছেন— সকল দেবের আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু হে দেবি ! ইহা অপেক্ষাও তদীয় ভক্তগণের আরাধন শ্রেষ্ঠ।

শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ তাঁহার তৃতীয় পর্য্যায়ে বলিয়াছেন—

বৈষ্ণব মাত্রেরই যথাযোগ্য আরাধনা বিহিত হইয়াছে।
সকল বৈষ্ণবগণই নির্বিশেষে পরিচর্য্যা বা আরাধনার পাত্র। এখানে আরাধনা বলিতে কপিল দেবের উক্তি—

"অথ মাং সর্ব্বভূতেষু..... ইত্যাদি"

শ্রীমদ্ভাঃ—৩।২৯।২৭ শ্লোক।

অর্থাৎ সামগ্রী দান এবং সম্মান প্রদানের দ্বারা তাহাদের ইহাই আরাধনা বুঝিতে হইবে। ধনী গৃহস্থ সাধকগণ আগত বৈষ্ণবের প্রয়োজনানুসারে তাহাকে বস্ত্র ভোজ্য দ্রব্য অর্থাৎ আর্থিক দানের দ্বারা সেবা করিবেন। বিরক্ত সাধকগণ বিশেষ ভাবে আদর অভ্যর্থনার দ্বারা সেবা করিবেন। এই সম্বন্ধে আমার অন্যতম শিক্ষা গুরুদেব নিত্যলীলা প্রাপ্ত শ্রীপ্রেমানন্দ প্রভুপাদ শাস্ত্রীজী আমাকে যাহা উপদেশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

১। কোন বৈষ্ণব গৃহে আসিলেই সাধক যে কর্ম্মেই ব্যস্ত থাকুক না কেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া (এমন কি বিগ্রহ সেবাও) আগে উঠিয়া গিয়া আগত বৈষ্ণবকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়া আসন প্রদান করিয়া তাহাকে প্রণাম করিবেন।

২। তাঁহার আগমনের কারণ কি ? তাহা জানিবেন।

৩। সাধক তাহাকে কি ভাবে সেবা করিতে পারেন,তাহাও প্রশ্ন করিবেন।

৪। সম্ভব হইলে তখনই সেবা করিবেন, অথবা তাঁহার কাছে হইতে বিনীত ভাবে প্রার্থনা জানাইয়া অন্য সময় নির্দ্দিষ্ট করিবেন এবং সেই সময় যথা সম্ভব তাঁহার সেবা বিধান করিবেন।

৫। গ্রীষ্মকাল হইলে তাহাকে শীতল পানীয় দিবেন এবং ব্যজন দ্বারা বীজন করিবেন।

৬। পরিশেষে যথাসম্ভব নিজ ঠাকুরের কিছু বাল্যভোগ দিয়া আপ্যায়িত করিবেন।

শ্রীবৈষ্ণবগণের সেবা আরাধানা সম্বন্ধে শ্রীল জীব গোস্বামী যে দুইটি বিশেষ প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

পাদ্মোত্তর খণ্ডোক্ত শ্লোকে—

"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ ॥"

যিনি গোবিন্দের পূজা করিয়া তদীয় জনগণের পূজা করে না, সে ভগবদ্ভক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় না, সে দাম্ভিক বলিয়াই গণ্য হয়।

গারুড়োক্ত শ্লোকে—

রুক্ষাক্ষরন্ত শৃণ্বন্ বৈ তথা ভাগবতেরিতম্।
প্রণামপূর্ব্বং তং ক্ষান্ত্যা যো বদেদ্বৈষ্ণবো হি সঃ ॥

ভগবদ্ভক্ত কর্তৃক উচ্চারিত কটুশব্দ শুনিয়াও যিনি তাহাকে প্রণাম পূর্ব্বক ধৈর্য্যের সহিত কথা বলেন তিনিই যথার্থ বৈষ্ণব।

গোস্বামিপাদ অতঃপর একটি সতর্ক বাণী উপদেশ করিয়াছেন—

"বৈষ্ণব পূজকৈস্তু বৈষ্ণবানামাচারোঽপি ন বিচারনীয়ঃ।"

"অপি চেৎ সুদুরাচারঃ"………ইত্যাদি।

বিষ্ণুভক্ত জনগণের যাহারা পূজা করেন, তাহাদের নিকট বিষ্ণুভক্ত জনগণের আচার বিচারণীয় নহে। 'সুদুরাচার হইয়াও যাহারা অনন্যভাবে আমার ভজনা করে, তাহাদিগকে সাধু বলিয়া জানিবে।

সাধারণভাবে কোন কোন স্থলেও ভগবৎ নিবেদিত উত্তম ভোজ্য বস্তু দ্বারা বৈষ্ণবের সৎকার করা বুঝায়— ইহা বিশিষ্ট উৎসবাদি উপলক্ষে বিহিত হইলেও উপরোক্ত বিচার হইতে বুঝা যায়, ইহা মুখ্য পরিচর্য্যার ভিতর গণ্য হইতে পারে না।

কারণ, সেবার প্রধান উদ্দেশ্য সেব্যের ভজনে আনুকুল্য বিধান করা, কিন্তু এই সেবায় আনুকুল্যের বদলে প্রতিকূলের সম্ভাবনা অধিক। বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে—

প্রথমতঃ— সুস্বাদু ভোগের জন্য বেশীর ভাগ ভোজ্য বস্তু সকল গুরুপাক হয়, ইহাতে সেবনকারী বৈষ্ণবের আলস্য ও নিদ্রার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ— পরিমিত আহার না হইলে উদরাময়ের সম্ভাবনাও আছে। এই দুইটি ভজনে সহায়তার বদলে বিঘ্নই করিয়া থাকে।

তৃতীয়তঃ— যিনি সেবক অর্থাৎ বৈষ্ণব সেবা দিতেছেন, তাঁহার অপরাধের সম্ভাবনাও রহিয়াছে, কারণ নিমন্ত্রিত বৈষ্ণব গণের কাহারও যদি সম্মান বা ভোজনের কোনরূপ ত্রুটি হয় তাহা হইলে তাহা নামাপরাধে পর্য্যবসিত হইবে।

একটি বিশিষ্ট বৈষ্ণবসেবা যাহা মুখ্য সেবার মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে, তাহা আলোচিত হইতেছে।

১। যে সকল অর্থবান ব্যক্তিগণের সামর্থ্য আছে, তাঁহারা যদি ভক্তি গ্রন্থাদির প্রকাশ করিবার ব্যয় ভার বহন করেন এবং তাহা বিনা মূল্যে অথবা খুব সামান্য মূল্যে বৈষ্ণবগণকে বিতরণ করেন, তাহা হইলে ইহা হইবে একটি বিশিষ্ট বৈষ্ণব সেবা।

২। বৃন্দাবনে অথবা অন্যান্য স্থানে যেখানে নিয়মিত ভাবে ভগবৎ প্রসঙ্গ পাঠরূপে নির্দিষ্ট আছে, সেই সকল সভায় আর্থিক অথবা অন্য প্রকারে আনুকূল্য বিধান করা।

৩। যে সকল ভাগবত বক্তাগণ খুব কম অর্থ অথবা বিনা অর্থেই ভাগবতাদি বৈষ্ণবগণকে পাঠ করিয়া শ্রবণ করান, তাহাদের জীবন যাত্রার নির্বাহের জন্য সর্ববিধভাবে আনুকুল্য বিধান করা।

॥ একাদশ অধ্যায় ॥

আদর্শ ভাগবত জীবন

সাধককে সুস্থভাবে জীবন গঠন করিতে হইলে তাঁহার সম্মুখে একটি আদর্শ থাকা প্রয়োজন, তাহা সাক্ষাৎ হোক অথবা গ্রন্থে বর্ণিতই হোক। এই আদর্শ ভক্ত সাধককে নিজ চিন্তা ধারা এবং আচরণের দ্বারা পথ প্রদর্শক রূপে আলো দান করিবেন।

আমাদের আদর্শ কে ?

এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন ভগবান্ নৃসিংহরূপে শ্রীমদ্ভাগবতেঃ—৭।১০।২১ শ্লোকে।

"ভবন্তি পুরুষা লোকে মদ্ভক্তাস্ত্বামনুব্রতাঃ।
ভবান্ মে খলু ভক্তানাং সর্বেবষাং প্রতিরূপধৃক্ ॥"

হে বৎস প্রহ্লাদ ! এই জগতে তোমার অনুব্রত ব্যক্তিগণই আমার ভক্ত, তুমিই আমার ভক্তদিগের উপমাস্থল অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া আদর্শ।

কি কারণে শ্রীপ্রহ্লাদকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাঁহার উত্তর দিয়াছেন শ্রীনারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে যখন প্রহ্লাদের গুণাবলী শ্রবণ

করাইলেন। শ্রীমদ্ভাগবত-৭।৪।৩১, ৩২, ৩৩, ৩৫, ৩৬ শ্লোক। এই শ্লোক গুলির অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল।

৩১-৩২—সেই প্রহ্লাদ ব্রাহ্মণ্যগুণ সম্পন্ন সচ্চরিত্র,সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, পরমাত্মার ন্যায় প্রাণি মাত্রেরই একমাত্র প্রিয় এবং সুহৃত্তম ছিলেন, মাননীয় ব্যক্তির প্রতি ভৃত্যবৎ প্রণত হইতেন। দীন জনের প্রতি পিতার ন্যায় বাৎসল্য প্রকাশ করিতেন, সমান ব্যক্তিগণের প্রতি ভ্রাতার ন্যায় অনুরাগযুক্ত এবং শিক্ষাদি ‘দাতা গুরুজনকে পূজ্য, প্রভু জ্ঞান করিতেন। বিদ্যা, অর্থ, রূপ ও অভিজ্ঞতা বিশিষ্ট হইয়াও গর্ব এবং অনম্রতা বর্জ্জিত ছিলেন।

৩৩— শ্লোক-প্রহ্লাদ অসুর বংশ জাত হইলেও বিষ্ণু এবং বৈষ্ণবে মাৎসর্য্য প্রভৃতি আসুরি ভাব রহিত ছিলেন। বিপদে তাঁহার চিত্ত উদ্বিগ্ন হইত না, তিনি শ্রৌত স্বর্গরাজ্য প্রভৃতিতে অথবা দৃষ্ট অর্থাৎ প্রাকৃত জগতের বিষয়াদিতে নিস্পৃহ ছিলেন, তিনি জিতেন্দ্রিয় জিতবায়ু ও স্থির বুদ্ধি বশতঃ প্রশান্ত কাম ছিলেন।

৩৫ শ্লোক— হে নৃপ ! সভাস্থলে সাধুকথা-প্রসঙ্গে শত্রুগণও প্রহ্লাদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন আপনাদের ন্যায় মহৎ ব্যক্তির তো কথাই নাই।

৩৬ শ্লোক— ভগবান্ বাসুদেবে যাহার স্বাভাবিক রতি, তাঁহার অগণিত গুণের সংখ্যা নির্দেশ কে করিবে ? তথাপি এই সকল বাক্যের দ্বারা তাঁহার মাহাত্ম্যের সূচনা মাত্রই করা হইল।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকা—

এখানে বাসুদেবে নৈসর্গিকী রতি কেহ কেহ বলেন নৃসিংহদেবে রতি। প্রহ্লাদ ভগবানকে স্তুতি করিবার পর তিনি পীতাম্বর ধর ভগবান্ হরিরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—(বৈষ্ণবোক্তেঃ)। কৃষ্ণগ্রহগৃহীতাত্মা, গোবিন্দ

পরিরম্ভিত ইত্যাদি । কেহ বলেন বাসুদেবে— বসুদেব নন্দনাকারে তাঁহার রতি, অন্য কেহ কেহ বলেন প্রহ্লাদের প্রথমে বাসুদেবে রতি, পরে শ্রীনৃসিংহদেবে রতি হয় ।

আমাদের আদর্শ কে ?

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে শ্রীরূপ সনাতন প্রভৃতি গোস্বামিগণকেই আমাদের আদর্শ রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে । ইহাই অনুভব করিয়া শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপদি তাঁহার অপূর্ব্বকথা শিল্প রূপে গ্রন্থ শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃত ২য় শতক ৫৩ হইতে ৫৫ শ্লোকে যে বিবৃতি দিয়াছেন সহৃদয় পাঠকগণকে আমরা এই শ্লোক তিনটি উপহার স্বরূপ প্রদান করিলাম ।

“ নো শৃণ্বন্ নৈব গৃহ্নন্ সকল তনুভৃতাং
ক্বাপি দোষং গুণং বা
বৃন্দারণ্যস্থসত্ত্বান্যখিল গুরুধিয়া
সংনমন্ দণ্ডপাতৈঃ ।
ত্যক্ত্বাশেষাভিমানো নিরবধি
পরমাকিঞ্চনঃ কৃষ্ণরাধা
প্রেমানন্দাশ্রু মুঞ্চন্ নিবসতি সুকৃতী
কোঽপি বৃন্দাবনান্তঃ ” ॥ ৫৩ ॥

সকল জীবের ভিতর কাহারও দোষ বা গুণ শ্রবণ বা গ্রহণ না করিয়া, গুরুবুদ্ধিতে শ্রীবৃন্দাবনস্থ সকল প্রাণিদিগকে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিয়া, অশেষ অভিমান ত্যাগ করিয়া এবং নিরন্তর পরম অকিঞ্চনভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমানন্দে অশ্রু মোচন করিয়া করিয়া কোনও সুকৃতী শ্রীবৃন্দাবনে বাস করেন ॥ ৫৩ ॥

ক্রন্দন্নার্ত্তস্বরেণ ক্ষিতিষু পরিলুঠন্ সংনমন্ প্রাণবন্ধুং
কুর্ব্বন্ দন্তে তৃণান্যাদধনুকরুণা দৃষ্টয়ে কাকু কোটিঃ ।

তিষ্ঠন্নেকান্ত বৃন্দাবিপিন তরুতলেস্বব্যপাণৌ কপোলং
ন্যস্যাশ্রুণ্যেব মুঞ্চন্নয়তি দিননিশাং কোঽপি
ধন্যোঽত্যনন্যঃ ॥ ৫৪ ॥

আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া প্রাণবন্ধুকে দণ্ডবৎ প্রণতি করিতে করিতে দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া কৃপাকটাক্ষপাতের জন্য কোটি কোটি কাকুবাদ পূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনের তরুতলে নির্জনে বাস করতঃ করদেশে কপোল বিন্যাস করিয়া শোকাশ্রু মোচন করিতে করিতে দিবারাত্রি যাপন করেন— এবম্বিধ অতি ধন্য অনন্য মহাজনগণ তথায় আছেন ॥ ৫৪ ॥

মুঞ্চন্ শোকাশ্রুধারাং সততমরুচিমান্ গ্রাসমাত্রাগ্রহেঽপি
ক্ষিপ্তো বদ্ধো হতো বা গিরিবদবিচলঃ সর্ব্বসঙ্গৈর্বিমুক্তঃ ।
নৈষ্কিঞ্চন্যৈক কাষ্ঠাং গত উরুতরয়োৎকণ্ঠয়া চিন্তয়ন্ শ্রী
রাধাকৃষ্ণাঙ্ঘ্রি পঙ্কেরুহদলসুষমাং কোঽপি বৃন্দাবনেঽস্তি ॥ ৫৫॥

নিরন্তর শোকাশ্রুপাত করিতেছেন, গ্রাসমাত্র আহারেও অরুচি হইয়াছে, কাহারও দ্বারা ক্ষিপ্ত বদ্ধ বা হত হইয়াও পর্বতবৎ অবিচল থাকেন, সর্বসঙ্গ ত্যাগ করিয়া পরম নিষ্কিঞ্চন ব্রতাবলম্বনে অধিকতর উৎকণ্ঠা সহকারে শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাদপদ্মদল সুষমা চিন্তা করেন—এবম্বিধ কোনও (ভাগ্যবান) পুরুষ বৃন্দাবনে বিরাজমান আছেন ॥ ৫৫ ॥

---সমাপ্ত---

ত্বদীয়ং বস্তু গোবিন্দং তুভ্যমেব সমর্পয়ে ।
তেন ত্বদংঘ্রিকমলে রতিং মে যচ্ছ শাশ্বতিম্ ॥

অমরসেন দাস বাবাজী মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনী

১৯১৩ সালে কলিকাতার বাগবাজারের "সেন" পরিবারে অমরেন্দ্রনাথ সেনের জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার পিতার নাম শ্রীযোগেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং মাতার নাম শ্রীমতী মৃণালিনী সেনগুপ্ত। বাল্যকাল হইতেই তিনি যৌথ পরিবারের লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী এবং বুদ্ধিমান ছিলেন।১৯২৯ সালে স্কটিশ চার্চ স্কুল হইতে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছিলেন এবং ১৯৩১ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত আই.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ১৯৩১ – ৩৭ তিনি "ফারমাইকেল মেডিকল কলেজে" (বর্ত্তমান আর.জি.কর কলেজ) এম.বি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং সন্মানের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ১৯৪৮ সালে এস.এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য ১৯৪৯ সালে তিনি লণ্ডনে গমন করিয়াছিলেন। লণ্ডনে "ব্রমটন" হাসপাতালে থেরাসিস সার্জারি সম্পর্কে গবেষণা করিয়াছিলেন, গবেষণা অন্তে তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়া ১৯৫০ সালে কলিকাতা আর.জি.কর হাসপাতালে তিনি সফলতার সহিত প্রথম হৃদযন্ত্রের অপরেশন করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি আর.জি.কর হাসপাতালের ভিজিটিং প্রফেসর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এছাড়াও তিনি ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ, কাঁচরাপাড়া টি.বি হাসপাতাল প্রভৃতি হাসপাতালের সহিত যুক্ত ছিলেন।

ডাক্তারি যন্ত্রের উপর অমরেন্দ্রনাথ কয়েকটি বই লিখিয়াছিলেন, যাঁহার মধ্যে "সার্জিকাল ইনস্ট্রুমেন্ট" নামক বইটি উল্লেখযোগ্য। অজাতশত্রু, সর্বজনপ্রিয় অমরেন্দ্রনাথ বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানের কাজের সহিত জড়িত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত দয়াশীল এবং দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি ডা.অমরসেন নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

ইহ জগত ক্ষণিক জানিয়া ইশ্বরের সাধনার জন্য তিনি ১৯৬১ সালে সিঁতির রামলাল আগরওয়াল লেনের বাড়ি হইতে বৃন্দাবনের উদ্দেশে গমন করেন। ইশ্বরের সাধনা অতিসুক্ষ্ম হইলেও বৃন্দাবনে তিনি রামকৃষ্ণমিশন হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া ব্রজবাসীদিগের সেবা করিতেন। রামকৃষ্ণমিশনের বাড়ি যেটি বৃন্দাবন জ্ঞানগুদ্রীতে অবস্থিত, তিনি সেখানে বসবাস করিতেন এবং আপামর অসুস্থ বৈষ্ণব ব্রজবাসীগণের সেবা করিতেন। বিরক্ত বৈষ্ণবদিগের প্রয়োজনে তিনি তাঁহাদিগের কুটিয়াতে যাইয়া অপরেশন করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের সেবাও করিয়াছেন।
আনুমানিক ১৯৬৫ সালে গোবর্দ্ধননিবাসী পরম বিদ্বানমূর্তি বৈরাগ্যমূর্তি পণ্ডিত শ্রী শ্রীল অদ্বৈত দাস বাবাজী মহারাজ কৃপা করিয়া তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান করেন। তিনি দীক্ষার পরবর্তীতে বৃন্দাবনে নিবাস করিয়া বৈরাগ্যকে আশ্রয় করতঃ কঠোর নিয়মে আবদ্ধ হইয়া তীব্র ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিয়মাবলীর মধ্যে অন্যতম হইতেছে যে, তিনি নিত্য গোপিনাথ বাজারস্থিত ভজনাশ্রম হইতে সকাল ৯টায় চারটি মাত্র রুটি মাধুকরী করিয়া লইয়া আসিতেন এবং মধ্যাহ্ন কালে দুটি রুটি এবং রাত্রিকালে দুটি রুটি আহার করিতেন। "ভাল না খাইবে ভাল না পরিবে" এই বাক্যের সুচারুরূপে তিনি পালন করিতেন। জীবমাত্রে দয়া যেন তাঁহার ভূষণ হইয়াছিল। অযথা কখনোই তিনি বাক্যালাপ করিতেন না। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই কেবল মাত্র গ্রহণ করিতেন। তিনি অতিবৃদ্ধাবস্থায়ও ভেক ধারণ করিতে সম্মত ছিলেন না। তাঁহাকে অনেক বৈষ্ণব অনুনয় করিয়া ভেকাশ্রয় ধারণ করিতে বলিলে অথবা কেন ভেকাশ্রয় ধারন করিতেছেন না ইহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন যে আমি তো এখনও নিষ্কিঞ্চন হইতে পারি নাই, আমি তো ইহা গ্রহণের যোগ্য নই। তিনি আরও বলিতেন যে, যতদিন না কেহ সম্পূর্ণরূপে নিষ্কিঞ্চন হন নাই, বৈরাগ্যকে ধারণ করেন নাই, সর্বজীবে কৃষ্ণাধিষ্ঠান ইহা উপলব্ধি করেন নাই তিনি এই ভেকাশ্রয়ের যোগ্য নহে। তিনি অখণ্ড

ব্রজে বাস করিয়াছেন, অর্থ বৈভবকে বিষ্ঠাবৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন ।। স্বয়ম আচরণ করিয়া তিনি একজন আদর্শবৈষ্ণবরূপে বৈষ্ণবজগতে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন ।

১৯৯২ সালে জুলাই মাসে তিনি খুব অসুস্থ হইয়া পড়িলে ভাগবত নিবাসের তৎকালীন অধ্যক্ষ মহারাজ শ্রীশ্রীবিষ্ণুদাস বাবাজী মহারাজ তাঁহাকে ভাগবত নিবাসে লইয়া আসেন। ভাগবত নিবাসে অবস্থান কালে শ্রীশ্যামসুন্দর দাসজী এবং শ্রীকৃপানিধি দাস বাবাজী মহারাজ তাঁহার সেবা কার্য্যে নিযুক্ত হন ।

ভাগবতনিবাসের বৈষ্ণবদিগের অনুনয়ে তাঁহার নিকুঞ্জগমনের একবৎসর পূর্বে তিনি তাঁহার গুরুভ্রাতা পণ্ডিত ভাগবতভূষণ শ্রীপ্রিয়াচরণ দাস বাবাজী মহারাজের নিকট হইতে ভেকাশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁহার নাম হয় শ্রীঅমরানন্দ দাস বাবাজী মহারাজ। ১৯৯৬ সালের ২ জানুয়ারি রাত্রি ১০.২৪ মিনিটে তিনি নিত্যলীলায় গমন করেন ।

বৈরাগ্যের আদর্শ বিগ্রহ,পরহিতে বদ্ধপরিকর, শ্রীগৌরগোবিন্দলীলামৃত রসসাগরে নিমগ্ন মানস,পরম ভজনবিজ্ঞ পরমপূজ্য শ্রীঅমরানন্দ দাস বাবাজী মহারাজ অনেকগুলি বৈষ্ণবগ্রন্থ রচনা করেন তাঁহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল, শ্রীমদ্ভাগবত ও ভাগবত জীবন, অপ্রাকৃত জগতের সেবা, শ্রীমদ্ভাগবত (ভক্ত ভক্তি ও ভগবান) , সিদ্ধ স্বরূপ এবং সেবা । বৈষ্ণবজগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং আদর্শরূপে তিনি আজও বৈষ্ণবসমাজে সমাদৃত হইতেছেন ।

গৌড়ীয় ভক্তি প্রচার সংঘ (প্যাগড) কর্ত্তৃক প্রকাশিত সনাতনীয়,গোস্বামীগণ এবং মহাজনকৃত গ্রন্থাবলী ঃ-

১. শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ (অখণ্ড আখ্যান)
২.শ্রীশ্রীনামামৃত সমুদ্র
৩. শ্রীচৈতন্যশতকম্/শ্রীসার্ব্বভৌমশতকম্
৪. শ্রীচৈতন্যাষ্টকম্,শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত টীকা সহিত
৫. শ্রীঐশ্বর্য্য কাদম্বিনী
৬. শ্রীসংকল্পকল্পদ্রুমঃ
৭.নিরামিষ বনাম আমিষ আহার
৮. শ্রীহরিনামামৃত সিন্ধু
৯.শ্রীসিদ্ধস্বরূপ এবং সেবা
১০.শ্রীঅপ্রাকৃত জগতে ভাগবত সেবা
১১.সাধক জীবন ও ভক্তির অনুশীলন
১২. শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন মহিমা
১৩. শ্রীমদ্ভাগবত এবং ভাগবত জীবন
১৪. শ্রীকৃষ্ণাহ্নিক কৌমুদী
১৫. শ্রীসনৎকুমার সংহিতা
১৬. শ্রীমন্নামামৃতসিন্ধুবিন্দু
১৭. শ্রীরাধারস সুধানিধী
১৮. শ্রীশ্রীউৎকলিকা বল্লরি
১৯.ভক্তি ক্রমবিকাশের অন্তরায়
২০. শ্রীশ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্ এবং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীকৃত টীকা সহিত
২১.শ্রীসঙ্গীত মাধবম্
২২. শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবঃ (শ্রীদশম চরিতম্)
২৩. শ্রীমদ্ভাগবত (শ্রীভগবান, ভক্ত এবং ভক্তি প্রসঙ্গ)
২৪.শ্রীক্ষণদা চিন্তামণি

২৫.চাণক্য নীতি
২৬. শ্রীপ্রবন্ধাবলী
২৭. শ্রীগোপাল বিরুদাবলী
২৮. শ্রীসিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়
২৯.শ্রীব্রজবিহার কাব্য
৩০. শ্রীবৈষ্ণব বিবৃতি
৩১.শ্রীগৌরলীলামৃত
৩২.শ্রীচৈতন্যপরিকর
৩৩.শ্রীসিদ্ধান্ত দর্পণঃ
৩৪.শ্রীবেদান্ত স্যমন্তকঃ
৩৫.শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদ্
৩৬.শ্রীঈশোপনিষৎ
৩৭.শ্রীদানকেলিচিন্তামণি
৩৮.শ্রীদানকেলিকৌমুদী
৩৯.শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
৪০.শ্রীপদামৃত সমুদ্রঃ
৪১.শ্রীআর্য্যশতকম্
৪২.শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য গ্রন্থমালা
৪৩.শ্রীব্রজরীতি চিন্তামণি
৪৪.শ্রীব্রজবিলাস স্তবঃ
৪৫.শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা
৪৬.শ্রীশান্তিশতকম্
৪৭.শ্রীনিকুঞ্জরহস্যস্তবঃ
৪৮.শ্রীমাধুর্য্য কাদম্বিনী
৪৯.শ্রীব্রজ কী মাধুকরী (হিন্দী)
৫০.শ্রীপদাংকদূতম্ (হিন্দী)

অধিক গ্রন্থাবলী শাস্ত্রীজী কর্ত্তৃক সম্পাদিত